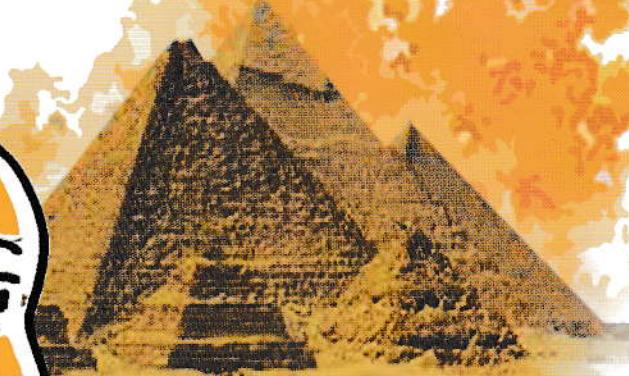


মরহ  
মুঘিকের  
উপাত্যকা  
আল মাহমুদ



মরণ মূধিকের উপত্যকা

# মরণ মৃষিকের উপত্যকা

আল মাহমুদ



মহাকাল

একটি সুস্থ ধারার সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা

প্রথম মহাকাল প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৪১৯ নভেম্বর ২০১২  
চতুর্থ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২৩ মার্চ ২০১৭

প্রকাশক মোঃ মনিরুজ্জামান  
মহাকাল

৩৮ কনকর্ড এম্পেরিয়াম ২৫৩-২৫৪ কুদরত-ই-খুদা সড়ক  
নিউ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫  
মোবাইল ০১৭০১-৭৭৮০১৭, ০১৯৭৯-০৩৩৫৬৯  
web [www.mohakal.org](http://www.mohakal.org)

e-mail : [mohakalbd2012@gmail.com](mailto:mohakalbd2012@gmail.com), [info@mohakal.org](mailto:info@mohakal.org)  
facebook : <https://www.facebook.com/mohakalpublications>

প্রধান সম্পাদক মো. আরিফুজ্জামান আরিফ  
প্রচন্দ মোমিন উদীন খালেদ  
বর্ণবিন্যাস শাহীন কম্পিউটার্স যাত্রাবাড়ী ঢাকা  
মুদ্রণ বর্ণরেখা প্রিন্টিং প্রেস ১৪৩/১ আরামবাগ ঢাকা-১০০০

পরিবেশক  
পাঠক সমাবেশ বাড়ি নং ৪ (২য় তলা) বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর শাহবাগ ঢাকা ১০০০  
ফোন ৯৬৬৪৯৯৯৯, ০১৭১৩০৩৪৪৮০  
উন্নতরণ ৩৯/১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০। মোবাইল ০১৯২৪-০০০৮৮৮  
অনলাইন পরিবেশক [www.rokomari.com/mohakal](http://www.rokomari.com/mohakal)  
মোবাইল ০১৫১৯-৫২১৯৭১

দাম ৩০০.০০ টাকা  
বিকাশ ০১৯৭৯-০৩৩৫৬৯

Moru Mushiker Upottoka by Al Mahmud  
Published by Md. Moniruzzaman of Mohakal  
38 Concord Emporium 253-254 Kudrat-E-Khuda Road  
New Elephant Road Katabon Dhaka 1205  
Cover Momin Uddin Khaled  
Printed by Bornorekha Printing Press 143/1 Arambagh Dhaka-1000  
First Published November 2012  
4th Print March 2017

Price Tk 300.00 only / US\$ 8

ISBN 978-984-90353-9-8

উ|৯|স|গ

মরহুম আবদুল মাল্লান তালিব  
গবেষক, অনুবাদক

মরণ মূষিকের উপত্যকা  
আল মাহমুদের একমাত্র  
রহস্য উপন্যাস





শুক্রবার দিন সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুমানোই হল চিশতির নিয়মিত বদ-অভ্যেসগুলোর একটি। অন্যান্য দিন অবশ্য কোনো কাজ থাকুক না থাকুক চিশতি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে যায়। উঠে পড়ে আজানের সাথে সাথেই। সে নিয়মিত নামাজি হলেও শুক্রবার দিনটা ব্যতিক্রম ঘটে। বৃহস্পতিবার সারারাত জেগে বিশ্বের যত রোমাঞ্চকর উপন্যাস, থ্রিলার, ভৌগোলিক বিষয়, অ্যাডভেঞ্চারের বই ও পত্রিকা যেমন পড়ে, তেমনি দুনিয়ার কোথায় কোন রহস্যময় বিষয়কে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে ফিল্ম, শর্টফিল্ম বা ভিডিও রেকর্ড সে সবের কালেকশন থেকে, কালেকশন না বলে চিশতির নিজস্ব ভিডিও লাইব্রেরিই বলা ভাল। এসব নিয়েই তার বৃহস্পতিবার রাতটা সাবাড় হয়ে যায়। শুক্রবার ঘুম থেকে জাগতে এ জন্যই দেরি। দেরি করে উঠলেও নামাজটা দ্রুত সেরে নিয়ে নাস্তার টেবিলে আসে। তারপর ধীরে সুস্থে নাস্তাটা সেরে একটা গোল্ড লিফ সিংহেট ধরিয়ে তার দিকে স্নেহদৃষ্টিতে নির্ণিমেষ তাকিয়ে থাকা এক সৌম্য সাদা থানপরা বৃদ্ধাকে বলবে, ‘যাক সকালের পাট চুকে গেল ফুপু। এখন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ভূগোল বিভাগে একটু তবলা বাজিয়ে আসি। তুমি দুপুরের খাবার নিয়ে আমার জন্য বসে থাকলে আমি আগামীকাল থেকে বাস্সরিক রোজা রাখার প্রতিজ্ঞা করব। তুমি এই অধম ভাইপোর অপেক্ষা না করে খেয়ে নেবে। এর অন্যথা করলে বুঝতেই তো পারছ আমার প্রতিজ্ঞা?’

নাস্তা পরিবেশনকারী চিশতির দিকে স্নেহদৃষ্টি তুলে বললেন, ‘তোর আজকাল বাইরে লাঞ্ছ না খেলে পেট ভরে না সেটা কি আর জানি না? বাসায় এসে তোকে খেতে বলি তো আমার নিজের জন্য। একা একা দুপুরের খাওয়া খেতে আমার যে কি খারাপ লাগে হতভাগা সেটা যদি বুঝতি তাহলে সব ফেলে দুপুরে বাড়ি এসেই খানা খেতি।’

‘এই তো অথবা রাগ করলে ফুপু। তুমি ভাবো আমি বিনা কারণে বুঝি বাইরে খাই? জানো না কত কাজ করি আমি। ভূগোল বিষয়ে কত নতুন নতুন তত্ত্ব নিয়ে আমি গবেষণা করছি তা যদি একটুও বুঝতে তাহলে একথা বলতেও না। আর দুপুরে শুধু এক গামলা ভাত-মাছ গেলার জন্য এমন করে বলতেও না। ভূ-পৃষ্ঠের এমন বিষয় নিয়ে আমরা খেলছি ফুপু যদি সত্যি একদিন সফল হই তবে জানবে তোমার এই ভাইপোটি মরণভূমিতেও সাগরকলার বাগান রচনার কৌশল জগৎকে জানিয়ে দেবে। বুঝলে?’

‘আমার আর বুঝে কাজ নেই। বরং এখন বিয়ে করে একটা বৌ এনে ঘরে তোল।

অস্তত মানুষের মুখ দেখে, একটা মানুষের সাথে কথা বলে আমার বাপ-দাদাদের প্রাচীন কেল্লার মত এই বাড়িতে পরানটা বাঁচুক। তুই গিয়ে মরক্কুমিতে গোলাপ ফোটা। কিন্তু আমাকে কাজের বেটি আর বাবুর্চি ছাড়াও যে দুনিয়াতে আমাদের জন্য আপন মানুষ আছে তা বোঝার সুযোগ করে দে।’

বলবেন সেই সৌম্য বৃন্দা। তার কর্তৃপক্ষ এমন মোলায়েম আর অভিজাত কে বলবে যে তিনি একজন জাঁদরেল বাঙালি সামরিক অফিসারের নিঃসন্তান বিধবা। পাকিস্তানি আমলে যার স্বামী খেমকারান সেক্টরে অত্যন্ত গৌরবের সাথে যুদ্ধ করে বাঙালি মুসলিমদের অপরিসীম বীরত্বের দ্রষ্টান্ত স্থাপন করে শাহাদাত বরণ করেন। নিঃসন্তান বৃন্দার কথার জবাবে ভাইপোটি সংকুচিত হয়ে হাত কচলে নিচু স্বরে বলবে, ‘একটু সময় দাও ফুপু, একটি মনের মত মেয়ে আবিষ্কারের চেয়ে সাহারায় একটি অনাবিক্ষুত ওয়েসিস খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ। একটু সময় চাই।’

‘অত আবিষ্কারের কি দরকার? প্রতি বৃহস্পতিবারে যে ক্যাসেট আর বইয়ের বোৰা নিয়ে তোর সাথে আসে আর সারাক্ষণ তোর বকবকানি নোট করতে থাকে, কি যেন নাম?’

‘কার কথা বলছো ফুপু? আমার সাথে তো আমাদের বিভাগের জাহুরা আসে। জাহুরা ফিরদাউস-ভূগোলের লেকচারার। খুব মেধাবী মেয়ে। বিভিন্ন থিসিসের কাজে আমাকে সাহায্য করছে। তাকে নিয়ে এ ধরনের চিন্তা তো আমার কোনদিন জাগেনি? কি আশ্চর্য!’

বিস্ময়ে অনেকটা হতবাক হয়ে বলবে চিশতি। যেন সত্যি কোন অনাবিক্ষুত লেগুনের গাঢ় সবুজ শেওলার বিবরণ দিলেন ফুপু। যা এতদিন কোন কল্পিত হেলিকপ্টারে প্রান্তর থেকে প্রান্তরের উপর দিয়ে উড়ে বেড়িয়েও চিশতির চোখে পড়েন।

আজ একুশে ফেন্স্যারি শুক্ৰবাৰ সকাল সাড়ে নটায় যথারীতি চিশতি ফজৱের কাজা নামাজ শেষে সালাম ফিরিয়েই কলিং বেলে বহিৱাগত কোন আগন্তকের আভাস পেয়ে কাজের বেটি মরিয়মকে বলল, ‘দেখ তো নিচে গিয়ে কে এসেছে?’

মরিয়ম দ্রুত নিচে নেমে গেলে একটু পরেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল জাহুরা। আজ হাতে অন্যান্য দিনের মত বইয়ের বোৰা নেই। তবে একটা লম্বা ভারী এয়ার খাম সে হাতে করে এনেছে। চিশতির সামনে এসেই বলল, ‘চিঠিটা ডিপার্টমেন্টে পড়ে ছিল। গতকাল ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকলেও আমি আমার নিজের কাজে একটু ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখি বাকসে তোমার নামে এই চিঠি পড়ে আছে।’

চিশতি চিঠিটা হাতে নিয়েই বলল, ‘স্ট্যাম্প দেখে তো মনে হচ্ছে আমিৱাত থেকে এসেছে। আমিৱাত থেকে কে লিখবে? সেখানে তো আমাদের সেই পক্ষী বিজ্ঞানী আলী রেজা ছাড়া কেউ থাকেন না। তিনিও থাকেন আল-আইন জ্যুতে। তিনি আমার কাছে কি বিষয়ে লিখবেন?’

‘আহা আগে খুলেই দেখো না? তিনিই যে লিখেছেন তা জানলে কি করে? ওপরে

তো সেভারের নাম নেই। শুধু লেখা আছে ড. মুস্তাক আহমদ চিশতি, লেকচারার, জিওগ্রাফি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ। আগে খোল তো চিঠিটা!

জাহুরার কথায় চিশতি খামের একটা প্রান্ত খুলে চিঠি বের করল। হাতে লেখা বাংলা চিঠি। লেখাটা চিশতির কেন যেন খুব অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া স্থূলির শেষে খানিকটা চেনা মনে হল।

‘প্রিয় চিশতি,

জানি না এই চিঠিখানা তোর হাতে, তোর যথার্থ ঠিকানায় পৌছুবে কিনা। বহুদিন আগে কায়রোয় একটি সেমিনারে তোর সাথে দেখা হয়েছিল। আল-আজহারে ভূগোল বিষয়ে যেসব অতিথি কায়রোতে এসেছিলেন তাদের ছবিসহ সংবাদ এখানকার দৈনিক আল-আহরাম পত্রিকায় দেখে আমি দারণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। উত্তেজনাটা ছিল আমার বাল্যবন্ধু চিশতির ছবি দেখে। চিশতি এখন কায়রোয়? আমি প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম। আমার লেবানিজ স্ত্রী লায়লা আমার অবস্থা দেখে কফির পেয়ালা সামনে রেখে হেসে বলল, ‘কি ব্যাপার? অতিথিদের মধ্যে কেউ চেনাজানা আছে বুঝি?’

আমি তাকে বলেছিলাম, চেনাজানা মানে? এতো আমার কৈশোর কালের পেয়ারের দোষ্ট মুস্তাক চিশতি। তুমি জান না লায়লা চিশতি আমার কতটা আপনজন। দু'জন একসাথে ম্যাট্রিক পাস করে দুই মহাদেশে পাড়ি জমাই। আমি আমার পরিবারের সাথে যাই আমেরিকায়। নিউইয়র্কে আমার পিতা পাকিস্তান দৃতাবাসের একটি টেকনিক্যাল পোস্টে ছোটখাটো চাকরি নিয়ে সপরিবারে প্রবাসী হলেন। আর চিশতি চলে গেল বিলেতে অক্সফোর্ডে অধ্যাপনারত চাচার কাছে। তারপর আর কোন দেখা সাক্ষাৎ নেই। এর মধ্যে দেশের ওপর দিয়ে কতকিছু ঘটে গেল। দেশ স্বাধীন হল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দূর থেকে শুধু স্বজাতিস্বীতি আর স্বদেশপ্রেম বৃদ্ধি পেলেও আমি পুরাতত্ত্বে উন্নতরেট করে মিসর সরকারের চাকরি নিয়ে কায়রো মিউজিয়ামে প্যাপিরাস বিভাগে জয়েন করলাম।

আমার কথা শুনে লায়লা বলেছিল, তিনি এখন যখন কায়রোয়, চলো দেখা করে আসি। আমিও তোর সাথে দেখা করার জন্য তৎক্ষণাৎ আল-আজহার ইউনিভার্সিটিতে টেলিফোন করে তোর হোটেলের ঠিকানা জেনে তোকে টেলিফোন করেছিলাম। তুই আমার কল পেয়ে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলি না আমি তোর বাল্যবন্ধু আকরাম ইলাহী। আশা করি সে রাতটার কথা তোর স্মরণ আছে, যে রাতে আমার স্ত্রী লায়লা তোকে প্রায় জোর করেই হোটেল ব্লু নাইল থেকে মিউজিয়াম পাড়ায় আমার বাসায় নিয়ে এসেছিল। তুই গাড়িতে আসার সময় আমাকে আমার স্ত্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলি, এই আরব্য রাজনীর রাজহংসীটিকে কি করে বাগালি?

আমি তখন তোকে বলেছিলাম, লায়লা কায়রো মিউজিয়ামের প্যাপিরাস বিভাগে আমার সহকারী কিউরেটর। সে প্রাচীন মিসরীয় কাব্যের পাঠোদ্ধারে ইতিমধ্যেই খ্যাতি

অর্জন করেছে। এখানে চাকরিসূত্রে তার সাথে পরিচয় হলেও উভয়ের কাজের পদ্ধতি এক হওয়ায় এবং প্রাত্যহিক মেলামেশায় উভয়ের মধ্যে প্রথমে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং অবশেষে সহানুভূতি ও প্রেম জন্মে। লায়লা নিজেই আমাকে বিয়ের প্রস্তাৱ দিলে আমি সম্মত হই। আমাদের এখনও কোন সন্তানাদি হয়নি। সে রাতে আমাদের বাসায় আমি তোকে আরও একটি বিষয় জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, লায়লা এখন একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্যাপিরাস ইন্সেপ্টের পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত। এ ধরনের পুঁথি ইতিপূর্বে আর আবিষ্কৃত হয়নি। বইটি মেমফিসের এক বিখ্যাত ফেরাউনের পিরামিড সমাধি থেকে বেদুইন যায়াবর চোরেরা অন্যান্য দ্রব্যের সাথে চুরি করে নিয়ে যায়। সন্তুষ্ট পুঁথিটি কোন সোনার কাসকেটে রাখা ছিল। চোরেরা কাসকেটের লোডেই পুঁথিটিও নিয়ে যায়। কিন্তু পরে সন্তুষ্ট কাসকেট খুলে কিছু অপ্রয়োজনীয় নলখাগড়ার ছাল দেখে তা একটি পার্বত্য গুহায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাসকেটটি নিয়ে পালিয়ে যায়। বছকাল পরে জনেক ইতালীয় পর্যটক আবিষ্কারের নেশায় ঘূরতে ঘূরতে ঐ গুহায় ইতস্তত ছড়ানো প্যাপিরাসগুলো পেয়ে তা একত্র করে একটা বাস্তিলের মত বেঁধে কায়রোয় নিয়ে এসে তৎকালীন কায়রো মিউজিয়ামের ইংরেজ কিউরেটারকে দেন। সে ভদ্রলোক প্যাপিরাসগুলোর পাঠোদ্ধারের জন্য এক্সপার্টদের কাছে পাঠান। কিন্তু এক্সপার্টগণ রিপোর্ট করেন যে, উন্মুক্ত জায়গায় অরক্ষিত অবস্থায় বহু বছর পড়ে থাকায় এর লিপিকৌশল অবোধ্য হয়ে গেছে বা এগুলো মিসরের আরও প্রাচীনকালের কোন লিপিকা, তারা পাঠোদ্ধার করতে পারছেন না।

সেই থেকে মিউজিয়ামের প্যাপিরাস লাইব্রেরির বাতিল বলে গণ্য একটি তাকে তা পড়ে ছিল। তুই যখন কায়রোতে তখন লায়লা এই প্যাপিরাসের বাস্তিলটা নিলামযোগ্য বাজে মালের মধ্য থেকে কেবল কৌতুহলবশত বাঢ়ি নিয়ে এসে আলমারিতে রেখে দেয়। এখন ঐ প্যাপিরাসগুলোই হল আমার ও আমার স্তৰীয় সৰ্বনাশের কারণ। এখন আমার প্রিয়তমা স্তৰী লায়লা কোথায় আমি জানি না। আমিও প্রাণভয়ে ইঙ্গিষ্ট ছেড়ে আমিরাতে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। উটের রাখালদের মধ্যে পরিচয় লুকিয়ে আমি বেঁচে আছি।

আমি জানতাম তুই ছোটবেলা থেকেই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষ। এখন গুরুগঙ্গীর বিষয়ে অধ্যাপনা করলেও তোর সেই অনুসন্ধিৎসা এখনও আছে। তাছাড়া আমাকে ও লায়লাকে মৃত্যু ও জীবনের আশঙ্কা থেকে কেউ যদি রক্ষা করতে পারে তবে সেই পরম আপনজন তুই।

আমি কোনকালেই ঠিকমত গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারি না, সেটা তো তুই জানিস। যদিও আমার সাবজেক্টে আমার লেখা থিসিসের খুব সুনাম। সেগুলো তো ইংরেজিতে লেখা। আমি মূলত ইংরেজিটাই ভাল করে জানি। বাংলা সে তুলনায় হাস্যকর। তবুও বাংলাতেই এই চিঠি লিখছি, কারণ এটা ফেন্স্রুয়ারি মাস। মনে আছে ৫২'র একুশের সেই মিছিলে আমি আর তুই পাশাপাশি ছিলাম? তাছাড়া বাংলায় লেখা এজন্যও দরকার, চিঠিটা যেখান থেকে পোস্ট হয়ে যাচ্ছে তারা আরবি বা ইংরেজি ছাড়া বাংলা পড়তে পারবে না।

আজ যে বিষয় জানিয়ে তোর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব সে বিষয়টাই উত্থাপন করতে চাই।

গত বছর লায়লা পরিত্যক্ত প্যাপিরাস বাস্তিলটা নিয়ে কৌতুহলবশত এক সকালে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে হঠাৎ চিংকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরে। তার চোখেমুখে আমি আবিক্ষারের আনন্দ দেখে জিজ্ঞেস করি, ‘কি ব্যাপার, পেলে নাকি কিছু?’

লায়লা আমাকে ছেড়ে চেয়ার টেনে আমার সামনে বসে বেশ শান্ত গলায় গঙ্গীর কঢ়ে বলে, ‘ডিয়ার ইলাহী, আমি লেটারগুলো পড়তে পেরেছি। এগুলো হ্যারত ইউসুফ আলইহিস সাল্লামের পরবর্তী যুগের মেমফিসের এক ফেরাউনের সমসাময়িক। লিপিগুলোতে আবিক্ষৃত হয়নি এমন একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পিরামিডের গঠনপ্রণালীর খবর পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে। যে পিরামিডের চূড়েটা সোনা ও রূপোর ইট পরপর সজিয়ে তৈরি। এর ভেতর শুয়ে আছেন এক রাজকন্যা, যার কুমারী অবস্থায় মৃত্যু ঘটেছে। তার অফুরন্ত সোনার তৈজসপত্রসহ তিনি শুয়ে আছেন সেই ক্ষুদ্রাকার ধাতুর পিরামিডে। তার নাম জুলফিয়া।’

লায়লার কথায় আমি স্মিত হয়ে যাই। আমি বলি, ‘ডার্লিং একথা এখনই কাউকে জানানো উচিত হবে না। চলো কাল আমরা আল-আহরাম পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের কাছে যাই এবং তোমার আবিক্ষারের ওপর একটি প্রেস কনফারেন্সে তাকে উপস্থিত থাকতে বলে আসি। তোমার এ আবিক্ষার মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ধামাচাপা দিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব বলে জাহির করতে পারে। সোনাদানার প্রতি আমাদের উভয়েরই লোভ নেই। তবে আবিক্ষারের কৃতিত্বটা যে তোমার এটা পুরাতত্ত্বের ইতিহাসে স্থীকৃত হওয়া উচিত।’

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার সরলমতি বিদ্যুষী স্তৰী আমার কথায় সায় দিতে পারে না। সে বলে, বিষয়টা আগে অবশ্যই মিউজিয়ামের প্রধানকে জানাতে হবে। হাজার হোক আমরা সরকারের নিমক থাচ্ছি। তাদের জানালে তারা খুশি হয়ে আমার কৃতিত্বের কথা জগৎকে জানাবে এবং প্যাপিরাসে উল্লেখিত পিরামিডটির অবস্থান নির্ণয়ে সরকারি উদ্যোগ নেবে। এতে লুকোচাপার কোন ব্যাপার নেই। লায়লা আমাকে বোৰায়, আমরা গরিব লোক, এত বড় একটা আবিক্ষার হজম করার শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা মর্ভূমিতে কিংবা উপত্যকায় গিয়ে বিপুল ব্যয়সংকুল খননকাজ বা এক্সেভেশন চালাতে পারব না। মিসর সরকার তা ব্যক্তিবিশেষকে করতেই বা দেবেন কেন?

আমি আমার স্তৰীর কথার মৌক্ষিকতা উপলব্ধি করে তার সাথে একমত হই এবং সেই দিন বিকেলেই মিউজিয়াম প্রধানের বাসায় গিয়ে বিষয়টি তাকে জানাই।

তিনি প্রথমেই জানতে চান, পাঠোদ্ধারকৃত প্যাপিরাসগুলো এখন কোথায়? আমার স্তৰী জানায় যে, প্যাপিরাসগুলো এখন তার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে আছে। ভদ্রলোক বলেন, আগামীকাল সকালে তিনি প্যাপিরাসগুলো দেখবেন। লায়লা যেন এ বিষয়টি অন্য কাউকে না জানায়। পাঠ উদ্ধারকৃত প্যাপিরাসের ট্রাস্লেশনটারও খোঁজ করেন

ভদ্রলোক। লায়লা সরল মনে বলে যে অনুবাদটাও তার ডায়রিতে ঐ প্যাপিরাস যেখানে আছে সেই ড্রয়ারেই আছে।

রিপোর্ট করে আমরা বাসায় চলে এসেই শয়ে পড়ি। আমরা আসার সময় একটা রেস্তোরাঁয় রাতের আহার সেরে আসি। প্রিয় চিশতি, সেটাই ছিল আমার প্রিয়তমার সাথে আমার শেষ রাত।

সকালে জেগে দেখি, আমাদের খাটের ওপরের জানালাটার একটিও পাট বা শিক নেই। যেন কোন দৈত্য তা উপড়ে নিয়েছে। আমি চমকে গিয়ে লায়লা বলে চেঁচিয়ে উঠি। কিন্তু কোথায় লায়লা? সারা ঘর খাঁ করছে। দৌড়ে গিয়ে লায়লার পড়ার ঘরে ঢুকি। দেখি ড্রয়ারটা খোলা। সেখানে কোন প্যাপিরাস বা লিপি-অনুবাদপ্রত্ত্ব কিছু নেই। তবে টেবিলের ওপর একটা পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দেয়া একখণ্ড কাগজে আরবিতে লেখা আছে: ‘ইন্তুরীদ আন্তাকুন্না হাইয়্যান আল ইয়াওম এহয়েব মিনাল মিসর।’ অর্থাৎ ‘আজই মিসর ছেড়ে গেলে প্রাণে বাঁচবে। পালাও।’

প্রিয় চিশতি, এই চিঠি পাওয়ার পর আমি কিংকর্তব্যবিমৃত অবস্থায় মিউজিয়ামের লিপি বিষয়ক প্রধানের কাছে টেলিফোন করি। আগেই বলেছি, এর আগের সন্ধ্যায় এই ভদ্রলোকই লায়লাকে প্যাপিরাসগুলো মিউজিয়ামে তার কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাতে বলেছিল। লায়লা তার কথায় সম্মত হয়েই কাল আমাকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। আমি ভদ্রলোককে টেলিফোনে লায়লার অদৃশ্য হওয়ার বিষয়টা জানাই এবং এটাও অবহিত করি যে, লায়লার পঠিত ও অনুদিত প্যাপিরাসের ড্রয়ারটাও খালি। সেখানে কোনকিছুই নেই। লায়লাকে ঘরের জানালা ভেঙে কেউ অপহরণ করেছে বলে আমি আশঙ্কা প্রকাশ করি এবং এর সাথে প্যাপিরাসগুলো চুরি যাওয়ার যে সম্পর্ক আছে, এ সন্দেহ প্রকাশ করি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমার বক্তব্য শুনে ভদ্রলোক চিংকার করে আমাকে গালাগাল দিতে শুরু করেন। তিনি বলেন, আমি কৌশল করে লায়লাকে প্যাপিরাসসহ কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছি। মিউজিয়ামের গোপনীয় পাঞ্জলিপি চুরি করার বাসনা নিয়েই নাকি আমরা মিসরে এসেছি। লায়লা নাকি ইজরায়েলের এজেন্ট। আমাকে তিনি মিউজিয়ামের সিকিউরিটি পুলিশের কাছে সোপর্দ করবেন, ইত্যাদি। তার বক্তব্য হল, আজই আমি যদি লায়লা এবং প্যাপিরাস পাঞ্জলিপিসহ তার কাছে আত্মসমর্পণ না করি তবে আমার কপালে দুঃখ আছে।

টেলিফোন রেখে দিয়ে আমি এবার ঘটনার গভীরতা উপলক্ষ্মি করার চেষ্টা করি। আমি মুহূর্তের মধ্যে বুবাতে পারি আমার স্ত্রী এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পাঞ্জলিপির পাঠ উদ্বার করেছে যার অপরিসীম পুরাতাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে। আমি লায়লাকে ভালবেসে বিয়ে করেছি। আমি তাকে ভাল জানি। তার কোন ষড়যন্ত্রের সাথে বা গুপ্তচর্বৃত্তির সাথে জড়িত থাকার প্রশ্নাই ওঠে না। সিদোন অঞ্চলের এক দরিদ্র কমলা বাগানের চাষীর মেয়ে সে। ঐ গ্রামটি ইহুদিদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় এবং লায়লার পিতা-মাতা সেখানে শহীদ হন। লায়লা তখন তের বছরের কিশোরী। সে অন্যান্য গ্রামবাসীর সাথে জর্দান চলে যায়

এবং শরণার্থীদের জন্য বাদশাহী বৃত্তির সহায়তায় লেখাপড়ায় মেধার পরিচয় দিয়ে আম্বান ইউনিভার্সিটি থেকে পুরালিপি পাঠোদ্ধার বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে ডিগ্রি লাভ করে। পরে সে ইঞ্জিনের এই মিউজিয়ামে চাকরি নিয়ে কায়রোয় চলে এসে আমার গাইডেপে পিএইচডি'র জন্য কাজ করছিল। এ অবস্থায় লায়লার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেলে এখানকার সারা পুরাতাত্ত্বিক পরিবারে আমরাই সম্ভবত ছিলাম সবচেয়ে সুখী মানুষ। এখন এই আকস্মিক বিপর্যয়ে আমার কি করা উচিত, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে হল লেবানিজ দূতাবাসে লায়লার এক মামা চাকরি করেন। বিয়ের সময় তিনিই লায়লাকে আমার হাতে সম্প্রদান করেন এবং মাঝে-মধ্যে তার কুশল জানতে আমাদের বাসায়ও আসতেন। এখন বিপদের সময় লায়লার অদৃশ্য হওয়ার ঘটনাটা তাকে জানালে একটা সুরাহা হতে পারে ভেবে আমি আর বিলম্ব না করে সোজা তার সাথে দেখা করতে চাইলাম। লায়লার মামার নাম আকবাস কারামে। তিনি মিসরে লেবাননের কালচারাল অ্যাটাশের সহকারী। আমি আর কালবিলম্ব না করে লায়লার ওয়ারেন্ড্র থেকে একটি বোরখা বের করে পরে নিই এবং রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি দেকে সোজা লেবাননের দূতাবাসে চলে যাই। সেখানে আকবাস মামার কামরায় চুকে বোরখা খুলে ফেলে বলি, ‘আংকল আকবাস, আমি ও লায়লা খুব বিপদে পড়েছি। আমাদের রক্ষা করুন।’

আমি আংকল আকবাসের হাত ঢেপে ধরে কেঁদে ফেলি। তিনি আমার আচরণে প্রথমে খুবই অবাক হন। পরে আমাকে এনে তার কুমৰের সোফায় বসিয়ে তার স্বভাবসূলভ কৃটনেতিক ধীরস্তির ভাষায় জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমার কি হয়েছে, ড. ইলাহী? এমন করছ কেন? লায়লা কই? কি হয়েছে তোমাদের?’

আমি বললাম, ‘আংকল আকবাস, আমি ও আপনার ভাগনী লায়লা এখন জীবনের ঝুঁকির সামনে। গত রাতে লায়লাকে কারা যেন কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। আর আমাকে হৃষি দিয়ে এই চিঠিটি রেখে গেছে।’

আমি সেই চিঠিটা আংকল আকবাসের সামনে রাখলাম। তিনি চিঠি দেখে কতক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘শান্ত হও ড. ইলাহী। সব ঘটনা আমাকে খুলে বল। লায়লা শুধু আমার বোনের মেয়েই নয়, সে লেবাননের নাগরিক। তার বিপদ আমাদের বিপদ। তুমি আমার ভাগনী-জামাই। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পুরাতাত্ত্বিক। এখন ঘটনা আমাকে খুলে বল। কে আমার ভাগনীকে কিডন্যাপ করেছে? লায়লা কি একটা বাচ্চা মেয়ে নাকি যে তাকে কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে? এসব কি বলছ ড. ইলাহী?’

আমি বললাম, ‘আংকল কারামে, লায়লা এক সুপ্রাচীন পিরামিডের অস্তিত্বের আভাস একটি দুর্ভেদ্য পাঞ্জলিপি থেকে উদ্ধার করেছে। সেটা হল মেমফিসের প্রিসেস জুলফিয়ার পিরামিডের গঠনশৈলী আর তার অবস্থান নকশার বিবরণ সম্বলিত একটি প্যাপিরাস পাঞ্জলিপি। যে পাঞ্জলিপির লিপি কৌশল এতকাল দুর্পাঠ্য বলে পরিত্যক্ত হয়ে

ইজিপশিয়ান গ্যালারির বাতিল মালের তাকে বস্তার সাথে নিলামের জন্য পড়ে ছিল, যা আমার স্তী কৌতুহলবশতই বাসায় এনে রেখেছিল এন্টিকের আলমারি সাজাবার জন্য। সে জিনিস থেকে এখন লায়লার চোখে ধরা পড়েছে এক সুপ্রাচীন পিরামিডের অস্তিত্বের খবর এবং এক ধনভাণ্ডারের ইঙ্গিত।'

আমি এটুকু বলার পরই আংকল আব্বাস আমাকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থামো ড. ইলাহী। আমি দুয়ারটা ভেজিয়ে আসি এবং বলে আসি, এখন যেন এ ঘরে কেউ প্রবেশ না করে। তোমার বিবরণের আমি নিজেই শর্টহ্যান্ড নেবো। একটু অপেক্ষা করো। আমি বুঝতে পেরেছি আমার ভাগনী এক মস্তবড়ো গোপনীয়তার ইতিহাস উদ্ঘাটনে জড়িয়ে পড়ে এখন বিপদগ্রস্ত। তোমার কোন চিন্তা নেই, ভয় নেই। লায়লার যে কোন কৃতিত্ব লেবাননের গৌরব। তাকে কিন্তু করা মানে লেবাননের সভরেন্টির ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করা। আমরা তা মানবো না? তুমি একটু শান্ত হয়ে এক কাপ কফি খাও। ফ্লাক্সে গরম কফি আছে। নিজেই কষ্ট করে ঢেলে খাও। আমি ফিরে এসে তোমাদের সমস্ত বিবরণের শর্টহ্যান্ড নিচ্ছি।

আংকল আব্বাস এই বলে কিছুক্ষণের জন্য কামরার বাইরে গেলেন। আমি কফি ঢেলে চিন্তা করতে লাগলাম দুর্ভুতরা লায়লাকে এখন কোথায় কি অবস্থায় রেখেছে কে জানে? এর মধ্যে আংকল ফিরে এসে বললেন, ‘এসো মাই সান, হিজ একসিলেসি আর্মেসেডের তোমার বিবরণ শুনতে চান। তিনিও লায়লাকে জানতেন। তার ডিজেপ্যারের কথা আমি তাকে এক্সুণি জানালে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তোমার কাছ থেকে সব শুনতে চান। লায়লার আবিক্ষারের ইঙ্গিতও আমি হিজ একসিলেসি হাশমীকে জানিয়েছিলাম। তিনি হৃকুম করলেন এক্সুণি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত লায়লাকে না উদ্বার করা যাবে ততক্ষণ তোমাকে রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রাহী হিসেবে দৃতাবাসের শরণাপন্নদের তালিকাভুক্ত করতে। তোমার নিরাপত্তা এখন সুনিশ্চিত। আমার সাথে এসো।’

প্রিয় চিশতি, চিঠিটা একটু দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। তবুও আশা করি আমার এই চিঠিটা তুই আদ্যোপাত্ত পড়িব এবং আমার এই মহাসংকটের দিনে তোর সাধ্যান্যায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবি।

আমি হিজ একসিলেসি আর্মেসেডের হাশমীকে লায়লার ও আমার সব কাহিনী খুলে বলায় তিনিও কিছুক্ষণ স্তুতি হয়ে থাকেন এবং পরে জানান যে, তিনি তার সরকারকে আজই সব কথা জানিয়ে নির্দেশ চাইবেন। তবে এর আগে আমার জীবন রক্ষার চেষ্টা নিতে হবে। তিনি বলেন, তিনি জানেন এ ধরনের আবিক্ষারের সূত্র পেলে এদেশের কিছু দুর্বল আন্তর্জাতিক পুরাতত্ত্বের নিরমনীতি অর্থাৎ ঐতিহাসিক মূল্যবান সামগ্রী সংরক্ষণ নীতি লঙ্ঘন করে নবআবিক্ষৃত পিরামিড, টুম্ব, কবরগাহ থেকে সোনাদানা, হীরা জহরত ও রাজকীয় লেবাসাদি এবং মূল্যবান আসবাবপত্র লুষ্ঠনের জন্য মূল আবিক্ষর্তার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে পিছপা হয় না। এরা রক্তপায়ী মরু ইন্দুর সদৃশ পিশাচ। এরা

ইজিপ্টের প্রতিটি পুরাবন্তর দোকান, মিউজিয়াম, আর্কাইভ, ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা এবং গবেষণাগারের সাথে যোগাযোগ রাখে। সর্বত্র এদের এজেন্টরা ঘুরে বেড়ায়। ইজিপশিয়ান মিউজিয়ামগুলোতে এদের নিজস্ব লোক আছে। কোন সূত্র আবিষ্কৃত হলেই এর ফায়দা ওঠাতে এরা উঠে-পড়ে লেগে যায়। এরা অত্যন্ত হিংস্র এবং বর্বর।

হিজ একসিলেপ্সি লায়লার জন্য তার গভীর উদ্দেগ এবং মমতা ব্যক্ত করে আমার দিকে ফিরে বলেন, ‘ড. ইলাহী, তোমার স্ত্রী আমার কন্যাতুল্য। তার উদ্ধার আমার ও আমার রাষ্ট্রের কর্তব্য। আমরা আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ করতে পিছপা হব না। আমি এখনই বৈরুতের সাথে যোগাযোগ করছি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ চাইছি। আমি জানি, প্যাপিরাস পাঞ্জলিপিটির সম্পূর্ণ বিবরণ লায়লার কাছ থেকে আদায় না করা পর্যন্ত তারা তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। আর লায়লাও সেটা তাদের হাতে এত সহজে তুলে দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করবে না। এত বোকা মেয়ে সিদোনে জন্মায় না। এখন বিপদ হয়েছে তোমাকে নিয়ে। আমরা লায়লার অনুসন্ধানের বিষয়টি মিসর সরকারকে জানানো মাত্রই তারা তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার দাবি করবে। তুলে দিলে জিজাসাবাদের নামে তারা তোমার কাছ থেকে আসল তথ্যগুলো আদায় করার জন্য টর্চার করবে। লায়লার স্বামীকে আমরা ইজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের পাগলা কুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারিনা। আমার পরামর্শ হল, তুমি লেবাননী পাসপোর্ট নিয়ে ইরাক বা আমিরাতের দিকে চলে যাও। মিসরে তুমি নিরাপদ নও। আমাদের এ দৃতাবাসেও মিসরীয় এজেন্টরা আছে। কেউ টের পেলেই তোমাকে কিডন্যাপের চেষ্টা করবে। এমনকি জীবনহানিও ঘটাতে এদের বাঁধবে না। এ অবস্থায় আমার পরামর্শ হল, আজই পারলে এ মুহূর্তেই তোমাকে মি. কারামের তত্ত্বাবধানে মিসর ছাড়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হল আমিরাত। আমার সাজেশন হল ড. ইলাহী, তুমি আঝাগোপন করে কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে দাও। লায়লার ব্যাপারটা আজ থেকে লেবানিজ ইন্টেলিজেন্স দেখবে। ইনশাল্লাহ, আমাদের লায়লাকে আমরা খুঁজে বের করছি। তোমার প্রিয়তমার সাথে তোমার মিলন ঘটবে। এ নিয়ে অযথা চিন্তা করে কোন লাভ হবে না।

এতক্ষণ পর্যন্ত হিজ একসিলেপ্সির সাথে আমার কথাবার্তার টুকিটাকি আংকল আবাস কারামে শর্টহ্যাতে লিখে নিছিলেন। এবার তিনি মুখ তুলে তাকালেন, হিজ একসিলেপ্সি যা বলেছেন, ডিয়ার ইলাহী, তা অত্যন্ত বিজ্ঞ সাজেশন। তোমার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব এখন আমাদের ওপর এসে পড়েছে। আজই তুমি লেবানিজ পাসপোর্ট পাবে এবং রাতেই তোমাকে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে হবে। আশা করি, আমি তোমাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিতে পারব।

গ্রিয় চিশতি, সেই রাতেই আমি মিসর ছেড়ে পালাই এবং বহু বিপর্যয়কর ঘটনা অতিক্রম করে আমি ইরাকে প্রবেশ করি এবং সেখানকার লেবানিজ দৃতাবাসে যোগাযোগ করি। কিন্তু বাগদাদের লেবানিজ দৃতাবাস আমাকে জানায়, আমি যেন অবিলম্বে বাগদাদ

ত্যাগ করে কুয়েত বা আরব আমিরাতের কোন মরণ্বৃত্তির দিকে পালিয়ে যাই। কারণ তারা আভাস পেয়েছেন, ইজিপশিয়ান এজেন্টগণ আমাকে বাগদাদে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই তারা নাকি জেনে গেছে আমি ইরাকে প্রবেশ করেছি। দূতাবাস আমাকে আরও জানায়, আমার স্ত্রীর নিখোঁজ হওয়ার খবর কায়রোর সবগুলো পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় নাকি ছবিসহ ছাপা হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে, ড. লায়লা ইলাহী মিসরের প্রাচীন কোন পাশ্চালিপির পাঠ উকার কার্যে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় নিখোঁজ হয়েছেন। তার স্বামীও একই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তার স্বামী একজন অনারব লিপিবিজ্ঞানী। সন্দেহ করা হচ্ছে, লায়লার স্বামীর ছদ্মবেশধারী বাংলাদেশি নাগরিকটি মূলত অন্যের এজেন্ট। সে ইজিপ্টের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ হাতানোর কাজে নিযুক্ত ছিল। তাকে ধরতে পারলেই লেবানিজ লিপিবিজ্ঞানী লায়লার সন্দান পাওয়া সম্ভব হবে।

আমি বাগদাদের লেবানিজ দূতাবাসের ইশারা পেয়েই ইরাক ছেড়ে আমিরাতে পালিয়ে আসি। আমার পলায়নে লেবানিজ দূতাবাস এবং বৈরাগ্যের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো যানবাহন, গাইড ও পথ নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করে। বর্তমানে আমি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এবং আমার প্রিয়তমা পত্নী লায়লার কোনৰূপ অনুসন্ধান চেষ্টা না করতে পেরে দার্ঢ়ণ দুষ্প্রিয়তার মধ্যে আমিরাতের বনিয়াস নামক একটা প্রাচীন ওয়েসিস শহরের কাছেই বেদুইনদের উটের ঝৌঘাড়ের তাঁবু বস্তিতে পশুর মত জীবন কাটাচ্ছি। বনিয়াস দুবাই শহরের আড়াইশো মাইলের মধ্যেই।

ইতি—  
খোদা হাফেজ  
আকরাম ইলাহী।'

চিঠিটা পাঠ করেই চিশতি জাহুরার দিকে ফিরে বলল, 'ইউনিভার্সিটিতে আজই এক মাসের ছুটির জন্য একটা দরখাস্ত লিখে ফেল তো জাহুরা।'

'কি ব্যাপার ড. চিশতি? চিঠিটা কার? আর ইউনিভার্সিটি থেকে এক মাসের ছুটিই চাইতে যাব কেন?'

'আমরা মিডলইস্ট যাচ্ছি এবং তা দু'দিনের মধ্যেই। এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করো না। প্রেনে বসেই তোমাকে সব ঘটনা খুলে বলব। শুধু এটুকুই জেনে রেখো, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের বিপদগ্রস্ত আবিষ্কর্তা ও কর্ত্তৃকে একদল দুর্ব্বলের কবল থেকে উদ্বারের চেষ্টায় অজানা বিপদে বাঁপ দিতে যাচ্ছি। আমি এখনই বাংলাদেশ বিমানের দুবাই কন্ট্রোলকে টেলিফোন করছি কেবিনে দু'জন যাত্রীর সিট রিজার্ভের জন্য। এখন আর কথা নয় জাহুরা। উঠে পড়।'

জাহুরা কিছুক্ষণ ড. চিশতির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঘটনাটা বোঝার চেষ্টা করল। চিঠিটা ভাঁজ করতে গিয়ে উত্তেজনায় চিশতির হাত দু'টি কাঁপছিল। জাহুরা জানে তার শিক্ষক ও সহকর্মী কোন বিষয়ে গভীরভাবে ক্রুদ্ধ এবং প্রতিজ্ঞাপরায়ণ হয়ে

পড়লে উত্তেজনায় তার হাত দুটো কেঁপে ওঠে। জাহরা বুঝল, অবস্থা সুবিধের নয়। ড. চিশতি এমনি এমনিই দুবাই যেতে চাচ্ছে না। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন গুরুতর কারণ আছে। তবে সব গোলযোগের কারণ যে ডিপার্টমেন্ট থেকে বয়ে আনা এই চিঠিটা তা বুঝতে জাহরার কোন অসুবিধে হল না। সে প্রফেসরকে শান্ত করার জন্য বলল, ‘আপনি বললে আমি অবশ্যই যেতে প্রস্তুত ড. চিশতি। তবে আকস্মিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ছুটে যাওয়ার কারণ যদি হয়ে থাকে আমার কুড়িয়ে আনা এই চিঠিটা, তাহলে অস্ত ওটা আমাকে পড়ার একটু অনুমতি দিন। যাত্রার উদ্যোগ নেয়ার আগে অস্ত জেনে যাই কি বিষয়ে আমরা দেশ ছেড়ে বাইরে পাড়ি জমাচ্ছি।’

‘ঠিক আছে, তুমি চিঠিটায় একবার অস্ত চোখ বুলিয়ে নাও। তবে পত্র লেখকের সাথে আমার সম্পর্ক চিঠির বর্ণনায় যা আছে এর বেশ এই মুহূর্তে আমাকে আর প্রশ্ন করো না। শুধু জেনে রেখো, আমরা এমন একটা কাজে এগিয়ে যাচ্ছি যে কাজে তোমার-আমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। এর সাথে তোমাকে যুক্ত করা ঠিক হচ্ছে কিনা আমি জানি না। তবে তুমি ইচ্ছে করলে নাও যেতে পার। বিষয়টা একেবারেই তোমার ইচ্ছে অনিছার ওপর নির্ভরশীল।’

জাহরা ড. চিশতির কথার কোন জবাব না দিয়ে চিঠিটা খুলে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল। চিঠিটা শেষ করে সে মুখ তুলে দেখল ড. চিশতি গভীর অগ্রহ নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছেন। জাহরা চিঠির বিষয়বস্তুতে খানিকটা স্তুতি হয়ে গেলেও চিশতির দিকে মুখ তুলে একটু হাসল, ‘আমার আপনার সাথে যেতে কোন আপত্তি নেই স্যার। তবে যাওয়ার ব্যাপারে খুব তাড়াছড়ো করা বোধ হয় সমীচীন হবে না। বিষয়টি আমাদের পররাষ্ট্র দফতরকে জানিয়ে ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হওয়াই উত্তম। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের কোন বিষয়ে সাহায্যের দরকার হলে আমিরাতের কনসুলেটের সাহায্য পাওয়া যাবে। তাছাড়া দুবাই বা আমিরাতের কোন শহরে থাকতে হলে আন্তর্জাতিক হোটেলগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারলে ভাল হয়। কারণ ঐসব হোটেল আমাদের কাজের জন্য নিরাপদ নাও হতে পারে।’

জাহরার কথায় চিশতির উত্তেজক মনোভাবটা যেন হঠাৎ স্থিমিত হল। সে তার সহকর্মীর দূরদৃষ্টি ও ধীরস্থির মনোভাব দেখে খুশি হয়ে বলল, ‘তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে তা আমি জানি জাহরা। তুমি সাহসীও বটে। হ্যাঁ, বিষয়টা আমার এভাবেই চিন্তা করা উচিত। দুবাইয়ে কোন হোটেলে উঠতে না চাইলে আমাদের থাকার কোন অসুবিধে হবে না। সেখানে আমাদের বন্ধু মতিঝুর রহমান আছেন যিনি দুবাই ইংলিশ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সেখানকার একটা সুন্দর বাড়িতে। আমরা সেখানে গিয়ে প্রথম আশ্রয় নিতে পারি। আশা করছি সেখান থেকেই বনিয়াসে সেই উটের বাথানটির সঙ্গান পাওয়া যাবে। সেখানে আছে আমার হতভাগ্য বাল্যবন্ধু ড. ইলাহী। তুমি নিশ্চিত থাকো আমি ইলাহীকে ঠিক সময়ের মধ্যে খুঁজে বের করতে পারব। তুমি এখন থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

অর্থাৎ মাসখানেক মরণভূমিতে কাটানোর মত দরকারি পোশাক-আশাক, বিছানা, তাঁবু ইত্যাদি জোগাড় করে ফেল। আরেকটা কথা, সেখানকার অধিকাংশ মহিলাই সাধারণত বোরখা, চাদর ইত্যাদি পরে থাকেন। সেখানে পরিবেশ অনুযায়ী চলতে গেলে তোমাকেও সেভাবেই প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে। আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আমার এখন সমস্যা হল আমার বৃক্ষ ফুপুকে নিয়ে। তাকে বুঝিয়ে একমাসের জন্য বাইরে থাকার অনুমতি আদায় করা বড়ই কঠের ব্যাপার হবে জাহুরা। যা হোক আমি ফুপুকে যে করেই হোক রাজি করাব।’

‘আমিও আপনাকে এ ব্যাপারে খানিকটা সাহায্য করতে পারব স্যার। আপনার ফুপু আমাকেও আপনার মতই ভালবাসেন। এ বাড়িতে এলেই দেকে কত কিছু খেতে দেন। মনে হয় আমার মরহুমা আম্মা বুঝি কবর থেকে উঠে এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।’

গভীর আবেগের সাথে ফুপুর প্রশংসা করল জাহুরা। চিশতি হাসল, ‘তুমি তো জানো না আজ সকালে আমার ফুপু তোমার সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছেন?’

চিশতি একটু সলজ্জ দৃষ্টিতে অন্দরের দিকে দেখল। জাহুরা কৌতুহলী হয়ে বলল, ‘কি বলেছেন ফুপু?’

‘না, সেটা বললে তুমি আবার লজ্জা পেয়ে ঘামতে থাকবে।’

‘বলুন না ড. চিশতি, ফুপু আমার সম্বন্ধে কি বলেছেন?’

‘দ্যাখো জাহুরা, ফুপু যা বলেছেন, তা তার মতো বুড়ো মানুষের সরলতা হিসেবে তুমি ধরে নেবে আশা করি। এর জন্য আবার অথবা লজ্জিত বা ফুরু হওয়ার কিছু নেই। আমি নিজেও এ ধরনের সম্ভাবনার কথা আগে কোনদিন চিন্তা করিনি। তুমি তো জানো আমি গবেষক মানুষ। অর্থ-বিন্দ উত্তরাধিকার সূত্রে থাকলেও আমি মূলত এক চালচুলোহান মানুষ। কোনৱ্ব ঘরসংস্থারের চিন্তা-ভাবনা আমাকে সাজে না। তুমি যখন জানতে চাইছো তখন তোমাকে ফুপুর কথাটা জানানোই উচিত। আজ সকালে ফুপু বলছিলেন আমার সাথে যে মেয়েটা আমাদের বাসায় আসে তাকে তার খুব পছন্দ। আমাকে বলছিলেন, তোমাকে বিয়ে করে তার নিঃসঙ্গতা দূর করে দিতে। ফুপু খুব সোজা সরল মানুষ, জাহুরা। তার কথায় কিছু মনে করো না।’

‘আপনি ফুপুর কথার কি জবাব দিলেন ড. চিশতি?’

‘চিশতি এ কথার কি জবাব দেবে মা? জবাব তো দেবে তুমি। আমি আড়াল থেকে তোমাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছি তোমরা কোন জরংরি কাজে দেশের বাইরে যাচ্ছো। এক সাথে যাচ্ছো অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে তোমাদের এ ধরনের মেলামেশা বৈধ নয়। আমি জানি তুমি ও চিশতি কোনৱ্ব অন্যায় বা অশালীন কিছু করবে না। তবুও আমাদের পরিবারের একটা ঐতিহ্য ও সম্মান আছে মা। যদি সত্যি তোমাদের মধ্যে হৃদয়ের কোন টান সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তোমরা পরস্পরকে বিয়ে করেই যাও না কেন?’

তোমার সম্মতি পেলে আমি আগামীকালই তোমাদের শাদীর ব্যবস্থা করতে পারি।'

পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে এসে কথাগুলো বললেন ফুপু। এই বৃদ্ধার মিষ্ঠি হাসির অভিজ্ঞত্য এবং আবেদনের আন্তরিকতা মুহূর্তের মধ্যে জাহ্রার অন্তরকে স্পর্শ করল। সে কি বলবে কিছু বুবাতে না পেরে মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে ফুপুকে কদম্বুসি করতে নুয়ে পড়ল। ফুপু হেসে তাকে তুলে এনে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না মা। তোমার মুরুবিদের জানানো ও তাদের সম্মতির ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি নিজে গিয়ে তাদের রাজি করাব আর তোমাদের যাত্রার আয়োজন দু'জনই করতে থাক যাতে এ নিয়ে তোমাদের শেষে কোন অসুবিধা না হয়। শুধু মনে রেখো আগামীকাল তোমাদের আক্দ।'

বৃদ্ধা চিশতির দিকে মুহূর্তের জন্যও ফিরে না তাকিয়ে জাহ্রাকে জড়িয়ে ধরে স্থান ত্যাগ করলেন। চিশতি কিছু বুবাতে না পেরে বোকার মত ওদের চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকল। বাতাসে ঘরের পর্দাটা একটু নড়তে লাগল শুধু।

মেহেন্দি শুকাবার আগেই জাহ্রা এবং চিশতিকে বাংলাদেশ বিমানের দুবাই ফ্লাইটে পড়িমিরি করে চেপে বসতে হল। ওফ, গত একটা আন্ত দিন কি ঝামেলার মাঝেই না কেটেছে? ফুপু যদিও তার কথামত অনাড়ম্বর বিয়ের আয়োজনই করেছিলেন, তবুও বর-বধূকে একসাথে উপস্থিত করা একটা অতিশয় দুরুহ কাজই ছিল। জাহ্রা পাসপোর্ট ভিসার জন্য কিংবা বিমানে সিট রিজার্ভের জন্য দৌড়াচ্ছে তো চিশতি পরবর্ত্তী বিভাগের গোপনীয় সেলে তার যাত্রার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গলদঘর্ম হচ্ছে। যা হোক শেষ পর্যন্ত সব কাজই ঠিকমত সম্পন্ন হয়েছে। বাসর রাত থেকে সোজাসুজি বিমানবন্দর পর্যন্ত ছুটে আসার সবটা কৃতিত্বই যে জাহ্রা ফিরদাউসের তা উপলক্ষ করে ড. চিশতি নববধূর দিকে একপলক মেহেন্দি তে তাকালো। এই অভিযানে চিশতিকে সাহায্য করার জন্য জাহ্রা সত্তি অপরিসীম প্রেম ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে। কে জানে হয়তো কোনদিন এ প্রস্তাব পাড়তে চিশতির সাহসই হতো না, যদি না তার ফুপু তাকে জাহ্রার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। জাহ্রা কি এমন একটা প্রস্তাবের জন্যই অপেক্ষা করছিল? আল্লাহর কি ইচ্ছা, বিপদগ্রস্ত বন্ধু ইলাহীর সাহায্যে উড়াল দেয়ার আগে আকস্মিকভাবে সহ্যাত্বিনীকে স্ত্রীরপে পাওয়ার মধ্যে নিশ্চয় কোন দৈব ইঙ্গিত আছে। ঘটনাটায় অলৌকিকতা না থাকলেও এ ব্যাপারে যে একজন একান্ত সহযোগী চিশতির দরকার ছিল, এটাকে সে অস্বীকার করতে পারে না। মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিল চিশতি।

দুবাই এয়ারপোর্টের বাইরে এসে ড. চিশতি ও জাহ্রা দেখল সাংবাদিক বন্ধু মতিয়ুর রহমান ট্যাঙ্কি নিয়ে অপেক্ষা করছে। চিশতিকে দেখেই সে তাকে জড়িয়ে ধরল। চিশতি জাহ্রার সাথে বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'মতি, আমার বন্ধু আর জাহ্রা আমার স্ত্রী। বাকি কথাবার্তা আলী বাকের স্ট্রিটে পৌছে হবে। আমরা খুব ক্লান্ত মতি। তোর বাসায় গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব।'

'কোন অসুবিধে নেই। আমি বাসায় সব ব্যবস্থা করেই এসেছি। শুধু একটা বিষয়

মানতে হবে। আদর আপ্যায়ন করার মত কেউ এই মুহূর্তে আমার বাসায় নেই। তোর ভাবী এখন বাংলাদেশে। পুরো বাসাটা খালি। আর তুইতো টেলেক্স পাঠিয়েছিস একটা গোপনীয় গবেষণার কাজে তোরা আমার বাসায় কয়েকদিন থাকবি। আমি একটা গবেষক দম্পতির প্রয়োজনীয় সব জিনিস বাসায় মজুদ রেখেছি। শুধু দিবারাত্রি তোদের সঙ্গদান করতে পারব না। স্কুল ও পত্রিকার কাজ নিয়ে আমার ফুরসত নেই। তবে বাসায় একটা কাজের লোক কাম বাবুচি এখনও জোগাড় করে উঠতে পারিনি, খুঁজে ফিরছি।'

'আমার মনে হয় এখন আর আপনার সে লোকের দরকার হবে না জনাব মতি। বাবুচিগিরিটা মোটামুটি আমিই চালিয়ে নিতে পারব। আর আমরা যে ধরনের কাজে এসেছি তাতে হ্যাতো ডেজাটেই বেশি সময়টা কাটাতে হবে। আমাদের নিয়ে আপনার মোটেই বিব্রত হতে হবে না।'

বলল জাহরা। মতিয়ুর রহমান হাতের ইশারায় সবাইকে গাড়িতে উঠতে ইঙ্গিত দিল এবং চিশতিদের দু'টি স্যুটকেস গাড়িতে তুলে দিয়ে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে বলল, 'আলী বাকের স্ট্রিট।'



পরের দিন ফজরের পরই জাহরা টেবিলে নাস্তা লাগিয়ে দিল। ড. চিশতির ঘুম জড়ানো ভাবটা তখনও তাকে ছেড়ে যায়নি। এই বোধহয় গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রথম সে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছে। খাবার টেবিলে বসে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। দুবাই শহরের অসংখ্য ইমারতের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো তর্ফকভাবে নামছে। কোন গাছপালা নেই, তবুও ঘৃঘৰ ডাক শোনা যাচ্ছে। চিশতি খুব অবাক হয়ে ঘৃঘৰ ডাকটা শুনতে শুনতে মতিয়ুর রহমানের দিকে তাকাল।

'ঢাকায় ঘৃঘৰ ডাক কোনদিন শুনেছি বলে মনে পড়ে না।'

মতিয়ুর রহমানের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল চিশতি। তার রুটিতে মাথন লাগিয়ে দিচ্ছিল জাহরা। মতিয়ুর রহমান এক দৃষ্টিতে চিশতিকে দেখছিল। এখন তার কথা শুনে সেও হাসল।

'হ্যাঁ, এখানে ঘৃঘৰ ডাকটা খুব মিষ্টি। দুপুরের দিকে আরও বাঢ়বে। আমি অবশ্য গতরাতে একদম ঘুমাতে পারিনি। গতরাতে তোর ও ভাবীর এখানে আগমনের যে কারণ বর্ণনা করলি তাতে আমি খুব দুশ্চিন্তিগ্রস্ত। তুই এসব এলাকার মানুষজনের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে কিছুই জানিস না। এটা অবশ্য মানি, তুই একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন

ভূগোলবিদ। তোর আর্টিকেল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতেও আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের দুর্ভুতকারীদের সম্বন্ধে কিছু না জেনেই তুই এমন একটি মিশনে আরব জগতের মরণবালুতে পা দিতে যাচ্ছিস যার পরিণাম ভাবলে আমার গা কঁটা না দিয়ে পারে না। তুই জানিস না তুই কি করতে যাচ্ছিস!'

'আমাকে ডয় দেখাচ্ছিস?'

'না, তোকে নিবৃত্ত করতে চাইছি। তুই আমার বন্ধু, খুব অস্তরঙ্গ। খ্যাতনামা এবং সদ্যবিবাহিত। গত অর্ধেক রাতে তোর আমার কাছে এখানে আসার গৃঢ় রহস্য বর্ণনা করেই কেটেছে। আর বাকি রাতটা ছিল মধুচন্দ্রিমার, যা নিশ্চয়ই সময়ের অভাবে তোরা উদযাপন করতে পারিসনি। আমি জাহ্রা ভাবীর অন্তের কথা না ভেবে পারছি না।'

নাস্তা পরিবেশনরত সদ্যম্বাত জাহ্রার দিকে একপলক তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল মতিযুর। ফের চিশতির দিকে মুখ ঘূরিয়ে বলল, 'আচ্ছা চিশতি, তুই কি পাগল হয়েছিস? তুই ভাবিস লেবানিজ লিপিবিজ্ঞানী লায়লার উদ্ধার কেবল তোর মত একজন বাঙালি পণ্ডিতের দ্বারা সম্ভব?

'আস্তরিকতা আর সাহস থাকলে কেন সম্ভব নয়? জাত তুলে কথা বলছিস কেন?'

এ জন্য বলছি, এখানে যে সব বাঙালি আসে তারা কেন এখানে আসে এবং এদের সম্বন্ধে আরবদের ধারণা কেমন তুই তা জানিস। তুই জাহ্রা ভাবীকে নিয়ে এমন একটা অজ্ঞাত মরু অঞ্চলে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছিস যেখানে মানুষের বিদ্যাবত্তা, আস্ত র্জাতিক বিধিনিষেধ কিংবা আইনের শাসনের কোন দামই নেই। এখানে একটা কথা আছে, মরু বালুকায় কোন নীতিমালা লেখা থাকে না। এটা হল জোর যার মুল্লুক তার এলাকা। আমার ধারণা, এই মিশন পরিত্যাগ করে তুই আর ভাবী ঢাকায় ফিরে যা। বরং যে দেশের স্বার্থ লায়লা নামক মেয়েটির সাথে জড়িত অর্থাৎ লেবানন, সে দেশের সরকারই তার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করবে। আর ইলাহীর চিঠিতে যখন লেখা আছে ইজিপ্টের লেবানিজ দৃতাবাস এ ব্যাপারে সক্রিয় আছে, আর সেখানে লায়লার আপন মায়াও একজন আছেন, তিনি নিশ্চয়ই তার ভাগনীকে অনুসন্ধানের কোন কিছু বাকি রাখবেন না।

বেশ উৎকণ্ঠিত গলায় কথাগুলো বলে মতিযুর জাহ্রার দিকে তাকিয়ে তার সমর্থন পেতে চাইল। পরিস্থিতির গুরুত্ব ড. চিশতি আগে হয়তো এতটা ভেবে দেখেনি এ আশায় জাহ্রাও স্বামীর দিকে তাকাল। কিন্তু চিশতির চোখেমুখে যেন প্রতিজ্ঞার বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে গলায় দৃঢ়তা ফুটিয়ে বলল, 'শোন মতিযুর, তাড়াহড়া করে এ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেও আমি ভেবেচিন্তেই এখানে এসেছি। তাছাড়া এসব ব্যাপারে নিজের সামান্য ক্ষমতার চেয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হয় বেশি। ইলাহীর চিঠিটা তুই তো পড়েছিস। আমার ধারণা হয়েছে, আমার বাল্যবন্ধু ইলাহীর এ বিপদে সাড়া না দিলে এক ধরনের কাপুরুষতা তো হচ্ছেই, গোনাহ্র কাজও হবে। মনে রাখতে হবে, এই অপহরণের ঘটনায় একজন অসহায় নারী নির্যাতিত হচ্ছে যে কিনা মানবজাতির

একটি অনাবিক্ষিত ইতিহাসের অধ্যায় উদঘাটনে ব্যাপ্ত ছিল। একজন শিক্ষক হিসেবে এবং পৃথিবীর অনুদঘাটিত বহু বিষয় আবিক্ষারে আগ্রহী ভূগোলবিদ হিসেবে আমার কি উচিত নয় লায়লা ইলাহীর আবিক্ষারে সাহায্য করা? আমার একান্ত ইচ্ছা, মতি, তুই বনিয়াসের উটের রাখালদের আস্তানায় পৌছার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবি। আমাদের রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত এমন একটিও কথা বলবি না যাতে আমার বা জাহুরার উদ্যম নষ্ট হয়। আমরা একটা ভাল কাজে যাচ্ছি-আল্লাহই আমাদের সহায় হবেন।

চিশতির কথায় মতিযুর রহমান হাসল, ‘আমি জানতাম তোকে নিবৃত্ত করা যাবে না। এটাও ঠিক এরকম উদ্যম না থাকলে মানুষ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে পারে না। আমি তোর সদ্যবিবাহিত স্ত্রীর কথা ভেবেই বাধা দিতে চেয়েছিলাম। তোর কথায় এখন মনে হচ্ছে তুই ছাড়া এই বিপদে ড. ইলাহীকে অন্য কেউ সাহায্য বা সান্ত্বনা দিতে পারবে না। সময় বা সুযোগ থাকলে আমি নিজেও তোদের সঙ্গী হতাম। কিন্তু তুই তো জানিস আমি এখনকার একটি পত্রিকার অর্থনৈতিক বিষয়ের রিপোর্টার। আমার পক্ষে তোদের সন্দান সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তবে বনিয়াসের মরু এলাকায় উটের বাথানগুলোতে পৌছার ব্যাপারে আমি তোদের সাহায্য করতে পারব। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোরা আজই যদি রওনা হতে চাস তবে আমার একটা চিঠি নিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়।’

‘কাকে চিঠি দিবি? বনিয়াসে আমাদের সাহায্য করার মত লোক আছে নাকি?’

গভীর আগ্রহ নিয়ে মতিযুর রহমানকে প্রশ্ন করল চিশতি।

‘বনিয়াসে বাংলাদেশের একজন হাফেজের পরিচালনায় একটি মদ্রাসা আছে। ভদ্রলোকের বাড়ি নোয়াখালী। নাম কুরী আবু আবদুল্লাহ। অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ লোক। মাঝেমধ্যে আমি ও আমার স্ত্রী শারজাহ বেড়াতে গেলে পথে বনিয়াসে হাফেজ সাহেবের মেহমান হই। আমার চিঠিটা নিয়ে তোরা তার মদ্রাসা সংলগ্ন ডেরায় গিয়ে উঠিবি। আমার মনে হয় তিনি উটের বাথানই শুধু নয়, তার ছাত্রদের সহায়তায় ড. ইলাহীর আস্তানাও বের করে দিতে পারবেন। তবে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ ইলাহীর চিঠি পড়ে মনে হয় তার সন্দান পাওয়ার জন্য এজেন্টরা এখানেও ঘুরছে।’

অনেকটা আকস্মিকভাবেই যেন মতিযুর রহমানের মাথায় বনিয়াসের হাফেজিয়া মদ্রাসার বাংলাদেশি হাফেজ সাহেবের কথা মনে পড়ল।

এ সংবাদে ড. চিশতি লাফিয়ে উঠল, ‘দেখলি তো আল্লাহ আমাদের সহায় হচ্ছেন। তা না হলে বনিয়াসের মত একটা মরু শহরে আমাদের জন্য এমন একটা আশ্রয়ের বিষয়টা তোর মাথায় আসত না।’

জাহুরাও খুশী। সে বলল, ‘একটা ঠিকানা যখন পাওয়াই গেছে আর দেরি নয়। আমাদের আজই রওনা হওয়া উচিত। যত তাড়াতাড়ি আমরা ড. ইলাহীর সাথে মিলিত

হতে পারব ততই মঙ্গল। আমার তো মনে হয় আমাদের পক্ষ থেকে একটা রেসপন্সের আশায় তিনি দিন গুণছেন।'

'বেশ তাহলে আর দেরি নয়। আমি নিচে গিয়ে বনিয়াস পর্যন্ত একটি ট্যাক্সি ঠিক করে দিচ্ছি। তোদের মাদ্রাসার গেট পর্যন্ত পৌছে দেবে। তার আগে নাস্তা সেরে কুরী আবু আবদুল্লাহকে তোদের জন্য এক সপ্তাহের মেহমানদারীসহ উট্টের বাথানের অবস্থানটা চিনিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখে নিই। কুরী সাহেব অত্যন্ত ভদ্রলোক। তোর অভিযানের বিষয় তাকে সম্পূর্ণ না জানালেও কিছু আভাস অন্তত দিতে পারিস। এতে ড. ইলাহীকে খুঁজে বের করতে সুবিধে হবে। আমার মনে হয় ভাবীর আর বিলম্ব করা উচিত নয়। যা কিছু গোছগাছ করার এ মুহূর্তেই সেরে ফেলে বেলা নটার মধ্যে ট্যাক্সিতে উঠতে হবে।'

জাহুরা বলল, 'আমি তৈরিই আছি, শুধু শাড়িটা বদলে একটা প্যান্ট পরে নিতে হবে। আর মাথা ঢাকার জন্য একটা ক্ষার্ফ। ঢাকা থেকে নিয়ে আসা দরকারী মাল-সামান আর তাঁবু ইত্যাদি হোড়অলে বাঁধাই আছে। আমি কিছুই খুলিনি। আপনি চিঠি লিখে গাড়ির জন্য নিচে চলে যান।'

দুবাই হেড়ে চলিশ মিনিট এগোতেই সীমাহীন মরংভূমির দৃশ্য রাস্তার দু'পাশে দৃষ্টিগোচর হল। মতিঝুর রহমান বুদ্ধি করে একজন বাঙালি ড্রাইভারের গাড়ি কিভাবে যেন জোগাড় করে এনেছেন। গাড়ির মালিক সে নিজেই। ছেলেটির নাম 'মিজান। নারায়ণগঞ্জে বাড়ি। পাঁচ বছর ধরে দুবাই-আবুধাবির পথে গাড়ি চালায়। বেশ স্মার্ট চেহারা। ড্রাইভারকে যাত্রীদের সম্বন্ধে মতিঝুর রহমান সম্যক ধারণা দিয়ে দেয়ায় তার জানা আছে বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি সন্তোষ তার গাড়িতে বনিয়াসে যাচ্ছেন।

গাড়ি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হাইওয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। চারপাশে মরংভূমির চিরাচরিত দৃশ্য। কাঁটাবোপ ও এবড়োখেবড়ো উঁচুনিচু ভূমির বিস্তার। ল্যান্ডস্কেপের দিকে তাকিয়ে জাহুরার মনে হল এই দৃশ্যপটের বোধহয় শেষ নেই। সে নিজে ভূগোলবিদ হলেও প্রকৃত মরংভূমির দৃশ্য কেবলদিন চোখে দেখেনি। শুধু বইপড়া বিদ্যার সাথে এই দৃশ্যের বাস্তবতা জাহুরাকে ভাবিয়ে তুল। সে মনে মনে ভাবল, আল্লাহ আমাদের এমন একটা দেশে জন্মানোর সুযোগ দিয়েছেন যেখানে সবুজের মিঞ্চিতার একটা আবরণ যেন স্রষ্টার করুণার মত আমাদের ঘিরে আছে। হই না আমরা গরিব, তবুও সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এমন আদিগন্ত নিঃস্ব বালুসমুদ্রে আমাদের নিষ্কিণ্ঠ হতে হয়নি।

জাহুরাকে চিন্তিত দেখে চিশতি হাসল, 'দুর্ভাবনায় পড়ে গেছ বলে মনে হয়?'

'ঠিক দুর্ভাবনা নয়। ভাবছি শত দরিদ্র হলেও আল্লাহ আমাদের এমন একটা ভৌগোলিক অঞ্চলে জন্মাবার সুযোগ দিয়েছেন যার সাথে বিশ্বের এসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং পরিবেশের কোন মিল নেই। দারিদ্র্য একদিন দূর করা যায়

যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এখন ধনীদেরই দেশ। কিছুদিন আগেও এরা ছিল হতদরিদ্র জাতি। কিন্তু ভৌগোলিক পরিবেশ একেবারে বদলে ফেলা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

স্কার্ফ দিয়ে নাক পর্যন্ত ঢেকে নিয়ে কথা বলছিল জাহরা। যদিও গাড়ির ভেতরটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত তরুণ বাইরে তাপের হলকা বয়ে যাচ্ছে। ভেতরে থেকেও তা বোঝা যাচ্ছে। চিশতি কোন জবাব দিল না।

ড্রাইভার মিজান এবার একটু আলাপ করার সুযোগ পেয়ে বলল, ‘স্যার আপনারা বনিয়াসের কাজ সেরে যদি এদেশের কোন অঞ্চলে বেড়াতে যান তবে আমাকে বলবেন। দুবাইয়ে মতিভাই আমার ঠিকানা আর গ্যারেজের টেলিফোন নম্বর জানেন।’

‘তোমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর আমাকেও দিও। আমরা সম্ভবত বেশ কিছুদিন দুবাই ফিরব না। তোমাকে প্রয়োজন হলে এখান থেকেই যোগাযোগ করব। মতি বলছিল, তুমি সারা মধ্যপ্রাচ্যের পথঘাট চেন।’ বলল চিশতি।

মিজান তার পকেট থেকে একটা কার্ড পিছনদিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘এই নিন, এতে আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখা আছে। আমি গত পাঁচ বছর সারা মিডলইস্টে গাড়ি চালিয়ে আসছি। ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর আর শ্রীলংকার টুরিস্টদের নিয়ে আমি সারা আমিরাতে ঘোরাফেরা করি। আপনারা দেশের লোক, আপনাদের কাজে লাগতে পারলে তো খুব ভাল হবে। গাড়িও চালাব আর দেশের ভাষায় কথাবার্তাও বলতে পারব। বিদেশিদের বোলচাল বুঝি না বলে অনেক হেনস্তা হয়। আপনাদের নিয়ে ঘুরতে পারলে খুব ভাল লাগবে।’

ড্রাইভারের কথায় আস্তরিকতার আভাস পেয়ে ড. চিশতি কি ভেবে যেন হঠাৎ বলে ফেলল, ‘আচ্ছা মিজান, বনিয়াসের আশপাশে যে সব উটের বাথান আছে সেসব কি তোমার চেনা আছে? সেদিকে গেছো কোন সময়?’

‘সচরাচর সব অঞ্চলে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই স্যার। উটের হাওদায় যেতে হয়। একবার উটের দৌড় দেখতে আমি সেখানে গিয়েছিলাম আমার এক আরব বন্ধুর সাথে। বনিয়াসের কাছে দু’টি বাথান আছে। দুটোই শহরের পশ্চিমে শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। খুব খারাপ জায়গা, গুঙা বদমাইশ আর চোরাচালানিদের এরিয়া। সেখানে আপনাদের কি কাজ স্যার?’

গাড়ির গতি একটু কমিয়ে পেছন ফিরে প্রশ্ন করল ড্রাইভার।

ড. চিশতি একটু ইত্তস্তত করল। কিন্তু জাহরা বলল, ‘দেখ চিশতি, আমরা যে মিশনে এসেছি এতে খানিকটা গোপনীয়তার প্রয়োজন থাকলেও আমাদের সাহায্য সহায়তা দিতে পারে এমন কয়েকজন বিশৃঙ্খল বন্ধুও দরকার। মিজান আমাদের দেশের ছেলে। উটের বাথানগুলো চেনে, তবে তার সাহায্য নিই না কেন? বনিয়াস গিয়ে তার সাথে আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে একটু আলাপ করলেও পারি? আমার মনে হয় মাদ্রাসার পরিচালকও যখন বাঙালি তিনিও আমাদের সাহায্য করবেন।’

ড্রাইভার আবার উন্মুখ হয়ে জানতে চাইল, ‘কি ব্যাপার বলুন তো? মনে হয় আপনারা কোন কিছু নিয়ে পেরেশানিতে আছেন?’

ড. চিশতি বললেন, ‘তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ মিজান। চলো বনিয়াস মাদ্রাসায় গিয়ে তোমাকে সব খুলে বলব। মনে হচ্ছে তোমার সাহায্য দরকার। যদি আমরা তোমাকে আমাদের সাথে দু’একদিন অপেক্ষা করতে বলি তুমি থাকবে তো? আমরা তোমাকে তোমার সময়ের মূল্য পরিশোধ করে দেব।’

‘টাকাটা বড় কথা নয় স্যার। যদি মনে করেন আমি থাকলে আপনাদের কাজে আসব তবে কেন থাকব না? চলুন, মাদ্রাসায় গিয়ে আপনাদের সমস্যাটা আগে জানি।’

আবার স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে মিজান শামনে তাকাল। গাড়ি দ্রুতগতিতে মরহুম অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক পর মিজান গাড়ি এনে মাদ্রাসায় দাঁড় করাল। রাতের খাওয়ার টেবিলে মাদ্রাসার পরিচালক আবু আবদুল্লাহ ড. চিশতিকে বলল, ‘প্রফেসর সাহেব, মতিয়ুর রহমানের চিঠির অনুরোধ আমরা পালন করব। আমি ও আমার স্ত্রী এ বাসায় একা থাকি। আপনারা নিরাপদেই এখানে থাকতে পারেন। তবে উঠের বাথানগুলো হল দুষ্ট লোকদের আড়ত। সেখানকার মানুষদের আমি চিনি না। যদি নিজের চেষ্টায় আপনি সেখানে যেতে পারেন তবে ধান। আপনার স্ত্রী এখানে আমার বিবির সাথে কয়েকদিন থাকুন। মতিয়ুর রহমানের চিঠিতে আরও জানলাম আপনারা বনিয়াসে একজন মানুষকে তালাশ করতে এসেছেন। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সাহায্য করতে পারি মাত্র।’

হাফেজ সাহেবের বক্তব্য শুনে চিশতি কিছু বলার আগেই ড্রাইভার মিজান বলল, ‘আমি একটু আগে প্রফেসর সাহেবের এখানে আসার কারণ জেনেছি। আমি তাকে সাহায্য করতে চাই। আপনি আমার গাড়িটা গ্যারেজে রাখুন। আর মিসেস চিশতি আপনার স্ত্রীর হেফাজতে এখানে কয়েকদিন থাকুন। আমি আর ড. চিশতি উঠের বাথানগুলো খোঁজ করে দেখব সেখানে কোন বিদেশি আছেন কিনা। আমার মনে হয়, ড. চিশতি যে ব্যক্তিকে খুঁজতে এসেছেন তাঁকে খুঁজে পাওয়া তেমন অসুবিধা হবে না।’

আবু আবদুল্লাহ বলল, ‘তাহলে আগামীকালই ভোরে আপনারা রওনা হয়ে ধান।’



পরের দিন ভোরে একটা ভাড়া করা উঠের হাওড়ায় ড. চিশতি ও ড্রাইভার মিজান আল্লাহর নাম নিয়ে উঠে বসল। উঠের চালক এক পনের-যোল বছরের স্থানীয় বালক।

ছেলেটির নাম মর্তুজা। মাদ্রাসার ছাত্র। কঢ়ারী আবু আবদুল্লাহ ছেলেটিকে এ কাজে সাহায্য করতে ডেকে এনেছেন। ছেলেটির বাপ বনিয়াসের পশ্চিমে একটি উটের বাথানে উটের দৌড় প্রতিযোগিতার ট্রেনার। হঠাৎ মর্তুজার কথা মনে পড়ার রাতেই হোস্টেলে গিয়ে কঢ়ারী সাহেব তাকে রাজি করিয়ে এসেছিলেন। সে সকালে নিজেরই একটা উট নিয়ে হাজির হয়েছে। ওস্তাদের কাছ থেকে এমন একটি মজার দায়িত্ব পেয়ে মর্তুজার খুশীর অন্ত নেই।

ফজরের নামাজের পরই চিশতি ও মিজানকে নিয়ে মর্তুজা ছোট মরহ শহর বনিয়াস থেকে বেরিয়ে পড়ল। শহর থেকে একটু এগোলেই অন্তহীন মরহ রাজ্য। ছেলেটি আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না। চলতে চলতে ড্রাইভার মিজান ভাঙা ভাঙা আরবিতে মর্তুজার সাথে কথা বলার চেষ্টা করল, ‘আমরা বাথানের দিকে কেন যাচ্ছি তোমার ওস্তাদ বোধহয় তোমাকে তা বলেছেন?’

‘আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি আমার মুর্শিদ আমাকে তা বলেছেন। চিন্তা করবেন না, আমার উট আপনাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে পৌছে দেবে।’

বিনীতভাবে জবাব দিল মর্তুজা। মর্তুজার ভাষা অনুবাদ করে মিজান চিশতিকে বুঝিয়ে দিলে চিশতি বলল, ‘শুধু বাথানে পৌছে দিলেই চলবে না। ওকে জিজ্ঞেস কর ও আমাদের ইলাহীকে খুঁজে বের করতে কতটা কি করতে পারবে?’

ড. চিশতির কথা বলার ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে তার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করছিল মর্তুজা। মিজান তাকে ড. চিশতির বক্তব্য বুঝিয়ে দিলে সে হাসল, ‘আমার আকো সেখানে একজন ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। আশা রাখি মরহুমিতে একটা সুচ হারিয়ে গেলেও তিনি তা বের করতে পারবেন।’

মর্তুজার কথার ভঙ্গিতে ড. চিশতি মনে জোর পেলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না শাসনহীন একটা উদাম মরহ এলাকায় ড. ইলাহীর মত একজন বিদেশি কিভাবে আছেন? তিনি মিজানকে বললেন, ‘মর্তুজাকে জিজ্ঞেস করো উটের বাথানে অন্যান্য বিদেশিদের প্রকৃতপক্ষে কাজটা কি? সেখানে কি অনেক বিদেশি থাকে?’

মিজান মর্তুজাকে বিষয়টি বুঝিয়ে প্রশ্ন করলে মর্তুজা যা বলল তার সরল অনুবাদ এই দাঁড়ায়—‘সেখানে দেশ-বিদেশের অবৈধ মাল বেচাকেনার একটা গোপন বাজার আছে। হেরোইন, সোনা, দামী হীরে জহরত, প্রত্ববস্ত, এমন কি মানুষ পর্যন্ত সেখানে পাচার হয়ে আসে বেচাকেনার জন্য। আমীর এবং রইসগণ সেখানে বছরে দু’ একবার উটের রেসের উসিলায় ফুর্তি করতে আসেন। তখন জমজমাট মেলা বসে যায়। জিনিসপত্রের অধিকাংশ খরিদার আসে ইউরোপ আমেরিকা থেকে। যারা একবর্ণও আরবি জানে না। তাদের কাছে মাল কেনাবেচার জন্য তখন ইংরেজি ও ফরাসি জানা বেশিকিছু দোভাষীর দরকার হয়। প্রকৃতপক্ষে দোভাষীরা বেশ মোটা অংকের দালালী পায়। এই দালালীর লোভে আরবি ফরাসি এবং ইংরেজি জানা বহু বিদেশি এখানে তাঁবুর শহরের বাসিন্দা হয়ে আছে। সে এক অস্তুত জায়গা। কোনো আইন-কানুন নেই।

আপনাদের বাংলাদেশি ভাইটিও সম্ভবত সেখানে দালালী করে। যদি সত্যি আপনাদের ভাইটি বাথান এলাকায় থেকে থাকে তবে আমার আক্রা মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে তাকে আপনাদের সামনে হাজির করে দেবে।'

মর্তুজার কথায় খুব আশ্চর্ষ হলেন ড. চিশতি। মিজান বলল, 'খুব কামিয়াব ছেলে। আল্লাহ আমারে ঠিক মানুষটিই জুটিয়ে দিয়েছেন। এখন ছেলেটির আক্রা আমাদের দেখে সন্দেহ না করলেই বাঁচি।'

বেলা তিনটার দিকে খাঁ খাঁ রৌদ্রদন্ধ দিগন্তের কাছে মর্তুজা একটা তাঁবুয়েরা খেজুর বাগানে এসে উটকে বসে পড়ার ইঙ্গিত করল। উট যথারীতি হাঁটু ভেঙে বসে যাত্রীদের নামিয়ে দিলে মর্তুজা বলল, 'আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি আমার আক্রার তাঁবুটা খুঁজে বের করেই ফিরে আসব। বাথান এখান থেকে আরও আধ মাইল দক্ষিণে। তবে আমার আক্রা এ গাঁয়েই থাকেন।'

উটের রশিটা মিজানকে ধরিয়ে দিয়ে সে খেজুর বাগানের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই এক দশাসই দীর্ঘদেহী আরবকে সঙ্গে নিয়ে এসে বলল, 'আমার আক্রা।'

আরব লোকটি 'আসসালামু আলাইকুম' বলে ড. চিশতির সামনে এসে দাঁড়ালে মিজান বলল, 'আমরা মর্তুজার মাদ্রাসা থেকেই এসেছি। আপনার জন্যে কঢ়ারী সাহেবের একটা চিঠি নিয়ে এসেছি। আমরা বিশেষ করে আমার সঙ্গী ড. মুস্তাক আহমেদ চিশতি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। ইনি বাংলাদেশের একজন বিদ্঵ান ব্যক্তি। তার এক হতভাগ্য ভাই দেশাস্তরী হয়ে এই উটের বাথানে আত্মগোপন করে আছেন জেনে তিনি আপনার কাছে এসেছেন। লোকটিকে খুঁজে বের করে দেয়ার মত যোগ্য লোক এ অঞ্চলে আপনি ছাড়া আর একজনও নেই। বলে আমরা মর্তুজার মুর্শিদের কাছে জেনে তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এখানে এসেছি। আপনার সহযোগিতার উপযুক্ত দাম আমরা নিশ্চয়ই দেব।'

কথাগুলো বলে মিজান মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করার মত ভঙ্গি করলে মর্তুজার আক্রা ভূকুঁপিত করে কঢ়ারী আবু আবদুল্লাহর চিঠি খুলল। চিঠি পড়ে সে ড. চিশতির দিকে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে মিজানের দিকে ফিরে অনুচ্ছ স্বরে আরবিতে কি বেন বলল। মিজান পুনর্বার মাথা নুইয়ে কুর্নিশের ভঙ্গি করে ড. চিশতির দিকে ফিরে বলল, 'কাজ হয়ে গেছে। এই বেদুইন ড. ইলাহীকে চেনে। সে বলল, বাথানগুলোতে অনেক দোভাস্মী দালাল থাকলেও সবাই সাদা চামড়ার। একজন মাত্র এশীয় আছে যে এ গাঁয়েই থাকে। সম্ভবত সে-ই তোমাদের দেশাস্তরী ভাই হবে। তোমরা আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এতদূর কষ্ট করে এসেছ, তোমরা আমার ছেলের মেহমান। তোমাদের হারানো মানুষকে আমি নিশ্চয়ই বের করে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দেয়ার সওয়াবের ভাগী হতে চাই। অন্য কোন বিনিময় চাই না।'

মিজানের কথায় ড. চিশতি পুনর্বার মর্তুজার আক্রার সাথে হ্যান্ডশেক করতে গেলে ভদ্রলোক আরবি কায়দায় অতিথিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কানের পাশে চুম্বন করল। সৌজন্য বিনিময়ের পর মর্তুজার দিকে ফিরে অতিথিদের নিজের তাঁবুতে নিয়ে যেতে

ইঙ্গিত করল। মর্তুজা চিশতি ও মিজানকে তার পেছনে যেতে আহ্বান করে নিজে উটের রশি ধরে এগোতে লাগল। আর তার পিতা গায়ের অন্য প্রাণ্তের দিকে হাঁটতে লাগল সন্তুষ্ট ড. ইলাহীর খোঁজে।

মর্তুজার পিতার তাঁবুতে ড. ইলাহীর জন্য অপেক্ষায় সারাটা দিনই কেটে গেল। মাগরিবের নামাজের পর পরিবেশটা একটু অন্দকারাচ্ছন্ন হয়ে এলে মর্তুজার পিতার সাথে দীর্ঘদেহী একজন বোরখা ঢাকা মহিলা এসে তাঁবুতে ঢুকল। তাঁবুর ভেতর পা দিয়েই বোরখার আবরণ সরিয়ে বেরিয়ে এলেন ড. ইলাহী। দু' হাত বাড়িয়ে তিনি চিশতিকে আলিঙ্গন করে কান্নাজড়িত আবেগে বিগলিত হয়ে বলতে লাগলেন, ‘চিশতি, বদ্ধ আমার, আমি জানতাম আমার এই অপরিসীম বিপদের কালে তুই আসবি। ভয় ছিল চিঠিটা শেষ পর্যন্ত তোর হাতে পৌছল কিনা। আর মাত্র একদিন দেরি করে এলে তুই আমাকে এখানে পেতি না। কারণ আগামীকাল সন্ধ্যায় আমি আমিরাত ছেড়ে সড়কপথে বাগদাদ হয়ে জর্দানের দিকে রওনা দিচ্ছি। সেখান থেকে যে করেই হোক মিসরে পৌছব। লায়লার মামা আরুস কারামে তার লেবানিজ দৃতাবাসের দু'জন বিশৃঙ্খল লোককে গতকাল এখানে পাঠিয়েছেন। আমি যেন আর বিলম্ব না করে তাদের সাথে কায়রোয় ফিরে যাই। কারণ, তিনি বিশৃঙ্খলভূতে জানতে পেরেছেন, লায়লাকে দুশ্মনরা এখনো রাজধানীর বাইরে নিয়ে যেতে পারেনি। সন্তুষ্ট তারা লায়লার ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েও প্রিসেস জুলফিয়ার পিরামিডটির অবস্থানস্থল বের করতে পারেনি।

এক নাগাড়ে কান্নাজড়িত কঠে ড. ইলাহী কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। যেন বুরাতে পারলেন আবেগের বশে তিনি অপরিচিত লোকদের সামনেই চিশতিকে এমন গোপন বিষয় বলে চলেছেন যা শেষ পর্যন্ত তাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে।

তার অবস্থা বুরাতে পেরে চিশতি বললেন, ‘অথবা উত্তলা হয়েছিস। এখন এসব আলাপ করার সময় নয়। আগামীকাল তুই একা যাচ্ছিস না। আমি ও আমার স্ত্রীও তোর সাথে যাচ্ছি। তোর নিশ্চয়ই ধারণা আছে, আমিরাত থেকে ইরাকের ভেতর দিয়ে জর্দান হয়ে মিসরের মাটিতে পা রাখা, অত্যন্ত দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়া সোজা ব্যাপার নয়। ধরে নিলাম আমাদের সাথে দু'জন লেবানিজ গাইড থাকবে। কিন্তু সড়কপথে যেতে হলে আমাদের একজন বিশৃঙ্খল ড্রাইভার থাকা দকার। আমার মনে হয় সে ব্যবস্থাও আল্লাহর ইচ্ছেয় হয়ে যাবে।’

বলে চিশতি মিজানের দিকে ফিরলেন, ‘বাংলাদেশের ছেলে আমাদের এই মিজান। এর সাথে পরিচিত হ। একে আমি দুবাই থেকে তোর সন্ধানে নিয়ে এসেছি। চমৎকার আরবি জানে এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। এখন চল তোর তাঁবুতে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সব ঠিক করা যাবে। কি বল মিজান?’

মিজান উঠে দাঁড়িয়ে ড. ইলাহীকে সালাম জানিয়ে বলল, ‘স্যার হৃকুম করলে আমি বালুর সমুদ্রের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আপনাদের একেবারে সুয়েজে নিয়ে থামাতে পারি। শুধু পথে পাসপোর্ট আর ভিসার ঝামেলাটা আপনাদের পোহাতে হবে।’

মিজানের কথায় ড. ইলাহী সহমর্মিতার সুর পেয়ে বললেন, ‘এসব আমার লেবানিজ এজেন্টেরাই ব্যবস্থা করবে। ঠিক আছে চিশতি, তোর ড্রাইভারই আমাদের নিয়ে যাবে। এখন চল আমার তাঁবুতে। সেখানে আংকল আবাসের পাঠানো লোকদের সাথে যাত্রার ব্যাপারটা আলোচনা করতে হবে। তোর মিসেস কোথায়?’

‘তিনি বনিয়াসে আছেন। যাত্রার সময় তাকে তুলে নিলেই হবে। তিনি আঁটঘাট বেঁধে প্রস্তুত হয়েই বসে আছেন। এখন আমাদের উচিত মর্তুজার আবৰা ও মর্তুজাকে পুরুষ্ট করা।’

বলে ড. চিশতি দু’টি পঞ্চাশ ডলারের নেট মর্তুজার আবৰার হাতে গুঁজে দিলেন। হঠাৎ এতগুলো ডলার পেয়ে ভদ্রলোক মাথা নুইয়ে চিশতিকে সাধুবাদ জানিয়ে বিদায় জানাল।

পরের দিন সন্ধ্যায় মিজানের নেতৃত্বে বনিয়াস থেকে আরেকটি জিপ ভাড়া করে ছ’জনার একটি দল দু’টি গাড়িতে ভাগাভাগি করে ইরাকের পথে রওনা হল। দু’জন লেবানিজসহ জিপটি ড্রাইভ করে নিয়ে যাবেন ড. ইলাহী। অন্যটিতে চিশতি, জাহুরা এবং মিজান।

দীর্ঘ কুড়ি দিনের পথ্যাত্রার বিবরণের সাথে যদিও আমাদের এই কাহিনীটির একটি নিগৃত সম্পর্ক রয়েছে তবুও ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য যেখানে কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছিল সেখানেই ফিরে যেতে চাই।

কায়রোর একটা প্রাচীন গলিতে একটা অতিশয় জরাজীর্ণ বাড়ির দোতলায় ড. ইলাহীদের রেখে লেবানিজ লোক দু’টি বিদায় নিল। যাওয়ার সময় ড. ইলাহীকে তারা বলল, ‘এ বাড়িতে এনে তোমাদের রেখে যাওয়া পর্যন্তই আমাদের ওপর ভার ছিল। এর পরের দায়দায়িত্ব আবাস কারামের।’ তারা আরো বলল, ‘এখনই তারা গিয়ে যথা�স্থানে রিপোর্ট করবে যাতে পরবর্তী করণীয় বিষয় তাদের দৃতাবাস আঞ্চাম দিতে পারে। এখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই। বাড়িটি নিরাপদ। এ বাড়িতে একজন বৃদ্ধ বাবুর্চি আছে, যে মেহমানদের আহার নির্দ্বা এবং অন্যান্য দরকারী ফাই-ফরমাশ খাটিবে এবং সর্বপ্রকার গোপনীয়তা বজায় রাখবে। ড. ইলাহী এবং তার সঙ্গীসাথীদের উচিত এখন নিরাবেগ মনে এখানে বিশ্রাম নেওয়া। পরবর্তী কর্মসূচি আবাস কারামে নিজেই তাদের জানিয়ে দেবেন। তবে লেবানিজ দৃতাবাসের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কেউ যেন বাড়ির বাইরে পা না দেয় এবং কোনোরূপ কৌতুহল প্রকাশ না করে। কারণ, ড. ইলাহীকে প্রেফতার করার জন্য মিসরীয় গুপ্ত পুলিশ বিভাগ পাগলের মত সারা শহরে তল্লোশি চালিয়ে ফিরছে। তাদের ধারণা, ড. ইলাহী এখনও এ শহরের বাইরে পালাতে পারেননি এবং লিপিবিজ্ঞানী লায়লার অপহরণের ব্যাপারে তার হাত আছে। আবাস কারামে কূটনৈতিকভাবে ড. ইলাহীর নির্দেশিতা প্রমাণের চেষ্টা করছেন। মেহমান্য রাষ্ট্রদৃত হাশমীও এ নিয়ে মিসরীয় পররাষ্ট্র দফতরে দেন-দরবার করছেন। কিন্তু মিসরীয় গোয়েন্দা দফতর কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না যে ড. ইলাহীর সাথে

লায়লার অন্তর্ধানের কোনো যোগ নেই। অতএব সাবধানতা অবলম্বন করাই অর্থাৎ ইলাহীর আত্মগোপন করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। লেবানিজ এজেন্টগণ লায়লাকে খুঁজে বের করার আগ্রাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ধারণা, লায়লাকে এখনও কায়রোর বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। মিসরীয় গোয়েন্দাদের ব্যাপক তত্ত্বাশির ফলে অপহরণকারীরা লায়লাকে সরাতে পারছে না। আবার এও হতে পারে যে, লায়লার কাছ থেকে জুলফিয়ার পিরামিডের অবস্থান স্থলের ম্যাপটি কিংবা সংকেত আদায় করা যাচ্ছে না। যদি লায়লার কাছ থেকে সেই মূল্যবান তথ্যটি আদায় করা যেত তবে লায়লার লাশ কায়রোর রাজপথে নিষ্কেপ করে তারা মরু উপত্যকায় পিরামিডের সন্ধানে বেরিয়ে যেত।

লেবানিজ এজেন্টগণ যথাবিহিত সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে বেরিয়ে গেল।



মাগরিবের আজানের সময় কায়রোর পশ্চিম দিকের শহরতলি অঞ্চলে পুরনো দোতলা একটি বাড়ির গেটে এসে বিরাট এক শেভলেট মোটরকার নিঃশব্দে থেমে গেল। গাড়িটা থামামাত্র গেটের পাশের দারোয়ানের ঘর থেকে একজন সশস্ত্র ব্যক্তি দ্রুত বেরিয়ে এসে গেট খুলে দিল। গাড়িটা গিয়ে বারাদ্বায় দাঁড়ালে ভেতর থেকে ড্রাইভারসহ তিন ব্যক্তি বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। তিনজনের মধ্যে একজনের পোশাক ইউরোপীয়। হাঙ্কা-সবুজ স্যুট এবং গাঢ় সবুজ টাই পরা। অন্য দু'জনের সাধারণ আরবদের মত লম্বা পোশাক এবং মাথায় লেসে বোনা টুপি।

দারোয়ান যথারীতি বাড়ির গেটে তালা লাগিয়ে দ্রুত আগস্তকদের কাছে ফিরে এলে স্যুটপরা লোকটি জিজেস করল, ‘খবর কি?’

‘কোনো সমস্যা নেই স্যার। মেয়েটা দুপুর থেকে এ পর্যন্ত একটানা কাজ করে বিছানায় বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন নিশ্চয়ই আজান শুনে উঠে পড়েছে।’

‘ওপরের পাহারা?’

স্যুটপরা লোকটা আবার প্রশ্ন করল।

‘পাহারাদার সকালে যে ছিল তার বদলে অন্য একজন এখন মেয়েটার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য লোকটিও পাশের কামরায় বিশ্রাম নিচ্ছে।’

‘রাস্তার ওপর কোনো পুলিশের গাড়ি চলাচল করতে দেখেছ নাকি?’

‘না স্যার। আমি সর্বক্ষণ বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে রেখেছি। এ রাস্তায় এমনিতেই গাড়ির চলাচল কম। তবে পুলিশের না হলেও একটি পতাকা লাগানো মোটর গাড়িকে এ রাস্তা দিয়ে দুপুরের পরে চলে যেতে দেখেছি।’

‘কোন দেশের পতাকা চিনতে পেরেছ?’

‘না। এত দ্রুত গাড়িটা চলে গেল যে পতাকাটা বোঝা যায়নি। তবে মনে হয় কোনো আরব দেশেরই কূটনৈতিকের গাড়ি।’

‘মেয়েটা লাঞ্ছ খেয়েছে?’

‘হ্যাঁ, যথারীতি। দু’ একবার কফিও চেয়েছিল, দেয়া হয়েছে। সম্ভবত তার সিঙ্গেট ফুরিয়ে গেছে। বলেছিল, রাতে এক প্যাকেট ক্যামেল লাগবে।’

সুটপরা লোকটা সিঁড়ি দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে উঠতে উঠতে হাসল, ‘তার জন্য যথেষ্ট কড়া সিঙ্গেট আমার পকেটে আছে। তুমি নিচে আরও সতর্কতার সাথে পাহারা দাও। নিচে তোমরা কতজন?’

‘আমিসহ তিনজন।’

‘চমৎকার। মনে রেখো যদি আমরা মেয়েটার কাছ থেকে পিরামিডটার হন্দিস জানতে পারি তবে তোমাদের প্রত্যেককে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেব। সাবধান, মেয়েটাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে মিসর সরকার থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্র তাদের এজেন্ট লাগিয়েছে। তাছাড়া তার নিজের দেশ লেবানন তো আছেই। তবে আমরাই কামিয়াব হব। বহু অপেক্ষা আর টর্চারের পর সে এখন প্যাপিরাসগুলোর সাংকেতিক ম্যাপটা বের করতে রাজি হয়েছে। এখন আমরা তার সাথে ভাল ব্যবহার করতে চাই।’

‘ঠিক আছে মিস্টার শামস আবাদী, আমরা ভাল ব্যবহারে কসুর করব না।’

এতক্ষণ পর দারোয়ান লোকটার নাম উচ্চারণ করে আরবি কায়দায় বিনয় প্রকাশ করল। শামস আবাদী তার অপর দু’জন সঙ্গীকে নিয়ে খটখট করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

ওপরতলায় যে ঘরে লায়লাকে আটক করে রাখা হয়েছে সে কামরার দরজায় একটা টুলের ওপর একজন আরব যুবক হাতে একটা কালাসনিকভ রাইফেল বাগিয়ে পাহারা দিচ্ছে। শামস আবাদী সামনে এসে দাঁড়াতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় সেলুট করে দরজার তালা খুলে দিল। শামসসহ লোক তিনজন কামরায় ঢুকে দেখল লায়লা তার বিছানার খাটের পাশে একটা চাদর বিছিয়ে নামাজ আদায় করছে। লায়লা সালাম ফেরানো পর্যন্ত আগস্তকরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। লায়লা চাদর গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালে শামস নামক লোকটা জিজ্ঞেস করল, ‘মিসেস ইলাহী আপনার কাজ কতদুর এগোল?’

লায়লা তৎক্ষণাত তার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে নামাজের চাদরটা ভাঁজ করে

বিছানার ওপর রেখে টেবিল ল্যাম্প জুলানো একটা টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসল। তারপর ধীরে সুহে প্যাকেট থেকে একটা সিগেট বের করে লাইটার জুলিয়ে ধরিয়ে নিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছেড়ে আগন্তকের দিকে রিভলবিং চেয়ারটা ঘূরিয়ে নিল।

‘আমি তো আপনাকে বলেছি মি. আবাদী, আমি একজন লিপিবিজ্ঞানী, প্যাপিরাসগুলোতে যে সব প্যারাগ্রাফ আছে তা আমি নির্ভুল অনুবাদ করে দিয়েছি। আপনারা তা পড়েছেন। তবে পিরামিডটার অবস্থান সম্বন্ধে যেসব সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে তা আমার কাছে দুর্বোধ্য এবং মূলত দুষ্পাঠ্য। যে বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই কেন তা উদ্বারের জন্য আপনারা অথবা চাপ দিয়ে যাচ্ছেন? আমার বিশ্বাস, প্যাপিরাসে লেখা সাংকেতিক চিহ্নগুলোর পাঠোদ্ধার করতে আমার চেয়েও অভিজ্ঞ কোনো লিপিবিজ্ঞানীর ধার্যোজন। আর তাছাড়া এগুলো মূলত কোনো লিপি বলেও মনে হচ্ছে না। মনে হয় হাজার হাজার বছর আগের কোনো দুর্ভেয় আংকিক কৌশল এতে লুকিয়ে আছে যা আমার সামান্য মেধা আবিক্ষার করতে পারছে না। তবুও আমি চেষ্টার কোনো ফ্রন্টি করছি না। কে জানে আমি পারব কি না? আপনারা যেমন তাড়াতড়া করছেন তাতে আমার অক্ষমতা জানানো ছাড়া আমি এখন আর কি করতে পারি?’

বেশ ক্লান্ত এবং হাল ছেড়ে দেয়ার মত শোনাল লায়লার গলা। শামস আবাদী তার সঙ্গী দু'জনকে ইঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে বলে নিজে লায়লার টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে একটা টুল টেনে বসল।

‘আমরা বিশ্বাস করি মিসেস ইলাহী, আপনি আমাদের ফাঁকি দিচ্ছেন না। ফাঁকি দিচ্ছেন এটা বুঝাতে পারলে আপনি এতদিন বেঁচে থাকতেন না। আপনি আমাদের সাথে সহযোগিতা করবেন বলেই আপনাকে আমরা সময় দিচ্ছি। আজ আপনাকে একটা নতুন প্রস্তাৱ দেয়ার জন্য আমাদের গ্রন্থের পক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেটা হল যদি আপনি আমাদের প্রিসেস জুলফিয়ার পিরামিডটার অবস্থানস্থলটা চিনিয়ে দিতে পারেন তবে আমরা আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক অর্থাৎ পিরামিড থেকে প্রাণ্ত ধনৱত্ত্বের এক চতুর্থাংশ ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবে দেব। এ ব্যাপারে আপনার সাথে আমরা ‘ডেজার্ট রেটস’রা একটা লিখিত চুক্তি করতেও সমত আছি।’

শামস আবাদী ‘ডেজার্ট রেটস’ শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথেই লায়লার অন্ত রাত্তা ভয়ে সিটিয়ে গেল। তাহলে এতদিন পর্যন্ত সে যাদের হাতে বন্দী এবং নির্যাতিত, যারা তাকে তার বাড়ি থেকে রাতের অক্ষকারে অপহরণ করে দীর্ঘদিন ধরে আটক রেখে মুক্তির আশ্বাস দিয়ে অবশিষ্ট প্যাপিরাসগুলোর পাঠোদ্ধার করতে বাধ্য করেছে, তারা সেই কুখ্যাত দুর্কৃতকারীর দল? যারা কি না অসংখ্য নির্দোষ মানুষ হত্যা, আরবজগতে মাদকদ্রব্যের লেনদেন এবং ব্যাংক ডাকাতির সাথে জড়িত? লায়লার শরীরটা হঠাৎ ভয়ে বিহ্বলতায় থর করে কেঁপে উঠল।



কায়রোর কৃটনৈতিক পাড়া থেকে এক কিলোমিটার দূরে যেখানে একটা জরাজীর্ণ বাড়িতে ড. ইলাহীরা আছেন সেখানে পরের দিন সন্ধ্যায় একটা মাইক্রোবাসে করে আবাস কারামে এসে নামলেন। গাড়িটা তাকে নামিয়ে দিয়েই প্রাচীন শহরের ভাঙা গলির ভিতর হারিয়ে গেল। আবাস কারামে যেখানে গাড়ি থেকে নেমেছেন সেখান থেকে ইলাহীদের অবস্থানস্থল পঞ্চাশ গজ ভেতরের দিকে। গাড়ি থেকে নেমেই কারামে বাড়িটার দিকে না গিয়ে রাস্তার পাশে একটা কফি রেস্তোরাঁয় গিয়ে চুকলেন। কফি হাউসের নাম ব্ল্যাক লেগন। মাগরিবের নামাজের সময় বলে রেস্তোরাঁটা প্রায় খালি। কারামে কাউটোরে মুহূর্তমাত্র দাঁড়াতেই কাউটোরের ক্যাশিয়ার মৃদু হেসে কি যেন ইঙ্গিত করল। কারামে গিয়ে রেস্তোরাঁর একেবারে শেষ প্রান্তের একটা টেবিলে বসলেন। মুহূর্তমাত্র। একজন ওয়েটার একটি কফির পট ও কাপ-পিরিচ রাখা ছ্ট এনে কারামের সামনে রেখে দিয়ে চলে গেলে কারামে দেখলেন একটা ভাঁজ করা কাগজ কফি পেয়ালার নিচে চাপা দেয়া আছে। তিনি চট করে কাগজটা না তুলে পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে কফি হাউজের ভেতরটা ভাল করে দেখলেন। এর মধ্যে নামাজের পর কোথেকে যেন দল বেঁধে লোকজন আসায় কফি হাউজটা ভরে গেল। পুরোনো কায়রোর বাজার এলাকায় এ ধরনের অনেক ঐতিহ্যবাহী কফি হাউজ আছে। সন্ধ্যার পর সেসবে ভিড় লেগে যায়। এসব কফি হাউজ হল সাধারণ মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারি, কেরানী, সাংবাদিক এবং লেখক-শিল্পীদের সান্ধ্য আড়তার আসর। এখানে রাজনীতি ছাড়া আর সব বিষয়েই অবাধ আলোচনা হয়। এসব ঐতিহ্যবাহী কফি হাউজের কাউন্টারের পেছনের দেয়ালে স্পষ্টভাবে আরবিতে লেখা আছে। ‘এখানে কোনোরূপ রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা কিংবা সরকার বিরোধী কথাবার্তা নিষিদ্ধ।’

আবাস কারামে কফির পেয়ালাটায় এক চামচ চিনি মিশিয়ে একটু নেড়ে নিয়ে খুব ধীরে-সুস্থে কাপের নিচে রাখা কাগজটা বের করে আনলেন। কফির পেয়ালা ছলকে এক ফেঁটার মত কালো কফিতে ভাঁজকরা কাগজটা একটু হলদেটে হয়ে গেলেও একেবারে ভিজে যায়নি। কাপে চুমুক দিতে দিতে তিনি ভাঁজ খুলে কাগজটা টেবিলের নিচে তার উর্দ্ধ উপর রাখলেন। পড়তে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। আরবিতে লেখা একটা চিরকুট-

আংকল আৰাস,

আসমালামু আলাইকুম। আপনি স্থানীয় মুসলিম যুব সংঘের গুণ্ঠ শাখার কাছে একজন অসহায়া লেবানিজ নারীর অপহরণের ব্যাপারে যে বিবরণ দিয়েছেন এবং তার উদ্ধার কাজে আল্লাহর ওয়াস্তে যে সাহায্য চেয়েছেন তা বিবেচিত হয়েছে। আমরা ন্যায়সমত্ব সব ব্যাপারেই নির্যাতিত মানুষকে সাহায্য সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের গুণ্ঠ সভায় সিদ্ধান্তের পর পরই আমরা আপনার অতিথিদের নিরাপত্তার খাতিরে তাদের অবস্থানস্থলটিতে পাহারা বসিয়ে দিয়েছি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ আলোচনার জন্য ড. ইলাহীকে আমাদের দরকার। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে আজ রাত তিনটায় ড. ইলাহীসহ আপনি ব্ল্যাক লেগনে নেমে আসবেন। কফি হাউজের প্রতিটি কর্মচারীই আমাদের সদস্য। দোকানটার মালিকানাও আমাদেরই। ভয়ের কোনো কারণ নেই। তবে সাবধানতা অপরিহার্য। কফির পেয়ালা শেষ হলে সোজা গিয়ে ড. ইলাহী যে বাড়িতে তার সঙ্গীদের নিয়ে আছেন সেখানে ঢুকে পড়ুন। রাত তিনটায় তিনজন সশস্ত্র যুবক গিয়ে আপনাদের ব্ল্যাক লেগনে নিয়ে আসবে। ড. ইলাহীর সাহায্যার্থে যারা এসেছেন তাদের এক আধজনকে বিশ্বস্ত ভাবলে সঙ্গে আনতে পারেন। তবে আপনারা কিছুতেই চারজনের বেশি আসবেন না। আমাদের কফি হাউসটির ওপর মিসর সরকারের এখনও সন্দেহ দৃষ্টি না পড়লেও সাবধানতার কোনো মার নেই। আপনি ছাত্র অবস্থায় লেবানিজ ইসলামী মুভমেন্টের সাথে জড়িত থাকার সুবাদে আমরা আপনার আবেদন গ্রাহ্য না করে পারিনি। আল্লাহ আপনার মন্দল করলন। চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে কফির পটে ডুবিয়ে দিন।

-মুসা শাহেদী।

আৰাস কাৰামে বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজটা সকলেৰ অগোচৱে পটেৱ ঢাকনা খুলে ধূমায়িত কালো কফিৰ ভেতৱ রেখে দিয়ে ঢাকনা লাগিয়ে দিলেন। একবাৱ ত্ৰুটি দৃষ্টিতে হাউজেৱ ভেতৱটা দেখে নিয়ে কাউন্টাৱেৱ দিকে এগিয়ে গেলেন। কাউন্টাৱেৱ ক্যাশ অপারেটৱ তাৱ দিকে একবাৱও তাকাল না। বিলেৱ সাথে কফিৰ দামটা রেখে কাৰামে দ্ৰুত কফি হাউজ থেকে রাস্তায় বেৱিয়ে এলেন। পাড়াটাতে কায়ৱোৱ অন্যান্য গলিঘুঁজিৱ মত উপচে পড়া ভিড় নেই। কিন্তু রাস্তায় লোকজনেৱ বেশ চলাচল আছে। যানবাহনও আসছে যাচ্ছে। সন্ধ্যাৰ আমেজে ডুবে আছে পাড়াটা। সন্তা দামেৱ হোটেল থেকে ধোঁয়াৱ কুণ্ডলী এবং মশলাৱ কড়াগঞ্জ রাস্তাটাকে ভৱিয়ে রেখেছে। আৰাস কাৰামে হাঁটতে হাঁটতে ইলাহীদেৱ ইট বেৱ হওয়া জৱাজীৰ্ণ বাড়িটাৱ সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনজন যুবক তিন দিক থেকে এসে তাকে ঘিৱে ফেলল। একজন এগিয়ে এসে কাৰামেৱ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সালাম বলল।

কাৰামে কিছু জিঙ্গেস কৱাৱ আগেই যুবকটি বলল, ‘আমাৰ নাম আশকাৰী। রাত তিনটায় আপনাকে ও আপনার লোকদেৱ যথাস্থানে নিয়ে যাওয়াৰ দায়িত্ব আমাদেৱ

ওপৱে। যথাসময়ে বাড়ির গেটে মেহমানদের নিয়ে নেমে আসবেন। এখন ওপৱে গিয়ে সবার সাথে মিলিত হোন। আমরা বাড়িটা পাহারায় আছি। চিন্তার কোন কারণ নেই।'

কথাগুলো বলেই যুবক তিনজন গলির আবছা অক্কারে মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। আবাস কারামের মুখে একটা আনন্দের আভাস ছলকে উঠল। ভাবলেন, যাক তিনি যথাযথ প্রস্তুতি নিয়েই লায়লাকে উদ্ধারের জন্য এগোচ্ছেন।

আবাস কারামে সতর্কতার সাথে জরাজীর্ণ বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে উপৱে গিয়ে কলিং বেল টিপলেন। একটু পরেই বুড়ো বাবুচিটা দরজা একটু ফাঁক করে রিভলবার উঁচিরে ধরেই নামিয়ে নিল।

‘আসুন।’

আবাস কারামে ঘরে প্রবেশ করেই বললেন, ‘তোমার সতর্কতার জন্যে ধন্যবাদ। মেহমানরা কোথায়?’

‘তারা ড্রাইং রুমে, টেলিভিশন দেখছেন।’

আবাস কারামে সোজা গিয়ে ড্রাইং রুমে সবাইকে সালাম বললেন ড. ইলাহী আনন্দে প্রায় চিৎকার করে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

‘আমার লায়লার কোনো খবর পেলেন আংকল?’

‘অত উত্তলা হয়ে না ইলাহী। মনে রেখো লায়লা শুধু তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী নয়, আমারও আপন বোনের মেয়ে। লায়লার আম্মা ফাতিমা আমার অত্যন্ত আদরের বোন ছিল।’

ইহুদি

দুশমনরা এক আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে লায়লাদের গ্রামটা ধ্বংস করে দেয় এবং লায়লার আব্বা-আম্মা আত্মসমর্পণ না করে সম্মুখ্যেন্দে গুলি চালাতে চালাতে শাহাদাত বরণ করে। লায়লা সেই শাহাদাতপ্রাপ্ত বীর মুজাহিদদেরই একমাত্র সন্তান। যারাই তাকে অপহরণ করুক, যেনো এক বাধিনীকেই তারা আটক করে রেখেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, লায়লাকে তারা হজম করতে পারবে না। এখন তোমার সাথে জরুরি কথা বলতে এসেছি। এর আগে তোমার সাথে যারা লায়লাকে উদ্ধারের জন্য এসেছে তাদের সাথে পরিচয় হওয়া দরকার।’

আবাস কারামে কথা বলতে বলতে সোফায় বসলেন। ড. ইলাহী চিশতি, জাহুরা এবং ড্রাইভার মিজানের সাথে আংকল আবাসের পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি বললেন, ‘আপনারা ড. ইলাহীর যথার্থ বন্ধু। আমি বুঝতে পারছি গভীর আন্তরিকতা ও অদম্য সাহস না থাকলে আপনারা বাংলাদেশ থেকে এতদূর পর্যন্ত ছুটে আসতেন না। আমি আপনাদের বন্ধুপ্রীতি এবং সাহসিকতার তারিফ করি। মি. ও মিসেস চিশতি এবং ড্রাইভার মিজানকেও সাধুবাদ দিই। ড্রাইভার মিজান যেভাবে আপনাদেরসহ দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে কায়রোয় পৌছে দিয়েছে তা আমার লোকজন আমাকে রিপোর্ট করেছে। লায়লাকে উদ্ধার করতে এই মুহূর্তে আমার আপনার মত লোকদেরই একান্ত দরকার। এখন আমার প্রধান কর্তব্য হল আপনাদের বাংলাদেশি পাসপোর্ট বদল করে লেবানিজ

পাসপোর্ট তৈরি করে দেয়া। মনে রাখবেন, আপনারা এখন লেবানিজ দৃতাবাসের কূটনৈতিক কর্মচারী মাত্র। আমার কাছে আপনারা আপনাদের দেশীয় পাসপোর্টগুলো জমা দিন। কাল সকালে আপনারা নতুন পাসপোর্ট মিসরীয় ভিসার দীর্ঘমেয়াদী ছাপসহ হাতে পেয়ে যাবেন। এখন ড. ইলাহীর সাথে আমার একটু একান্তে আলাপ করার আছে। আপনারা বসে টেলিভিশন দেখুন। আমি পাশের কামরায় ড. ইলাহীর সাথে একটু গোপনে আলাপ করতে চাই।'

আংকল আবাস উঠে দাঁড়ালে ড. ইলাহী তাকে অনুসরণ করে পাশের কামরায় চলে গেল।

পাশের কামরায় ড. ইলাহী ও আবাস কারামে কার্পেটের উপর বসে একান্তে আলাপ করছিলেন। দু'জনের মুখ একান্ত কাছাকাছি। আবাস কারামে ফিসফিস করে বললেন, 'ইলাহী, মাঝি সান, আমি এখন এমন একটা কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি যা শুনলে তুমি আংকলকে উঠবে। আমি আগেই তোমাকে সহজভাবে কথাটা গ্রহণ এবং বিবেচনার অনুরোধ করছি।'

'আপনি বলুন আংকল। আমি আপনার যে কোন প্রস্তাব সহজভাবেই নেব।'

ঙৎসুক্য থাকলেও কঠে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে কথা বললেন ড. ইলাহী। আবাস কারামে কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ইলাহীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে-সুস্থে কথাটা বলতে চাইলেন।

'ইলাহী, আমরা তোমাকে মিসরীয় গোয়েন্দা দফতরে হস্তান্তর করতে বাধ্য হচ্ছি।'

আংকেলের কথায় চমকে উঠলেন ইলাহী। কিন্তু তিনি যথাসম্ভব নিজেকে সম্মুখে করে বললেন, 'আপনার বা আপনাদের সরকারের প্লানটা আমাকে খোলাখুলি বলুন আংকল। আপনারা কি পরিস্থিতি এবং কোন্ শর্তে আমাকে ইজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের হাতে তুলে দিতে সম্মত হয়েছেন বিষয়টা আমার জানা দরকার।'

অভিমান এবং ক্ষুঁক কঠস্বর ইলাহীর। আবাস কারামে তার ভাগনী জামাইয়ের অভিমানী মনোভাবটা ধরতে পেরে তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমরা তোমার নির্দেশিতার ব্যাপারে মিসর সরকারকে মোটামুটি নমনীয় করে এনেছি ইলাহী। হিজ একসিলেন্সি হাশমীর অব্যাহত কূটনৈতিক তৎপরতায় মিসরীয় গোয়েন্দা প্রধান বুঝতে পেরেছেন যে লায়লার নিরূপদেশ হওয়ার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই। তুমি কেবল ভীত হয়েই এবং লেবানিজ দৃতাবাসের নির্দেশেই মিসর ত্যাগ করেছ। এখন মিসরীয় গোয়েন্দা বিভাগ লায়লার আবিক্ষারের খুঁটিনাটি তথ্য তোমার যেটুকু জানা আছে তা পেতে চায়। তারা আমাদের সাথে এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছে যদি তুমি স্বেচ্ছায় মিসরীয় ইন্টেলিজেন্সকে তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য কর তবে তারা তোমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি সহ লেবানিজ লিপিবিজ্ঞানী লায়লাকে উদ্বারের সর্বাঞ্চক চেষ্টা চালাবে। তারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছে, লায়লাকে যারা অপহরণ করেছে তারা মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের শক্র। তাদের পৈশাচিকতার কথা আরব নাগরিক মাত্রেই জানা। সে ভয়াবহ

দুর্ভিতকারী দলটির নাম ‘ডেজার্ট রেটস্’। এরা সারা মধ্যগ্রামে নাশকতামূলক কাজের জন্য ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোশাদের অস্ত্র, অর্থ ও নৈতিক সমর্থন পাচ্ছে। এমতাবস্থায় লায়লাকে উদ্ধারের জন্য আমাদের কয়েকটি প্রবল শক্তির সামরিক সহায়তা দরকার। তুমি যদি মিসরীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান আলী মুহম্মদকে বোঝাতে পার যে লায়লার আবিক্ষারটি মিসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ত্বসম্পদ এবং এতে সরকারের বিপুল ধনরত্নের সঙ্গান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; আর তুমি ও লায়লা মিসর সরকারের অনুগত এবং নিমকহালাল কর্মচারী হিসেবে সরকারকে সর্বাত্মক সাহায্য করতে চাও; তবে আমার বিশ্বাস মিসর সরকার তোমাকে আটক রাখার পরিবর্তে তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে এবং লেবানিজ নাগরিক লায়লার উদ্ধারের ব্যাপারে আমাদের অর্থাৎ লেবানিজ সরকারের দায়দায়িত্ব উপলক্ষ্য করে আমাদের সাথে সহযোগিতার প্রস্তাব যা ইতিমধ্যে আমার বস হিজ একসিলেপ্সি হাশমী ইজিপশিয়ান ফরেন মিনিস্ট্রিকে দিয়েছেন তা অনুমোদন করতে রাজি হবে। মনে রেখো, তোমার সাবমিশন এবং রিপোর্টের ওপরই এখন সবকিছু নির্ভর করছে, ড. ইলাহী।’

আব্বাস কারামে অতিশয় সতর্কতার সাথে ড. ইলাহীকে তার উদ্দেশ্যটা খোলাখুলি বর্ণনা করে ইলাহীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ইলাহী বললেন, ‘মিসরীয় গোয়েন্দা সংস্থা ছাড়া আপনারা কি আরও কোন সংস্থার সাহায্যের কথা বিবেচনা করেছেন আংকল? একটু আগে আপনি বলেছিলেন কয়েকটি প্রবল সামরিক শক্তির সাহায্য লায়লার উদ্ধারে দরকার হতে পারে?’

‘তুমি ঠিকই ধরেছ ইলাহী। মিসরীয় গোয়েন্দারা ছাড়াও আমরা অন্য একটি গুপ্ত সংগঠনের সাথে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছি। তারা সামরিক দিক দিয়ে তেমন প্রবল না হলেও রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নৈতিকতার দিক দিয়ে সারা আরব জাতির বিশ্বাসভাজন। এরা হল ইসলামের জন্য আজোৎসর্গকারী একটি ইসলামী যুব সংঘ। সরকার যেমন এদের ভয় পায় তেমনি ইহুদিদের এদেশীয় চরেরাও এদের যমের মত ভয় পায়। ছাত্রী অবস্থায় তোমার স্ত্রী একদা এদের সমর্থন করত। আমি জানি, কারণ আমিও আমার দেশে এদের শাখার সাথে কিছুদিন কাজ করেছিলাম। সেই সুবাদে আমার ভাগনীর উদ্ধারের জন্য আমি এদের সাহায্য চাইতে গেলে এরা আমাকে সাহায্য করতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। আজ রাত তিনটায় তাদের সাথে আমার কথাবার্তা ফাইনাল হবে। মনে হয় এরা সর্বাত্মক সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। তবে বিষয়টা মিসর সরকারের কাছে সম্পূর্ণ চেপে যেতে হবে। কারণ সরকারের সাথে এদের বৈরী সম্পর্কের কথা তো তোমারও অজানা নয়। এখন তুমি ভেবেচিস্তে বল, আমাদের প্রস্তাৱে তুমি সম্মত কিনা। তোমার অমতে আমরা তোমাকে মিসরীয় গোয়েন্দাদের দফতরে নিয়ে যেতে চাই না। তুমি আমার একমাত্র ভাগনীর স্বামী। ঘনিষ্ঠ আঞ্চীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রত্ত গবেষক।’

আব্বাস কারামে কথা বলতে বলতে আবেগক্ষিপ্ত হয়ে ড. ইলাহীর ডান হাতখানি

স্পর্শ করলেন। ইলাহীর মুখে একটু হাসির রেখা ফুটল। ইলাহী বললেন, ‘আংকল, আমি বুঝতে পেরেছি আপনি এবং মাননীয় রাষ্ট্রদৃত হাশমী আমাদের বিপদমুক্ত করতে কোন পছাই আর অবশিষ্ট রাখেননি। আপনি জানেন লায়লাকে আমি আমার প্রাণের অধিক ভালবাসি। তার জন্য আমি বিনা দ্বিধায় আমার জীবন উৎসর্গ করতে পিছপা হব না। লায়লার উদ্ধারের ব্যাপারে কোন সুরাহা বের করতে পারলে আমাকে যদি মিসর সরকার বা তাদের গোয়েন্দা দফতরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়, আমি প্রস্তুত আংকল কারামে। আপনি মাননীয় রাষ্ট্রদৃতকে একথা জানিয়ে দিয়ে আমাকে আলী মুহম্মদের দফতরে নিয়ে যেতে বলুন।’

‘আলহামদুলিল্লাহ, ড. ইলাহী। তোমার সাহস এবং পত্নীপ্রেমকে আমি সাধুবাদ দিই। আমি ও মাননীয় রাষ্ট্রদৃত তোমার কাছে এটাই আশা করেছিলাম। সাক্ষাত! তাড়াহড়োর কিছু নেই। আজ রাতে যুব গ্রুপটার নেতার সাথে আলাপের সময় তোমার এই আত্মসমর্পণের বিষয়টিও আমি উৎপান করব। দেখি এতে তাদের মতামতটা কী? মিসর সরকারের কূটকৌশল সম্বন্ধে তাদের চেয়ে অভিজ্ঞ আর কেউ নেই। তবে আমার ধারণা বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার এদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া কোন গত্যস্তর দেখি না। তোমার সাথে কোন অস্বাভাবিক আচরণ তারা করবে না। তেমন প্রতিশ্রূতি না পেলে মাননীয় রাষ্ট্রদৃত সারেভারের প্রস্তাবে রাজি হতেন না। এখন চল তোমার বন্ধু চিশতি এবং মিসেস চিশতির সাথে আলাপ করি।’

আক্ষাস কারামে ও ইলাহী আলাপ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।



বাত এগারোটায় লায়লা ঘুমকাতর চোখ দু'টি টেবিলের একখণ্ড প্যাপিরাসের পাতলা চিলতের উপর থেকে সরিয়ে একটা ক্যামেল সিহেট ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে লাইটার থেকে আগুন নিল। একটা ধোঁয়ার আস্তরণ এবং সুগন্ধী তামাকের কড়া মিষ্টি গন্ধ তাকে বেষ্টন করে আছে। টেবিলে ল্যাম্পের আলোয় লায়লার ফর্সা সুন্দর মুখাবয়বে ক্লাস্তির ছাপ সুস্পষ্ট। তার ধনুকের মত বাঁকা ভুরুর নিচে অনিদ্রায় দীর্ঘ রাত্যাপনের কালি লেগেছে। কায়রোর শহরতলি অঞ্চলের এ পাড়াটা গভীর ঘুমে অচেতন। শুধু লায়লার কামরায় বাইরে একটা অন্তর্ধারী লোক টুলের উপর চুপচাপ বসে চুলছে। তার বাঁ পাশের কামরার দরজায় বিশাল তালা ঝুলছে। বাইরের রাস্তায় যান চলাচল অনেক কমে এসেছে। তবুও লায়লার বন্দি নিবাসের গেটের পাশের বক্সে বসে সদা সতর্ক

দারোয়ানটা রাস্তার দিকে তার দৃষ্টি মেলে জেগে আছে। সে যেমন রাস্তার দিকে দৃষ্টি রাখছে তেমনি মাঝেমধ্যে পেছন ফিরে দেখছে উপরতলার একটা নির্দিষ্ট কঙ্কের জনালায় আলো জুলছে কিনা। হ্যাঁ জুলছে। অর্থাৎ বন্দি মেয়েটা রাত জেগে প্রাচীন প্যাপিরাসগুলো সমানে ঘাঁটাঘাঁটি করে চলেছে। মেয়েটার নাকি মগজভরা বিদ্য। শামস আবাদী বলেন, মেয়েটা যা নিয়ে দিনরাত কাগজে আঁকিবুকি কাটছে তা যদি অকস্মাত সে পেয়ে যায় তবে তাল তাল সোনায় নাকি দারোয়ানেরও ভাগ্য ফিরে যাবে। দারোয়ান দেখেছে মেয়েটি মোটেই আলসেমি করে দিন কাটায় না। যখনই ঘুম, বিশ্রাম, নামাজ এবং খাওয়া শেষ হয় অমনি মেয়েটা তার খাতাপত্র নিয়ে বসে যায়। আল্লাহর মালুম কী নিয়ে সে দিনরাত কাগজের ওপর কাটাকাটি করে চলেছে। মেয়েটি যে খুব শরীফ ঘরের কেউ তা দারোয়ান কয়েকদিনের মধ্যেই আন্দাজ করে ফেলেছে। সে নিয়মিত নামাজ আদায় করে এবং কোন বিষয় নিয়েই দারোয়ান বা অন্যান্য পাহারাদারদের সাথে বাধায় না। খাওয়া নিয়ে খিটিমিটি করে না। যা পরিবেশন করা হয় সেটাই সন্তুষ্ট চিন্তে খেয়ে নিয়ে শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলে। কেবল সিঁহেট শেষ হলেই সে দারোয়ানকে ডেকে পাঠায় এবং খুব মিষ্টি কঢ়ে বলে, ‘আমার এক প্যাকেট ক্যামেল লাগবে। এক্সুণি চাই।’ পড়ালেখার পরিশ্রমে সন্তুষ্ট ধূমপানের নেশাটা তাকে একটু আরাম দেয়। দারোয়ান এই সামান্য দাবি পূরণের ব্যাপারে তার মনিব শামস আবাদীর অনুমোদন আগেই পেয়েছে। যখনই মেয়েটা সিঁহেট চায় ঠিক তৎক্ষণাত দারোয়ান তাকে কয়েক প্যাকেট ক্যামেল পাঠিয়ে দেয়। তাকে বেশ কয়েক মাস ধরে এখানে আটকে রাখা হয়েছে বলেই দারোয়ান জানে মেয়েটা অল্পে তুঠ। এর আগে বহু বন্দিকে দারোয়ান পাহারা দিয়েছে। দু’ একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এদের প্রায় সবাই বদমেজাজী। সবাই পালাবার ফন্দিফিকির নিয়েই সারাদিন কাটিয়ে দিত। কেউ কাঁদত। কেউ চিৎকার করে পাহারাদার আর দারোয়ানকে গালাগাল দিতে শুরু করলে বাধ্য হয়ে ঘুমের ওষুধ ইনজেক্ট করে তাদের অবশ করে বিছানায় শুইয়ে দিতে হত। আবাদীর ছুকুম, বন্দিদের ওপর যে দয়ামায়া দেখাবে তাকেই গুলি করে শেষ করে দেয়া হবে। অবশ্য এসব কাজের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি মার্কিন ডলার তারা পাচ্ছে। অন্য আর কী চাই? মানুষগুলোকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শামস কী করে তা জানার কোন দরকার দারোয়ান বা পাহারাদারদের নেই। মেয়াদ শেষ হলে শামস দলবল নিয়ে এসে বন্দিকে অঙ্গন করে হাত-পা বেঁধে জিপে তুলে কোথায় নিয়ে রেখে আসে তা জানার বা জিজেস করার অধিকার এ বাড়ির কারো নেই। এরা শামসের অনুগত ভৃত্য মাত্র।

তবে লায়লা আসার পর শামস বরাবরই এ বাড়ির পাহারায় রত তার দলের লোকদের সতর্ক করে এসেছে। এ বন্দিনীর সাথে যেন কেউ কোন দুর্ব্যবহার না করে। বন্দিনী ঘরের বাইরে যাওয়া ছাড়া আর যা কিছু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে চেয়ে পাঠায় তৎক্ষণাত যেন তা সরবরাহ করা হয়। সে যখন কাজ করে তখন কেউ যেন বারান্দায় হাঁটাহাঁটি কিংবা কোন শব্দ না করে। এর জন্য দরকারী অর্থ ও যানবাহন দারোয়ানকে

দিয়ে দেয়া হয়েছে। মেয়েটি অবশ্য এক প্যাকেট সিগ্রেট ছাড়া অতিরিক্ত এক কাপ কফিও চেয়ে পাঠায় না। প্রথম যেদিন এখানে আনা হয় সেদিন সে একটি নামাজের বিছানা মাত্র চেয়েছিল। তাকে দারোয়ান একটি সাদা চাদর তৎক্ষণাত্মে পাঠিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের বন্দি নিয়ে প্রকৃতপক্ষে দারোয়ানের কোন সমস্যা নেই। ভয় হল, শামস বলেন, মেয়েটা নাকি সাদা হাতীর চেয়েও দার্মা। যে কেউ সুযোগ পেলেই হামলা চালিয়ে তাকে কেড়ে নিয়ে পালাবে।



শামস আবাদীর বন্দিশালার নিচের গেটে পাহারারত দারোয়ান ‘আল্লাহু আকবার’ শব্দে হঠাৎ কাউকে চিন্কার করে উঠতে শুনে গেট বেঞ্চে লাফিয়ে উঠল। কি ব্যাপার বুঝবার জন্য সে দ্রুত বক্স থেকে দৌড়ে বাইরে এসে বুর্বল যে, বন্দিনী মেয়েটির জানালা থেকেই তকবীরের আওয়াজটা তার কানে এসে লেগেছে। এখন রাত একটা। বন্দিনীর জানালায় বাতি জলছে। কিন্তু জানালার পর্দা গলিয়ে ধোঁয়ার একটা হাঙ্কা রেখা বেরিয়ে আসছে কেন? লায়লা ধূমপান করে বটে কিন্তু এত বড় ধোঁয়ার রেখা সিগ্রেট থেকে বেরতে পারে না। দারোয়ান মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। তিন তলার ফ্লোরে পৌছেই তার চোখে পড়ল মেয়েটির কামরার সশন্ত পাহারাদারটা তার স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটা তালাবদ্ধ দরজার দিকে তাক করে রেখে বারান্দায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে। দারোয়ান তার সামনে দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘আরে কি করছ?’

‘ভেতরে বন্দিনী হল্লাচিল্লা করে উঠেছে বলে আমি অ্যালার্ট হয়ে বসেছি।’

বলল পাহারাদার।

‘ঠিক আছে, হাতিয়ার নামাও। আমি দেখছি।’

বলে দারোয়ান তার পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে তালা খুলল। দরজার একটা পাট ধরে ঠেলতেই দেখা গেল লায়লা নামাজের বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ফোপাচ্ছে। তার মাথা কেবলামুখী। অদূরে জানালার কাছে একটা টিনের ছোট ডাস্টবিন থেকে ধোঁয়া বেরচ্ছে। সাধারণত টিনের গোলাকার পাত্রটা বাজে কাগজ ফেলার জন্য বন্দিনীকে দেয়া হয়েছিল। মনে হচ্ছে একটু আগে বন্দিনী কোন কাগজপত্র পুড়িয়েছে। দারোয়ান বুঝতে পারল না একটু আগে এখান থেকে লায়লা ‘আল্লাহু আকবার’ বলে কেন তকবীর হেঁকে উঠেছিল? তাছাড়া কী সব কাগজপত্র সে পুড়িয়ে

দিয়েছে? এখন সিজদায় পড়ে কাঁদছেই বা কেন? সে কি প্যাপিরাসগুলো থেকে ফায়দা ওঠাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য হারিয়ে এসব করছে?

দারোয়ান জানে এখানে অনেক বন্দি জীবন সহিতে না পেরে হতাশ হয়ে এমন কি আত্মহত্যার চেষ্টাও অতীতে করেছে। মেয়েটি যে ঐ প্রকৃতির কেউ নয় দারোয়ান প্রথম দিন থেকেই জেনে এসেছে। এখন তাকে উপুড় হয়ে থাকতে দেখে তার মায়া হল। সে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলে লায়লাও সিজদা থেকে মাথা তুলল।

‘আমি তো কাউকে ডাকিনি?’

‘একটু আগে এখান থেকে তুমি চিৎকার করে তকবীর হেঁকেছ। তুমি তো জান এ বাড়ি থেকে উচ্চকগ্নে কথা বলাও নিষেধ। তাছাড়া তুমি কাগজপত্র পুড়িয়েছ কেন? কি কাগজ পুড়িয়েছ?’

‘অদরকারী বাজে কাগজ।’

‘প্যাপিরাসগুলো কোথায়?’

‘ঐ তো টেবিলে। ভয় নেই আমি প্যাপিরাসগুলো পোড়াব না। কারণ প্যাপিরাসগুলো আমারই আবিক্ষার।’

জায়নামাজ গোটাতে গোটাতে জবাব দিল লায়লা।

‘তাহলে হঠাতে এমন তকবীর করে ওঠার কারণ কি? আগে তো কখনো তোমাকে এমন করতে দেখিনি?’

‘এ কথার জবাব দেবার আগে তুমি আমার দু’ একটি কথার জবাব দাও। তুমি কি মুসলমান?’

লায়লার এই আকস্মিক প্রশ্নে দারোয়ান হকচকিয়ে গেল। ওদিকে রাইফেল তাক করে থাকা পাহারাদারটিও কোন কিছু বুঝতে না পেরে ঘরের ভেতর দারোয়ানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

‘আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? বল তোমাদের দু’জনকে কি কোন আরব মুসলিম নারীগর্ভে ধারণ করেছিল?’

বেশি একটু উন্নেজিত কষ্টস্বর লায়লার। লোক দু’টি কতক্ষণ হতভম্বের মত পরস্পরকে দেখল। এবার দারোয়ানটা একপা সামনে এগিয়ে এসে বলল, তোমার এসব প্রশ্নের মানে কি মেয়ে? আলবৎ আমি একজন মুসলমান এবং আমার পিতামাতা আরব।’

‘তোমার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস কর, সেও তোমার মত কিনা?’

লায়লা পাহারাদারটির দিকে ইঙ্গিত করায় পাহারাদারও জবাব দিল, ‘আমিও মুসলমান। আমার বাপ-মাও ইজিপশিয়ান। কিন্তু তোমার এসব জিজ্ঞাসার মানে কি? যতই চালাকি করো আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না। চুপচাপ ঘরে বসে কাজ করে যাও। বেশি ত্যাদরামি করলে কাল সকালে মি. আবাদীকে আমি রিপোর্ট করে দেব যে তুমি গোলমাল করতে চাও।’

ଲାୟଲା ହାସଲ, ‘ଯାକ, ଆମାର ଜାନା ହେଁ ଗେଲ ଯେ ତୋମରା କେଉଁ ଇହୁଦି ବା କ୍ରିଶ୍ଚାନ  
ନାହିଁ । ଦୁ’ଜନଇ ମୁସଲମାନ, ଦୁ’ଜନଇ ଆରବ । ଆମିଓ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆମିଓ  
ଏକଜନ ଆରବ ନାହିଁ । ଆମି ବିବାହିତା । ଆମାର ସ୍ଵାମୀଓ ଏକଜନ ପରହେଜଗାର  
ମୁସଲମାନ । ତବେ ଆମାର ସ୍ଵାମୀ ଆରବ ନନ ।’

‘ଏସବ କଥା ଶୁଣିଯେ କୋନ ଲାଭ ହବେ ନା ମେଯେ ।’

ଲାୟଲାର ମୁଖେର କଥା କେଡ଼େ ନିଯେ ଜବାବ ଦିଲ ଦାରୋଯାନ ।

‘ଲାଭ ହୋକ ବା ନା ହୋକ ଆମାର କଥା ଅନ୍ତତ ତୋମାଦେର ଶୁଣତେ ହବେ । ଅନ୍ତତ  
ଆମାର କଥାଯ ତୋମରା ବୁଝିତେ ପାରିବେ ତୋମରା ଇସଲାମ ଓ ଆରବ ସ୍ଵାର୍ଥ କିଭାବେ  
ଇହୁଦିବାଦ ଏବଂ ଇସରାଯେଲ ରାଷ୍ଟ୍ରେର କାହେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବିକିଯେ ଦିଚ୍ଛ । ତୋମରା  
ଯାଦେର ଚାକରି କରଇ ତାରା ମୂଳତ ଇହୁଦିଦେର ଦାସ ମାତ୍ର । ‘ଡେଜାର୍ଟ ରେଟ୍ସ’ ଏର ଅତି  
ସାମାନ୍ୟ ବେତନେର କର୍ମଚାରୀ ତୋମରା, ଯାରା ଆରବ ଜତିକେ ବିନାଶେର ଜନ୍ୟ କୋଟି କୋଟି  
ଡଲାରେର ଇହୁଦି ସହାୟତା ନିଯେ ମିସରସହ ଆଶପାଶେର ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଲୋତେ ବାଁପିଯେ  
ପଡ଼େଛେ । ଆରବ ଜାତିର ମାନ-ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଲୁଘ୍�ତନେର ଜନ୍ୟ ରେଟ୍ସ ଦସ୍ୟରା ଏମନ  
କୋନ ପାପ କାଜ ନେଇ ଯା କରିତେ ସାମାନ୍ୟ ଇତ୍ତନ୍ତ କରଇଛେ । ଆର ଆରବ ମୁସଲମନଦେର  
ସନ୍ତାନ ହେଁ, ଖାନିକଟା ଜେନେ ଏବଂ ଖାନିକଟା ଅଞ୍ଜତାର ଜନ୍ୟ ତୋମରା ଏଦେଶେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ  
ସନ୍ତାନଦେର ପିଡ଼ନ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରଇ । ଜାନ ନା ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥେର ବିନିମୟେ ଯାରା ତୋମାଦେର  
ଦିଯେ ଏସବ କରାଇଛେ ତାରା କାରା? କି ଚାଯ ତାରା? ଯଦି ତୋମରା ଆମାର କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ  
କରୋ ତବୁଓ ଆମାର କଥା ଶୋନାର ଧୈର୍ଯ୍ୟଟୁକୁ ଦେଖିଯେ ଏଖାନେ ଆମାର ସୋଫାଯ ଏକଟୁ ବସ ।  
ଆମାର କଥା ଶୋନାର ପର ଯଦି ତୋମାଦେର ଧାରଣା ହେଁ ଯେ, ଆମି ତୋମାଦେର ସାଥେ ଚାଲାକି  
କରେ ତୋମାଦେର ବିପଦେ ଫେଲିତେ ଚାଇଛି ତବେ ତୋମରା ତୋ ଆର ନିରନ୍ତ୍ର ନାହିଁ । ଯେ କୋନୋ  
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଲି କରେ ମେରେ ଫେଲିତେ ପାରିବେ ।’

ଲାୟଲା ଏକଟୁ ଦମ ନିଲେ ଦାରୋଯାନ ଓ ପାହାରାଦାର ପରସ୍ପରେର ମୁଖ ଚାଓୟାଚାଓୟି  
କରେ ସୋଫାଯ ଗିଯେ ବସଲ । ଲାୟଲାଓ ଏହି ଫାଁକେ ତାର କାଜ କରାର ରିଭଲବିଂ ଚେଯାରଟାଯ  
ବସେ ଚେଯାରଟା ସ୍ଥରିଯେ ଲୋକ ଦୁ’ଟିର ମୁଖୋମୁଖି ହଲ । ପାହାରାଦାର ଏକଟୁ ଭ୍ୟାବାଚେକା ଖେଯେ  
ତାକିଯେ ଆହେ । ସେ ହଠାତ୍ ସନ୍ଦେହାକ୍ରାନ୍ତ ଗଲାଯ ବଲଲ, ‘ଦ୍ୟାଖୋ ଲେବାନିଜ ମେଯେ, ଆମରା  
ଛାପୋଷା ମାନୁଷ । ତୋମାର ବ୍ୟାପାରେ ଏକଟୁ ହେରଫେର ହଲେ ମି । ଆବାଦୀ ଆମାଦେର ସାଥେ  
ସାଥେଇ ଗୁଲି କରେ ମେରେ ଫେଲିବେ । ଆମରା ଉଭୟଙ୍କେ ତାର ନିମକ ଥାଇ । ଏମନ କଥା ବଲ  
ନା ଯାତେ ନେମେକହାରିମିର ଲାଲଚ ଥାକେ । ତୋମାର କଥାଯ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଆମାର ବୁକ  
କାପିଛେ । ଆମରା ଖୁବ ପାଘାଗ ମାନୁଷ । ଦୟାମାଯାର କାରବାର ଆମରା କରି ନା । ଆବାଦୀର  
ହକୁମ ବିନାବାକ୍ୟେ ତାମିଲ କରାଇ ଆମାଦେର କାଜ । ତୋମାର ଆଗେ ବହୁ ବନ୍ଦିକେଇ ଆମରା  
ଦୁରମୁଖ କରେଛି । ଫଳେ ଆମାଦେର ହାତେଇ ଅନେକେର ମୃତ୍ୟୁ ହେଁଥେବେ । ତୋମାର ସାଥେ ଠିକ  
ଜାନି ନା କେନ ମି । ଆବାଦୀ ଭାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ହକୁମ ଦିଯେ ଗେଛେନ । ଆମରା ତୋମାର  
କଥା ଶୁଣତେ ଆଗ୍ରହୀ ନାହିଁ । ତବୁଓ ତୋମାର ସାଥେ ଭାଲ ବ୍ୟବହାରେର ସ୍ଵାର୍ଥେଇ ତୋମାର  
ଅନୁରୋଧେ ଏଖାନେ ଏକଟୁ ବସଛି । ମେଲା ବକବକ କରେ ଆମାଦେର ଭୋଲାତେ ଚେତ ନା ।’

লোকটার কথার ধরনে লায়লার এ অবস্থাতেও একটু হাসি পেল। সে প্যাকেট থেকে একটা সিগ্রেট বের করে ধরাল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ‘তোমরা তো দাবি কর তোমরা মুসলিম। তোমরা কি জান এই দুনিয়ায় মুসলমানদের প্রধান শক্তি কে?’

কতক্ষণ কেউ কোনো জবাব দিল না, কেবল পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি। শেষে দারোয়ানটা মুখ তুলে বলল, ‘একথা তো প্রত্যেক মুসলমানেরই জানা। রসুলুল্লাহর (সা.) সময় থেকেই ইছাদিরা আমাদের সাথে বৈরিতা করে এসেছে। এখনও তারাই মুসলমানদের ধর্ষণ করতে চায়।’

‘ঠিক বলেছে। আচ্ছা ব্রাদার, তোমরা কি জান আমাকে যারা এখানে তুলে এনে বন্দি করে রেখেছে তারা কারা এবং কেন বন্দি করে রেখেছে?’

পাহারাদারটা সহসা বলে ফেলল, ‘থাক, ওসব আমরা জানতে চাই না। আমাদের বস সেটা ভালই জানেন। তিনি এলে তাকেই বরং জিঙ্গেস করো। আমি উঠলাম।’

পাহারাদার সোফা থেকে রাইফেলসহ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে দারোয়ান তাকে আবার হাত ধরে বসিয়ে দিল।

‘জানতে দোষ কি? আমরা তো আর এই মেয়েটির কথায় গলে যাচ্ছি না বা তাকে ছেড়ে দিচ্ছি না। শুনি না কি এই মেয়েটি বলতে চায়?’

দারোয়ানের কথায় দারণ অনিচ্ছায় যেন পাহারাদার লায়লার দিকে মুখ করে বসে থাকল।

লায়লা আবার শুরু করল, ‘আমি কায়রো মিউজিয়ামের একজন কর্মচারী। আমার কাজ ফেরাউনদের আমলের লেখা প্রাচীন প্যাপিরাস, পাথরের ওপর লেখা বইপত্র, মূর্তির ছবির গায়ে আঁকা চিহ্ন ও সংকেত পাঠ করে তা মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষকে জানানো। আমার স্বামীর নাম ড. ইলাহী। তিনিও কায়রো মিউজিয়ামে পুরাতত্ত্বের একজন বিশেষজ্ঞ। দেশবিদেশে তার বইপত্র ও গবেষণায় পাওয়া বিষয়বস্তুর খুব কদর আছে। তিনি অবশ্য আমাদের মত আরব নন। তবে খুব দুমানদার মুসলমান। আমরা পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করেছি। বাংলাদেশের মানুষ হলেও আমার স্বামী সারা জীবন পাশ্চাত্যে পড়াশোনা ও শিক্ষকতা করে কাটিয়েছেন। আমাদের ছোট সংসার। ছেলেমেয়ে নেই। অল্পদিন মাত্র আমরা বিয়ে করেছি। মূলত আমরা গরিব এবং তোমাদের মতই ছাপোষা জীবন। সারাদিন ফেরাউনদের আমলের কাগজপত্র অর্থাৎ লেখাপড়ার বাকল এবং ঘটিবাটি, গয়নাপত্র ইত্যাদি ঘেঁটে আর গবেষণা করে আমাদের জীবন কাটছিল। এ জীবন খুব পরিশ্রমের জীবন এবং খুব গৌরবের জীবনও। কারণ এ কাজে আমি আর আমার স্বামী খুব মজা পাই। আমাদের হাজার হাজার বছর আগের কত মানুষের মুখ ও কীর্তিকাণ্ড আমরা দেখতে পাই। তাদের কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং উত্থান-পতনের কাহিনী আমাদের চোখের সামনে ভাসে। যা জানতে পারলে এ যুগের অনেক ঐতিহাসিক সমস্যার সুরাহা হয়। এ

ধরনের একটা কাজ অর্থাৎ চাকরিতে খাটতে পেরে আমরা তোমাদের সরকারের খুবই অনুগত এবং মিসরের সর্বাঙ্গীন মন্দলকামী। এখন আমি তোমাদের কাছে এমন একটা গোপন বিষয় বলব যা জানা থাকলে তোমরা বুবাতে পারবে তোমরা যাদের গোলামি করছ তারা কারা এবং কেন তারা আমাকে এখানে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আটকে রেখেছে।

লায়লার কথার জবাবে দারোয়ান বলল, ‘দ্যাখো মেয়ে, তোমার কথা আমরা শুনব। তবে আল্লাহর দোহাই আমাদের কাছে তুমি কোনো অনুকম্পা আশা করো না। আমরা তোমার প্রতি যেটুকু সহানুভূতি দেখিয়ে এসেছি তা কেবল আমাদের ওপরওয়ালার হৃকুমের কারণেই। মি. শামস আবাদীর মত কড়া লোকও তোমার প্রতি ভাল ব্যবহারের কথা বলেছেন বলেই আমরা এতদিন তোমার সব আবদার রক্ষা করে এসেছি। এমনকি এখন এই গভীর রাতেও আমরা যে তোমার কথা শুনতে সম্মত হয়েছি তা কেবল আমাদের বসের সেই হৃকুমের বদৌলতেই। রাত অনেক হয়েছে। বাইরে গেটে কেউ নেই। তোমার যা বলার তুমি তা তড়িঘড়ি বলে ফেল।

লায়লাকে মনে হল কিছু একটা গুরুতর বিষয় বলার জন্য তৈরি ছিল। তাকে বেশ উত্তেজিত এবং অধৈর্য বলে মনে হচ্ছিল। সে আবার একটা ক্যামেল সিপ্রেট প্যাকেট থেকে তুলে নিয়ে ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রুমাল দিয়ে মুখটি মুছে নিয়ে বলল, ‘আমার আসল বক্তব্য বলার আগে আমি তোমাদের একটা সুখবর শুনিয়ে দিই। পরে আমার বক্তব্য শুনে তোমাদের যেন স্পষ্ট ধারণা থাকে প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মত দরিদ্র খেটে খাওয়া আরব মুসলমানদের দিয়ে এদেশেরই কয়েকটি নরপিশাচ আরবদের মাটি ও মানুষের কী মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছে।’

‘ভণিতা না করে তোমার আসল কথাটাই বলে ফেল। সারারাত ভণিতা শোনার ধৈর্য আমার নেই। যা বলবে চটপট বল।’

বাজখাই গলায় পাহারাদার তার অস্পতি প্রকাশ করল।

লায়লা বলল, ‘যে কারণে তোমাদের বস্রা আমাকে এখানে আটকে রেখেছে সে তথ্য আমি একটু আগে সন্তুষ্ট আবিষ্কার করে ফেলেছি। তবে তথ্যটা অর্থাৎ আমার পাঠোদ্ধার সংকেত এবং স্থানটার দূরত্বের অংকগুলো নির্ভুল কিনা তা আমি এখনও জানি না। তবে পাঠোদ্ধারে আমার কোন ভুল নেই। এখন বলতে পারি শাহজাদী জুলফিয়ার পিরামিডটা কোথায় আছে তা বের করা আমার জন্যে আর কঠিন কাজ হবে না।’

লায়লার কথায় দারোয়ান ও পাহারাদার উভয়েই একসাথে ‘মারহাবা’ বলে ছিঁকার করে উঠল। দারোয়ান বলল, ‘তোমার কামিয়াবীর জন্য মি. আবাদী কি অধীর অপেক্ষায় আছেন তা তো আমার অজানা নয়। সুখবরটা পেলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ইনাম দেবেন। এমন কি ছেড়েও দিতে পারেন। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন তুমি এমন একটা পিরামিডের খবর জান যা নাকি একটা আস্ত সোনার পাহাড়। সেটা কোথায় আছে, ঠিক কোন জায়গাটায়, সেটা কেউ নাকি এখন পর্যন্ত

জানে না। কেবল ঐ প্যাপিরাসগুলোতেই নাকি সে ঠিকানাটা লুকিয়ে আছে। আর তা পড়ার ক্ষমতা নাকি দুনিয়াতে একমাত্র তোমারই আছে। তুমি তা যেদিন আমাদের বস্ত আবাদীকে জানাবে সেদিন থেকেই নাকি আমাদের সবার অর্থাৎ যারা মি. আবাদীর হৃকুম এতদিন তামিল করে এসেছিল তাদের ভাগ্য ফিরে যাবে। তিনি আমাদের ফেরাউনের সোনাদানার অংশ দেবেন বলে প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন। বলেছেন, আমরা হব একদিন এ শহরের বড় আদমী। আমি এখনই মি. আবাদীকে গেটে গিয়ে টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি পিরামিডটা কোথায় আছে তা জেনে গেছ। সোবাহান আল্লাহ, তুমি একটা আশ্চর্য মেয়ে বটে।'

‘দাঁড়াও দোষ্ট হাসান।’

লায়লা এই প্রথম দারোয়ানের নাম উচ্চারণ করল। সে শুনেছে শামস আবাদী দারোয়ানকে এ নামেই মাঝেমধ্যে সম্মোহন করে থাকে।

‘আমি যে তথ্য আবিষ্কার করেছি তা প্রাণ থাকতে দেশ, জাতি ও ধর্মের শক্তি ইহুদী দস্য ও ইজরায়েলের এদেশীয় দালালদের হাতে তুলে দেব না। এতে আমার এবং আমার স্বামীর ওপর যে বিপদ নেমে এসেছে তার চেয়ে মারাত্মক বিপদ অপেক্ষা করছে আরব জাতির অস্তিত্ব ও ইসলামের জন্য। আমি আগেই বলেছি, আমার সমস্ত বিবরণ তোমাদের শুনতে হবে। এটা তোমাদের বসের বিরাঙ্গে তোমাদের বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপার নয়। কারোরই নিজের অনুদাতার সাথে বেঙ্গমানী করা উচিত নয়। আরবরা তা সহজে করতে পারে না। তা আমি জানি। তার আগে জানতে হবে আমি যার নিমক খাচি সে নিজে নিমকহালাল কিন। সে কে?’

‘আমি আমার সদ্য খুঁজে পাওয়া সংকেত ও দূরত্ব নির্ধারক চিহ্নগুলোর আরবি অনুবাদ একটু আগে পুড়িয়ে ফেলেছি। এই আবিষ্কারের কথা তোমাদের বস্ত শামস আবাদী জানতে পারলে ছলেবলে কৌশলে তা কেড়ে নেবে এবং তৎক্ষণাৎ মুক্তির বদলে আমাকে খুন করে তাদের কার্যোদ্ধারের জন্য মরহুমিতে ছড়িয়ে পড়বে। সোনা, সম্পদ এবং ঐতিহাসিক তথ্য তখন আর আরব জাতির আয়ত্তে থাকবে না। ঐসবের মালিক হবে ইজরায়েল। যারা মিসরীয় মিউজিয়ামের গৌরব নষ্টের জন্য তেলআবিবে একটা নতুন মিউজিয়াম খুলেছে এবং তাদের সেই মিউজিয়ামে ফেরাউনের পিরিয়ডের একটা বৃহদাকার সেকশন খোলার তাদের পূর্ব পরিকল্পনাকে অনায়াসে বাস্তবায়ন করতে চায়। পরিণামে মিসরের পুরাতত্ত্ব রক্ষণাগারের যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে তা দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেমে যাবে।’

‘আমি তোমাদের ঘত ইজিপশিয়ান নাগরিক নই। আমি একজন লেবানিজ গবেষক। তবে আমি ও আরব এবং ইসলাম আমার ধর্ম। আমি মিসর সরকারের চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী। এদেশের নিমক ও অন্য প্রতিপালিত। আমি যদি বেঙ্গমানীর পথ বেছে নিই তবে আমার আবিষ্কৃত তথ্য আমি ইহুদিদের এজেন্ট শামসকে তুলে দেবার শর্তে বাঁচার জন্য দর কষাকষি করতে পারি। যেদিন প্যাপিরাসগুলো ঢাঁটতে ঢাঁটতে

আমি প্রিসেস জুলফিয়ার পিরামিডের কথা জানতে পারি আমি তা তোমাদের সরকারকে জানাবার উদ্দেশ্যে আমার কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমার রিপোর্ট দাখিলের চরিশ ঘন্টার মধ্যে ইন্ডিদের এজেন্ট আরব জগতের সমস্ত অন্যায় অপরাধের হোতা ডেজার্ট রেটসের দস্যুদল আমাকে অপহরণ এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে বন্দি করে রেখেছে। তারা আমাকে কোটি ডলারের লোভ দেখাচ্ছে তাদের হয়ে কাজ করতে। আর তাদের সদস্য হওয়ার প্রমাণস্বরূপ তারা আমার কাছে দাবি করেছে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পরবর্তী আমলে পিরামিডটা মেমফিসের ধর্মসাবশেষের ঠিক কোন জায়গায় অবস্থিত ছিল তা প্যাপিরাসগুলোর সাংকেতিক অংক থেকে পাঠোদ্ধার করে দিতে।

ভাই হাসান, আল্লাহর অসীম মেহেরবানিতে আমি সেই সাংকেতিক অংকগুলোর মর্ম উদ্ধারে সক্ষম হয়েছি। তবে এর আরবি অনুলিপি আমার কাছ থেকে জবরদস্তি কেড়ে নেয়ার ভয়ে আমি তা একটু আগে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছি। সেই কাগজ পোড়ানোর ধোঁয়া দেখেই তুমি আমার কাছে এসেছ। আমি বুঝতে পারছি শামস এ খবর পেলে এক্ষুণি এখানে ছুটে আসবে এবং আমাকে পীড়ন করে পুনরায় অংকগুলো করিয়ে নিতে চাইবে। কিন্তু একটু আগে দু'রাকাত নফল পড়ে আমি আমার করণাময় প্রভুর কাছে শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করেছি যাতে শত নির্যাতনের মুখেও আল্লাহ আমাকে দৃঢ় রাখেন। যেন আমি দেশ ও জাতির শক্তিদের কাছে নব আবিষ্কৃত তথ্য ও মানচিত্র তুলে না দিই।

আমি তোমাদের কাছে কোন করণা ভিক্ষা করব না। আমি শুধু তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি তোমরা যাদের পক্ষে কাজ কর, সম্ভবত তোমরা জানোই না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ইজরায়েল নামক মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব জাতির অস্তিত্ব বিনাশের দীর্ঘমেয়ানী পরিকল্পনাকারী একটি সমরবাদী রাষ্ট্রের বেতনভূক্ত কর্মচারী যাত্র। জানোই না যে নিজেরাই নিজেদের জাতির সর্বনাশ সাধন করছ। যাহোক, আমার কর্তব্য ও বক্তব্য শেষ। এখন তোমরা আসতে পার। আল্লাহ তোমাদের সুরুদ্বি দিন।'

লায়লার কথা শেষ হলে পাথরের মূর্তির মত দারোয়ান হাসান এবং পাহারাদার দু'জনই লায়লার মুখের ওপর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। একটু আগেও পাহারাদারটি যে রকম অস্তিত্ব প্রকাশ করছিল এখন সে ভাবটা যেন মন্তবলে অস্তর্হিত হয়েছে। সে তার রাইফেলটা পাশে নামিয়ে রেখে লায়লার সামনে সিঁহেটি ধরাবার অনুমতি চাইল।

'গোস্তাখি মাফ, একটা সিঁহেটি খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে ম্যাডাম, ধরাব?'

'আলবৎ।'

পাহারাদার তার নিজের পকেট থেকে সিঁহেটের প্যাকেট বের করবার আগেই লায়লা তার ক্যামেলের প্যাকেটটা এদের দিকে এগিয়ে দিল। তারা উভয়েই হাত বাড়িয়ে সিঁহেট নিল।



রাত তিনটা বাজার অঞ্চল কিছুক্ষণ আগে আবাস কারামে, ইলাহী, চিশতি ও জাহুরা তাদের বাড়ির গেটে এসে চুপচাপ একটা অঙ্ককার ছায়ার মধ্যে দাঁড়াল। এদের পেছনে পেছনে আরও তিন জন যুবকও বেরিয়ে এসে তাদের কাছে পৌছলে এদের মধ্য থেকে একজন অন্য দু'জনকে উদ্দেশ করে হৃকুম করল, ‘আমি অতিথিদের নিয়ে অঞ্চল পরেই গেট থেকে বেরহোৱা। তোমরা এগিয়ে গিয়ে ব্ল্যাক লেগন পর্যন্ত রাস্তাটা পরখ করে নাও। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই গুলি চালাবে। তোমাদের আর এখানে ফিরে আসার দরকার নেই। রাস্তা নিরাপদ থাকলে সোজা গিয়ে হোটেলে চুকে মুসা শাহেদী ও মজলিশকে জানাবে যে, একজন মহিলাসহ আবাস কারামের তিনজন লোক ভেতরে ঘাচ্ছে। বৈঠকের সময় মাত্র বিশ মিনিট। এর মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা শেষ করতে হবে। আংকল কারামের সঙ্গীরা সকলেই সশন্ত। অন্য সতর্কতার কোনো প্রয়োজন নেই।’

লোকটির কথায় তার সঙ্গীরা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে গেটের বাইরে বেরিয়ে গেল। এদের চলার ধরনটি কেমন যেন সৈনিকদের মত। কেমন যেন সমান তালে পা ফেলে তারা রাস্তার মাঝামাঝি গিয়ে অঙ্ককারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবাস কারামে একটা সিঁগেট জ্বালাবার অনুমতি চাইতে গেলে দলের নিরাপত্তা রক্ষী লোকটা বলল, ‘সর্বনাশ আংকল, এ কাজ আমাদের চলাচলের সময় একদম নিষিদ্ধ। আপনি বোধহয় জানেন না, মিসরীয় গোয়েন্দা সংস্থার অদৃশ্য ঘাতকরা আমাদের ছায়াটা পর্যন্ত অনুসরণের জন্যে পেশাদার হত্যাকারী লাগিয়ে রেখেছে। যদি তাদের কেউ আশপাশেই থাকে তবে আমাদের পুরো দলটাই গুলির তোড়ে ভেসে যাবে। একটু অপেক্ষা করুন। একটু পরেই আমরা যথাস্থানে গিয়ে পৌছব। তখন যত খুশী আপনি ধূমপান করতে পারবেন।’

কিছুক্ষণ গেটের আবছা অঙ্ককারে আবাস কারামের দলটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রাইল। মিনিট দশেক পর মুসা শাহেদীর প্রেরিত গাইড লোকটি জাহুরার দিকে ফিরে বলল, ‘আল্লাহর নাম নিয়ে আপনি গেটের বাইরে যান। আমরা আপনাকে অনুসরণ করে একটু পরেই একজন একজন করে রাস্তায় নামব। খুব সাবধান। পকেটে আপনার যে ছোটো হাতিয়ার দেয়া হয়েছে জিনিসটার ওপর হাত রেখে এগোবেন। পথে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে এক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াবেন না। এগিয়ে এসে পথ রোখ করতে চাইলে সোজাসুজি গুলি চালিয়ে দেবেন। তেমন অবস্থায় দৌড়ে মোড়টা পার

হয়ে গিয়ে আচমকা হোটেলে চুকে পড়বেন। ভয়ের কিছু নেই। আমরাও পেছনে আসছি। দল বেঁধে এগোতে গেলেই চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। তবে আপনি একা বেঁরলে ভাববে এ পাড়ারই কেউ এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যাচ্ছে। যান পা বাড়ান।'

লোকটার আদেশ পেয়ে জাহরা আর মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করে মাথায় বাঁধা ক্ষাফটা টেনে কপালের ওপর দিকটা আরেকটু ঢাকা দিয়ে প্যান্টের পকেটে রাখা পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে 'বিসমিল্লাহ' বলে পথে নামল। দ্রুত পায়ে জাহরা চলে যাচ্ছে দেখে ইলাহী পাশে দাঁড়ানো চিশতির হাতের ওপর চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তোর স্ত্রীর সাহস আছে। দারুণ মেয়ে! লায়লার জন্য তোদের এই বিপদের মধ্যে আনার ঝণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না রে চিশতি?'

'থাম তো তুই। চুপ করে থাক।'

ইলাহীকে ধর্মক দিয়ে থামিয়ে দিলেন চিশতি। বললেন, 'আমাদের মেয়েরা চিরকালই সাহসী। শুধু সুযোগের অভাবে তারা তাদের বীরত্ব প্রমাণ করতে পারে না। দেখবি এই অপারেশনে তোর স্ত্রীর উদ্ধারে জাহরা কতটা কাজে লাগে। আমরা সব সময় ভাবি, মেয়েরা কিছু পারে না। আসলে যুদ্ধে সংঘর্ষে সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের একটা স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। যেটা আবার পুরুষরা পারে না।'

'আর কথা নয়, মার্চ।'

বলেই নিরাপত্তা রক্ষী হাঁটতে শুরু করল।

আরোস কারামে জিজেস করলেন, 'এক সাথে যাব?'

'হ্যা, এ মুহূর্তে আর এক এক করে যাওয়ার দরকার নেই। বেরিয়ে আসুন।'

রক্ষীর কথায় সবাই একসাথে রাস্তায় এসে উঠল। কয়েক মিনিটের মধ্যে দলটা মোড়ে এসে দেখল জনশূন্য পথঘাট। একটা মানুষ বা গাড়িরও চলাফেরা নেই। কেবল দূরে ঝ্যাক লেগুনের নিয়ন সাইনটা ভুলছে। জাহরাকেও দেখা গেল না। সন্তুষ্ট এতক্ষণে সে গন্তব্যে পৌছে গিয়ে থাকবে। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলেই রেস্টে রাঁঁর গেটে এসে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ালে রক্ষী দুয়ারে ধাক্কা দিল। দরজা খুলতেই দেখা গেল একটু আগে বেরিয়ে আসা গার্ড দু'জন পিস্তল উঁচিয়ে আছে। তাদের একজন বলল, 'তেতরে আসুন।'

একে একে সবাই রেস্টেরাঁর ভেতরে প্রবেশ করলে আরোস কারামে জিজেস করলেন, 'আমাদের আগে একজন মহিলা এসেছেন। তিনি কোথায়?'

গার্ডদের একজন জবাব দিল, 'তিনি যথাস্থানে বসে কফি খাচ্ছেন। আর দেরি নয়, মজলিশ শুরু হয়ে গেছে। আপনারা আমার পেছনে আসুন। পরিস্থিতি শুভ নয়। আমাদের দলের মুভমেন্ট সম্বন্ধে এখানকার গোয়েন্দাদের একটু সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যদ্বা দেড়েক আগে নাকি একদল পুলিশ এসে রেস্টেরাঁয় কফি খেয়ে গেছে। সাধারণত এখানে এমন অসময়ে আগে কোনোদিন পুলিশ ঢোকেনি। যদিও তারা কেবল কফি খেয়েই উঠে গেছে, কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। তবুও মুসা শাহেদী

সবাইকে সতর্ক পদক্ষেপে চলাফেরা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন চলুন, সকলেই মেহমানদের অপেক্ষায় আছেন।

বলেই গার্ড তার পেছনে যেতে ইঙ্গিত করল। আবাস কারামে সবাইকে নিয়ে রেন্টেরার শেষ প্রান্তে একটা বড় টেবিলের কাছে এসে থামলেন। গার্ড টেবিলের ওপর জোরে তিনটি মুঠাঘাত করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মুহূর্তমাত্র টেবিলটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে যেতে লাগল। সবাই বিশ্বিত চোখে ঘটনাটা দেখছে। টেবিলের গোল ছাদটা মেঝের সমতল হতেই গার্ড সবাইকে সেখানে পা রেখে সাবধানে পরস্পর জড়াজড়ি করে উঠে দাঁড়াতে বলল। সবাই তার নির্দেশমত উঠে দাঁড়াতেই টেবিলটা সবাইকে নিয়ে কয়েক হাত নিচে নেমে গেলে দেখা গেল উজ্জ্বল আলোর মধ্যে একটা সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। দলটি একে একে সিঁড়িতে উঠে এলে টেবিলটাও সোজা উপরে চলে গিয়ে ছাদটা সমতল হয়ে গেল। মনে হয় টেবিলটার ওপর-নিচ উভয় অংশেই গোলাকার ছাদ লাগানো আছে।

গার্ডের নির্দেশে সবাই সিঁড়ি বেয়ে একটি সুসজ্জিত কামরার মেঝেতে অবস্থণ করে দেখল কয়েকজন লোক একটা কনফারেন্স টেবিলে বসে কফি খাচ্ছেন। সেখানে মিসেস চিশতিও একটা কাপে চুমুক দিতে দিতে মধ্যবয়স্ক একজনের সঙ্গে কথা বলছে। ভদ্রলোকের মুখে কাঁচাপাকা সুন্দর দাঢ়ি। মাথায় কালচে সবুজ রংয়ের পাগড়ি। চেহারা খুবই ফর্সা ও চিরুক দৃঢ়চেতা, সৌম্য এবং চোখ দু'টি বুদ্ধিদীপ্ত। আবাস কারামে এগিয়ে গিয়ে তাদের সালাম জানালে তিনি উঠে তার সাথে কোলাকুলি করে অতিথিদের বসার অনুরোধ জানালেন। তার ইংরেজিতে কথা বলার ভঙ্গিটা খুবই আকর্ষণীয়। একটু আরবি টানে তিনি ইংরেজিতে সবাইকে এখানে নিরাপদে পৌছার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে আবাস কারামেকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘আপনাকে মোবারকবাদ, ব্রাদার কারামে। আর আপনার সঙ্গীদেরও আমার পক্ষ থেকে মোবারকবাদ। আমাদের হাতে সময় খুবই কম। আমারে পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি আমরা আপনাকে দিয়েছি তা পালন করতে আমরা সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছি। আমরা জানতে পেরেছি এককালের ঈসলামী আন্দোলনের তরঙ্গী সদস্য লায়লা, যার বর্তমান নাম লায়লা ইলাহী, তার কর্তব্যপরায়ণ ইমানদার স্বামী ড. ইলাহীকে আপনারা মিসর সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে দিতে সম্মত হয়েছেন। এ ধরনের কাজে আমাদের সমর্থন নেই। এতে লায়লার উদ্ধারে প্রকৃতপক্ষে কোনো সাহায্যই হবে না। ওই বিভাগে শক্তপক্ষের বহু গুণ্ঠের লুকিয়ে আছে বলে আমাদের কাছে তথ্য আছে। মাঝখান থেকে ড. ইলাহীর চলাফেরার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য ভেঙ্গে যাবে। বরং আপনার সম্মতি থাকলে এখন থেকে মিসরে সদ্য আগত ড. ইলাহী ও তার বন্ধুস্থানীয় সবাইকে আমরা আমাদের আতিথ্য ও নিরাপত্তার মধ্যে রাখতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার দৃতাবাস এবং সরকারের কোনো কূটনৈতিক

বাধ্যবাধকতা থাকলে আপনি নিরপেক্ষ থাকার ভাব করতে পারেন। আমরা আপনাদের মাননীয় রাষ্ট্রদুতের অপ্রত্যক্ষ সাহায্য চাই। প্রত্যক্ষ সাহায্যের দরকার এ মুহূর্তে নেই। আরও একটি তথ্য আপনি এবং আপনার আঙ্গীয় ড. ইলাহীকে জানাতে চাই। আমরা লায়লার খোঁজ পেয়েছি।'

এটুকু বলে ভদ্রলোক একটু থেমে সকলের দিকে তাকালেন। ড. ইলাহীর হংপিণি হঠাৎ যেন দ্রুতগতিতে চলতে লাগল। তিনি হঠাৎ বলে ফেললেন, 'আমার লায়লা এখন কোথায়, কী অবস্থায় আছে?'

'একটু ধৈর্য ধরুন ভাই ইলাহী। আমাদের বৈঠকে স্থির হয়ে বসুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। আমরা মিসেস ইলাহীকে যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে সে বাড়িটার সন্ধান পেয়েছি। আমাদের সংগঠনের ভাইয়েরা কায়রোকে চালুনির মত ছেঁকে নিশ্চিত হয়েছে বোন লায়লা বর্তমানে কোথায় আটক আছেন। আপনি এখনও দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

ভদ্রলোকের কথায় সকলেই কনফারেন্স টেবিলটা ঘিরে বসল।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম মুসা শাহেদী। আমি স্থানীয় ইসলামী আন্দোলনের একজন অনুলোক্যযোগ্য সদস্য এবং জগৎব্যাপী মুসলিম উস্মাহর সামান্য সেবক। আমাদের অঞ্গায়ী নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমার ওপর ভার' পড়েছে আংকল কারামের সাহায্যের আবেদনে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করার। বলা বাহ্যিক যে, আমরা কৃটনৈতিক এবং সামরিক উভয় প্রকার পক্ষ অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এখন কথা হল, যে বাড়িটাতে লায়লা ইলাহীকে বন্দি রাখা হয়েছে সেখানে কতজন অস্ত্রধারী পাহারাদার আছে তা আমাদের জানা নেই। আমরা রক্তপাত এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করব। তবে ওই দুর্গের মত বাড়িটার ভেতর সংঘর্ষ ও হত্যা অনিবার্য। লায়লাকে যারা আটক করে রেখেছে তাদের ছ্রুপ্টার প্রকৃত পরিচয় এখনো আমাদের লোকেরা আবিক্ষার করতে না পারলেও, এটুকু জানা গেছে এরা খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির একদল ডাকাত। যাদের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের আরব স্বার্থবিবোধীদের লেনদেন আছে। শুধু তা-ই নয় মিসরীয় গোয়েন্দা দফতরেও এদের নিজস্ব এজেন্ট থাকা বিচিত্র নয়। ফলে ড. ইলাহীকে লেবাননের মাননীয় রাষ্ট্রদুত যে রিপোর্ট সরকারকে জানাবেন তা গোপন রাখার ক্ষমতা বর্তমান মিসর সরকারের আছে কিনা তাতে আমাদের সন্দেহ থাকায় আমরা ইলাহীকে আমাদের নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় দেয়ার প্রস্তাব মাননীয় রাষ্ট্রদুতকে দিচ্ছি। আর্বাস কারামে বিষয়টি যথাস্থানে পৌছে দিলে আশা করছি, হিজ একসিলেসি মুহূর্তের মধ্যেই আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। শাহজাদী জুলফিয়ার পিরামিড আবিক্ষার করাটা সামান্য ঘটনা নয়। এতে এমন তথ্য উদঘাটিত হতে পারে যাতে মিসরীয় ফেরাউন ও রাখাল রাজাদের ইতিহাস এবং হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সাল্লাম, হযরত ইউসুফ আলায়হিস সাল্লামের স্বপ্নের স্বরূপ এবং পরবর্তী নবী রসূলদের ধর্মীয় ইতিবৃত্ত নতুন করে লিখতে

হতে পারে।

‘ভাই ইলাহী, আপনি আমাদের মত আরব না হলেও আপনার স্ত্রী আরব এবং এক অতিশয় গৌরবজনক শহীদ পিতা-মাতার কন্যা। তার মাথায় রয়েছে আরব ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের অনাবিকৃত তথ্যের ইঙ্গিত। আমরা তেমন একজন ভগীর স্বামীকে অরক্ষিত রেখে এগোতে পারি না। এখন থেকে আপনি এবং আপনার সাহায্যের জন্য দূর দেশ থেকে আগত বন্ধুরা আমাদের অতিথি বলে গণ্য হবেন। আপনাদের আস্থাগোপন করে চলার সমস্ত ব্যবস্থা আমরাই দেখব। এখান থেকে আপনারা আর আগের বাড়িতে ফিরে যাবেন না। আমাদের নিজেদের শেল্টারে গিয়ে উঠবেন।’

‘আমাদের আরও একজন সঙ্গীকে আমরা সেখানে রেখে এসেছি ব্রাদার শাহেদী। তার কি হবে।’

চিশতি মাঝখান থেকে কথা বলে উঠলেন।

‘সে এখন সেখানে নেই ড. চিশতি, আপনাদের যে বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেও এখন সেখানেই বিশ্রাম নিচ্ছে। ঐ লোকটিকে আমাদেরও দরকার। ড্রাইভার মিজানের মত দক্ষ ড্রাইভার আমাদের এ মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন। একটু পরেই মিসেস ইলাহীর উদ্বারের জন্য একটি চেষ্টা চলবে। ঠিক ফজরের আজানের বিশ মিনিট আগে। মিজান ঐ অপারেশনে একটা মাইক্রোবাসে আমাদের লোকদের স্পটে পৌছে দেবে এবং দশ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ করে লায়লা ইলাহীকে তুলে নিয়ে ফেরত চলে আসবে। আসবে এমন এক গোপন জায়গায় যেটা সকলের জন্যই খুব দুর্ভেদ্য। আল্লাহর ইচ্ছেয় আমরা জয়ী হলে আংকল আক্রাস ও ড. ইলাহী সকাল আটটার মধ্যেই লায়লার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন। আর কথা নয়, এখন আপনারা উঠুন। আমাদের গাইডরা আপনাদের নতুন বাড়িতে পৌছে দেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। কেবল আংকল আক্রাস থাকুন, তাকে তার কৃটনৈতিক কেন্দ্রে নিরাপদে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের। আল্লাহ আমাদের সৎ কাজের সহায় হোন।’

মুসা শাহেদী কথাগুলো বলেই টেবিল ছেড়ে উঠলেন। পাশে একটা পর্দা ঢাকা এলাকায় গিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার চলে যাওয়ার সাথে সাথেই গাইডদের একজন এগিয়ে এসে বলল, ‘চলুন, ড. ইলাহী, আপনাদের বিশ্রাম ও নিরাপত্তার ভার আমাকে দেয়া হয়েছে।’

সকলেই উঠে দাঁড়ালেন।



ফজরের আজনের আধুনিক আগে একটা মাইক্রোবাস এসে লায়লা যে বাড়িতে বন্দি সে বাড়ির পেছন দিকে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি ঝাঁকড়া মাথা খেজুর গাছের নিচে নিঃশব্দে থামল। ড্রাইভার ছাড়া এই গাড়িতে সাতজন আরোহী স্বয়ংক্রিয় বাইফেলের নাভীতে আঙুল রেখে চুপচাপ বসে আছে। জায়গাটা খুবই নির্জন এবং এই বাড়িটার পেছনে ফাঁকা মাঠের মত দিগন্ত বিস্তৃত কাঁটা গাছের বোপ-জঙ্গলের উন্মুক্ত এলাকা। সম্ভবত এটাই কায়রো শহরের পশ্চিমাঞ্চলের সর্বশেষ আবাসিক বিল্ডিং। বাড়িটাকে বেশ অন্ধকারই মনে হচ্ছে। তবে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ থাকায় পরিবেশটা খমথমে হলেও কাছের গাছপালার ওপর জ্যোছনার আলো পড়ায় গাড়ির ভেতর থেকে বাড়িটির ওপর নজর রাখার কোনো অসুবিধা নেই।

ড্রাইভারের সিটে একটা মাধ্যিক ক্যাপে চোখ ঢেকে বসে আছে মিজান। সে একটা সিগ্রেট ধরাবে কিনা ভাবছিল। এমন সময় বাসের আরোহীদের মধ্য থেকে মুসা শাহেদীর গলা শোনা গেল। তিনি আরবিতে বললেন, ‘ভাই মিজান, আর দু’মিনিটের মধ্যে আমরা বাড়ির ভেতর লাফিয়ে পড়ব। তুমি গাড়িকে এগিয়ে দেয়ালের আরো কাছে নিয়ে দাঁড় করাও যাতে আমার লোকেরা গাড়ির ছাদে পা রেখে দেয়াল টপকে ভেতরে লাফিয়ে পড়তে পারে।’

মিজান বলল, ‘গাড়িটাকে দেয়ালের কাছে নিয়ে যেতে হলে সবাইকে নেমে ঠেলতে হবে। স্টার্ট তুললেই শব্দ হবে।’

মিজানও চমৎকার আরবি বলে।

মুসা শাহেদী সবাইকে গাড়ি থেকে নেমে পড়ার ইন্দিত দিতেই মিজানসহ সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। মিজান নামলেও বাইরে থেকেই স্টিয়ারিং ধরে থেকে বলল, ‘এবার ঠেলুন।’

গাড়িটা একেবারে দেয়ালের কাছে গিয়ে বোপের আড়ালে থামল। মিজান বলল, ‘এবার দেয়ালে ওঠার কোনো অসুবিধা নেই মি. শাহেদী।’

তার কথা শেষ হওয়া মাত্রাই শাহেদীর ইন্দিতে ছ’জন সশস্ত্র শুশ্রান্তধারী তরঙ্গ একের পর এক গাড়ির ওপর পা রেখে দেয়াল টপকে ভেতরে লাফিয়ে পড়ল। গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে রইল কেবল মিজান ও মুসা শাহেদী। মিজান বলল, ‘একটা সিগ্রেট খাব ওস্ত দাদ?’

‘সর্বনাশ, এ মুহূর্তে নয়। আমরা এক মিনিটমাত্র এখানে আছি ড্রাইভার। তোমাকে

এক্ষণি গাড়ি ঘুরিয়ে সামনের গেটে নিয়ে গিয়ে দারোয়ানটিকে বেঁধে ফেলতে হবে। গেট ও কামরার চাবি ঐ লোকটির কাছে। আর দেরি নয় গাড়িতে ওঠো।'

আদেশমাত্রাই মিজান সিটে উঠে বসল।

শাহেদী উঠে তার হাতে বাঁধা রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়ির দিকে তাকাল, 'আর মাত্র চার সেকেন্ড পর গাড়িতে স্টার্ট দিতে হবে। মিজান।'

মিজান পকেট থেকে রুমাল বের করে কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া কাচটির ভেতর দিকটা দ্রুত মুছে নিয়ে বলল, 'আমি রেডি ওস্তাদ।'

'স্টার্ট।'

হুকুম পেয়েই মিজান দ্রুতগতিতে গাড়িটা ঘুরিয়ে রাস্তার ওপর উঠে এলে শাহেদীর দ্বিতীয় নির্দেশ কানে এল। 'এক হাতে স্টিয়ারিং অন্য হাতে হাতিয়ার রেখে গাড়িটা গেটের কাছে নিয়ে যাও মিজান। পারবে তো?'

'চিন্তা করবেন না।'

গাড়ি দ্রুতগতিতে গেটে এসে দাঁড়াতেই বাড়ির ভেতর গুলির আওয়াজ শোনা গেল। শাহেদী একলাফে গাড়ি থেকে নেমে স্বয়ংক্রিয় চাইনিজ রাইফেলের গুলিতে দারোয়ানের বক্সটা বাঁবারা করে দিতে দিতে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। ওপরতলায় তখনও গুলি ও পাল্টা গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শাহেদী বক্সের পাশের ছোট দরজাটা গুলিতে আলগা করে দ্রুত ভেতরে ঢুকে দেখলেন একটা লোক গেটের বক্সের ভেতর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

'ভেতরের চাবি দে হারামজাদা! চালাকি করলে মরবি।'

দারোয়ান মুহূর্ত মাত্রও ইতস্তত না করে চাবির গোছাটা শাহেদীর সামনে ফেলে দিল। চাবির গোছা দ্রুত হাতে নিয়ে শাহেদী প্রশ্ন করল, 'ভেতরে কতজন আছে?'

'তিন জন।'

'এতক্ষণে একজনও অবশিষ্ট নেই। পথ দেখিয়ে ওপরে নিয়ে চল।'

হাত তুলে দারোয়ান আগে হাঁটতে লাগল। পেছনে রাইফেল তাক করে শাহেদী।

ওপরতলায় পৌছেই দেখা গেল দু'টি লোক বারান্দায় রক্তাঙ্গ অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। অন্যজনকে শাহেদীর লোকেরা একটা তালাবন্ধ কামরার সামনে দু'হাত ওপরে করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। শাহেদী দারোয়ানকে ওপরে তালাবন্ধ ঘরটার কাছে এনে অন্য বন্দির সাথে দাঁড় করিয়ে চাবির গোছা থেকে নির্দিষ্ট চাবিটি দারোয়ানের সাহায্যে শনাক্ত করে দরজার তালা খুললেন। দুয়ার খুলতেই দেখা গেল এক মহিলা ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন।

'আপনি মিসেস ইলাহী?'

'আগে বলুন আপনারা কারা?'

'আমরা আপনার মামা আকবাস কারামের লোক। যদি আপনিই আমাদের বোন লায়লা হয়ে থাকেন তবে দোঁড়ে নিচে চলে গিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠুন। আমরা

আপনার মুক্তিদৃত । আল্লাহর দোহাই আর দেরি করবেন না ।'

লায়লা মুহূর্তমাত্র চুপ করে থেকে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনারা কে? তবুও আপনার নির্দেশমত আমি যাব । তার আগে আপনার কাছে একটা প্রতিশ্রুতি চাই ।'

'কি প্রতিশ্রুতি?'

'বন্দি এ দু'টি মানুষকে মারবেন না । এরা কি করছে তা এরা গতরাতে মাত্র জানতে পেরেছে । আমিই বলেছি । বলুন এদের অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেবেন?'

'কিন্তু এরা শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজের ক্ষতি করবে ।'

'মনে হয় এরা আর তা করতে সম্ভব হবে না ।'

'ঠিক আছে, আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন । আমরা গুলি না চালিয়েই গাড়িতে আসছি মিসেস ইলাহী ।'

'একটু সময় দিন, একটি সুটকেসে বা ব্যাগে আমার কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে হবে ।'

লায়লা ভেতরে গিয়ে দ্রুত হাতে প্যাপিরাসের বাণিলটা একটা বড় প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে নিয়ে এক কাপড়ে ঘরের বাইরে চলে এল ।

'চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'ভয় নেই, যেখানে যাচ্ছেন তারা সবাই আপনার মন্দলাকাঙ্ক্ষী । সেখানে আপনার সবচেয়ে প্রিয়জন ড. ইলাহী ও আপনার মামা আব্বাস কারামেকেও পাবেন । তাছাড়া আপনাকে সাহায্য করতে সেখানে একটা পুরো সশস্ত্র দলই মজুত আছে ।'

শাহেদীর কথায় লায়লা দারোয়ান দোষ্ট হাসান ও পাহারাদারের দিকে ফিরে বলল, 'তোমাদের জীবন বাঁচল, কারণ তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করে এখন পর্যন্ত ইহুদিদের এজেন্ট শামসুকে আমার আবিষ্কারের তথ্য জানিয়ে দাওনি । এখান থেকে ছাড়া পেয়ে যরণভূমিতে পালিয়ে যাও । শামস তোমাদের ধরার জন্য সারা আরব ভূখণ্ডে খানাতল্লাসি করে ফিরবে । ধরা পড়লে তোমাদের আন্ত রাখবে না । মনে রেখো, তোমরা যেহেতু দেশের সাথে শেষ পর্যন্ত বেঙ্গিমানী করতে পারলে না, সে কারণে আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করলেন । আমি যাচ্ছি, বিদায় ।



ফজরের নামাজের পরপরই মুসা শাহেদী তার অপারেশন সফল করে সবাইকে নিয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে এলেন । ভেতরে প্রবেশ করেই তিনি টেলিফোন তুলে আব্বাস

কারামেকে জানালেন তার অভিযান সফল হয়েছে। লায়লা এখন তার আশ্রয়ে। আংকল কারামে যেন তাড়াত্তুর না করেন। ভাগনীর সাথে তার ঠিক সময়েই সাক্ষাৎ হবে। আপাতত ড. ইলাহীর সাথে মিসেস ইলাহীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ড. ইলাহীর বদ্ধ ও বদ্ধুপত্নীও সেখানে থাকবেন। তবে কথা হল অপারেশন শেষে বাড়িতে ফেরার সময় মিসেস ইলাহী আমাকে একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। মি. কারামে, তিনি সম্ভবত প্রিসেস জুলফিয়ার পিরামিডটা কোথায় আছে সে সংকেতের পাঠোদ্ধারে সন্দর্ভ হয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি পুনর্বার সংকেতের প্যাপিরাসগুলো নিয়ে দ্রুত বসতে চান এবং সংকেতের অনুবাদ নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করে ফেলতে চান। তার ধারণা, প্যাপিরাসের সংকেতগুলোর প্রতিলিপি ডেজার্ট রেটস অর্থাৎ শামস আবাদী তথা ইহুদি গোয়েন্দাচক্রের হাতেও পৌঁছে দেয়া হয়েছে। মিসেস ইলাহী কখন সংকেতের পাঠোদ্ধার করতে পারবেন এ ভরসায় ইহুদিরা নিশ্চয়ই বসে থাকার পাত্র নয়। তারা তাদের নিজস্ব চেষ্টায় প্যাপিরাসের সংকেতগুলো পড়তে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবে বলে লায়লার ধারণা। যদি তারা সফল হয় তবে তারা জুলফিয়ার রত্নাগারের সন্ধানে সবার আগেই বেরিয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় লায়লা তার শুভাকাঙ্ক্ষী ও স্বামীর সাথে সাক্ষাতের পরপরই কাজে বসতে চান।

‘লায়লাকে কি টেলিফোনটা দেয়া যাবে মি. শাহেদী?’

‘কেন দেয়া যাবে না মি. কারামে। তিনি আমার পাশেই আছেন। নিন কথা বলুন।’  
শাহেদী টেলিফোনটা লায়লার হাতে দিলেন।

‘লায়লা?’

‘বলুন মামা।’

‘আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তুই ফিরতে পেরেছিস। তুই কি সত্য প্যাপিরাসগুলোর সংকেত ধরতে পেরেছিস?’

‘সম্ভবত পেরেছি মামা।’

‘তোর আনন্দাজ নির্ভুল?’

এ ব্যাপারে শতকরা একশ’ ভাগ গ্যারান্টি দেয়া যায় না মামা। সাংকেতিক দিক নির্দেশনাটা হাজার হাজার বছর আগে যেভাবে দেয়া আছে এখানকার পরিবেশের সাথে তার একটু হেরফের হতে পারে। তবে হিকশেস ফেরাউনগণের রাজধানীর একশ’ মাইলের মধ্যে জুলফিয়ার পিরামিড কোথাও পাওয়া যাবেই। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। মেমফিসের ধ্বংসাবশেষের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আমার আবিস্কৃত সংকেতগুলো পরীক্ষা করতে পারলেই বোৰা যেত জুলফিয়াকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছিল। আমার ধারণা, রাজকুমারীর পিরামিডটা ভূ-পৃষ্ঠে দেবে যাওয়ার দরজন এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আধুনিক অনুসন্ধানকারীরা অজ্ঞ থেকে গেছেন।’

লায়লা আব্বাস কারামেকে তার আবিক্ষারের গুরুত্বটা বোৰাবার চেষ্টা করল।

আব্বাস কারামে বললেন, ‘টেলিফোনে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এভাবে

আলোচনা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না মা।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে একটা কথা আপনাকে ইঙ্গিত না দিয়ে পারছি না মামা। সেটা হল জুলফিয়ার পিরামিড আমি খুঁজে বের করতে পারব। তবে এর খনন কাজ চালাতে যে অর্থ ও লোকবল প্রয়োজন তা আমরা কোথায় পাব? তাছাড়া মিসরীয় ভূমিতে অ্যাক্সেভেশন করতে চাইলে সে ব্যাপারে সরকারি অনুমোদন দরকার হবে। এসব চিন্তা করে আমার মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে আপনি অর্থাৎ আমার দেশের দৃতাবাস যদি একটা কূটনৈতিক রফার ব্যাপারে মিসর সরকারের সাথে আলাপ করতেন তাহলে...।

'তোর কথা এক্ষুণি আমি মহামান্য রাষ্ট্রদূতকে জানাব। এ ব্যাপারে তোর উদ্ধারকারীদের সাথেও একটা বোৰাপড়া হওয়া দরকার। মুসা শাহেদীকে বল এখনই আমি তার সাথে দেখা করতে আগ্রহী। তিনি সম্মত হলে আমি এখনই তোকে দেখতে আসতে পারি।'

লায়লা রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে মুসাকে আংকল কারামের সাক্ষাতের ইচ্ছার কথা বললে মুসা এগিয়ে এসে রিসিভারটা নিয়ে বললেন, 'আপনি আগে আমাদের সাথে মিলিত হতে চাইবেন না মি. কারামে। এতে ঝামেলা হতে পারে। রাত ন'টায় আমার লোক গাড়ি নিয়ে গিয়ে আপনাকে দৃতাবাস থেকে সোজা আমার আস্তানায় পৌছে দেবে। এর আগে আপনি লায়লার উদ্ধারের কথা আপনার ওপরঅলাদের জানাবেন না। লায়লার আবিক্ষার আরবজাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়ের উদঘাটন বলে আমার ধারণা হচ্ছে। এটা মিসর সরকার জানতে পারলে লায়লাকে আটক করে নিজেরা কৃতিত্ব নিতে চাইবে এবং তাদের অঙ্গতা ও অদক্ষতার জন্য এমনও হতে পারে কোনো আরব প্রত্নতাত্ত্বিক সেখানে পৌছার আগেই ইহুদিরা সেখানকার সমস্ত ধনরত্ন, সোনাদানা এবং ঐতিহাসিক দলিলপত্র লোপাট করে তেলাবিবে পাচার করবে। চিন্তাভাবনা না করে কিংবা আমাদের সাথে পরামর্শ না করে আপনি কোনো কিছু করতে যাবেন না। আমি লায়লা এবং ড. ইলাহীসহ তার বাঙালি বন্ধুদের সাথে আলাপ করে পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাই। খনন কাজের অর্থের জোগান পেলে আমার নিজের লোকেরাই এ কাজে হাত দিতে পারবে। আর কাজটি করতে হবে মিসর সরকার এবং ইহুদি দস্যুবাহিনী ডেজার্ট রেটসের চোখে ধূলো দিয়ে। এতে সামরিক অ্যাকশনের সম্ভাবনা আছে মি. কারামে। আমাদের মুজাহিদরা ছাড়া এর কূল করা যাবে না। সোজাকথা, আমাদের কাজে বাধা দিতে এলে একটা ছোটখাটো যুদ্ধ বেধে যাওয়াও বিচিত্র নয়। আমরা লায়লাকে ডেজার্ট রেটসদের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনেছি। তারা আমাদের সহজে ছাড়বে না।'

অনেকক্ষণ কথা বলে মুসা শাহেদী বললেন, 'আপনি এ ব্যাপারে আর কারো সাথে কোনো আলাপ করবেন না মিসেস ইলাহী। এখন ওপর তলায় গিয়ে আপনার স্বামী ও আঞ্চল্যের সাথে সাক্ষাৎ করুন। মাত্র এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে নাস্তা ও কথাবার্তা

শেষ করুন। এক ঘণ্টা পর আমার লোক গিয়ে আপনাকে এখানকার একটা গোপন জায়গায় পৌছে দেবে। সেখানে বসে আপনি আপনার আবিষ্কৃত বিষয়ের সহজ বিবরণ আরবীতে লিপিবদ্ধ করে ফেলুন। কোনো সরকারি সাহায্য ছাড়াই যাতে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় খনন চালানো যায় সে ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমি অর্থাৎ মিসরের ইসলামী আন্দোলনের যুব সংঘ নেবে। মনে রাখবেন, আপনি বর্তমান আরব জাতির এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভাবনকারিণী। আপনার নিরাপত্তার জন্য এখন থেকে আমাদের দলের সদস্যগণ অকাতরে জীবন দিতে দ্বিধা করবে না। নিজের মূল্য উপলব্ধি করুন মিসেস ইলাহী।'

মুসার কথা শুনে লায়লা অভিভূত হয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনার মত মানুষদের সহায়তা পেলে আমার ভয় কী? এখন দয়া করে আমাকে আমার স্বামীর ঘরে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। আমাকে হারিয়ে বেচারা হয়তো খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছে।'

'চলুন আপনাকে আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি নিখোঁজ হওয়ার পর ড. ইলাহীর ওপর অনেক দুঃখ-কষ্ট গেছে। তিনি আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলেই আজ আমরা দস্যুদের হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে পেরেছি। তার ভালবাসার কোনো তুলনা নেই। তাছাড়া তিনি দৃঢ় মনের মানুষ। আমরা এ ধরনের মানুষই পছন্দ করি।'

কথা বলতে বলতে উভয়েই সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলার একটা খোলা ঘরে এসে দাঁড়ালেন। মুসা শাহেদীকে দেখে একজন সশন্ত ব্যক্তি এগিয়ে এসে বলল, 'মেহমানরা পাশের ঘরে নাস্তার টেবিলে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

মুসা ও লায়লা কোন কথা না বলে পাশের ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই সামনে ড. ইলাহী ও তার সঙ্গীদের দেখতে পেল। লায়লা মন্ত্রমুক্তের মত এগিয়ে গিয়ে ইলাহীর হাত ধরতেই ইলাহী তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন। উপস্থিত সবাই স্বামী-স্ত্রীর এই আবেগঘন মিলনমুহূর্তটির লজ্জা-কম্পিত দৃশ্যটির পবিত্রতা উপলব্ধি করে মাটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখল। কেবল জাহৰা চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে লায়লার পিঠে হাত রেখে বলল, 'আমি মিসেস চিশতি। তোমার স্বামীর বন্ধুর স্ত্রী।'

অশ্রুসজল মুখে লায়লা স্বামীর বুকের ওপর থেকে মাথাটা সরিয়ে এনে জাহৰাকে দেখল।

'আমি তোমাদের কাছে কত যে কৃতজ্ঞ তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।'

'এখন আর কথা নয়। আমরা সবাই ক্ষুধার্ত। এসো নাস্তা আর কফি খেয়ে নিই। পরে প্রাণ ভরে কথা হবে।'

বলে জাহৰা লায়লা ও ইলাহীকে ঠেলে পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে চিশতির পাশে বসল।

রাত দশটায় মুসা শাহেদীর হলঘরে প্রায় তিরিশজন আরব যুবক আসন দখল করে অপেক্ষা করছে। তাদের পাশে বসেছে চিশতি, জাহৰা ইলাহী এবং ড্রাইভার মিজান।

সবার দৃষ্টি মধ্যের দিকে। একটু পরেই মুসা শাহেদী, আব্বাস কারামে এবং লায়লা এসে মধ্যে প্রবেশ করলো। মধ্যে অবশ্য একটিমাত্র চেয়ার ও ক্ষুদ্র টেবিল আছে। টেবিলের ওপর মাইকের মাউথপিস। মুসা শাহেদী মাউথপিসটা হাতে নিয়ে বললেন, ‘ভাইসব, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন উৎপাদিত হতে যাচ্ছে। মিসেস লায়লা ইলাহীকে আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি, এজন্য আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লায়লা আমাদের মিডিজিয়ামের একজন লিপিবিশেষজ্ঞ, পৌরাণিক লিপিবিজ্ঞানী। তার স্বামী ড. ইলাহী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পুরাতাত্ত্বিক। উভয়েই চুক্তিবদ্ধ হয়ে আমাদের দেশে কাজ করছেন। উভয়েই দৈমানদার মুসলমান এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী পুনর্জাগরণে বিশ্বসী। সবচেয়ে বড় কথা মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের স্বার্থবিবোধী ইহুদি চক্রান্ত সম্বন্ধে এরা সজাগ। এই সচেতনতার ফলেই এরা একটি দুর্ঘটনা অর্থাৎ মিসেস ইলাহীর অপহরণ মামলার প্রতিকারের আশায় আমাদের শরণাপন্ন হন। আমরা আল্লাহর নামে এদের সাহায্য করতে প্রতিশ্রূতি দিয়েছি। এখানে মিসেস লায়লার দেশের অর্থাৎ লেবাননের একজন প্রাঙ্গ কুটনীতিক রয়েছেন। তিনি আবার মিসেস লায়লার আপন মামা এবং আমাদের পূর্বপুরিচিত আব্বাস কারামে। আংকল কারামে তার ছাত্রজীবন থেকেই আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি। তার প্রভাবেই কিনা জানি না, হতে পারে তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণেই হয়তোবা লায়লা ইলাহীও তার শিক্ষাজীবনে লেবাননের ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তার আব্বা-আম্মা ইহুদিদের সাথে একদা বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন, ইয়া লিল্লাহে...। মিসেস লায়লার গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার যাতে বেহাত হয়ে তেলাবিব গোয়েন্দাচক্রের হাতে গিয়ে না পড়ে, সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। মিসর সরকার চায় তাঁর আবিষ্কারের সুফল একান্তই তাদের পুরাতত্ত্ব বিভাগের এখতিয়ারভূক্ত থাকবে। সে কারণে তারা লায়লার স্বামী ড. ইলাহীকে জামিন হিসেবে আটক রেখে লায়লাকে দিয়ে ফায়দা হাসিল করতে চায়। কারণ তাদের যুক্তি হল মিসেস লায়লা তাদের বেতনভূক্ত কর্মচারী। লায়লার আবিষ্কার তাদেরই আবিষ্কার। এ যুক্তিতে আমরা রাজি হতে পারতাম যদি আমরা না জানতাম সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগে ইহুদিদের এজেন্ট ঘাপটি মেরে আছে। তেমন অবস্থায় এ আবিষ্কার মুহূর্তের মধ্যেই পাচার হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আমরা তা হতে দিতে পারি না। এ জন্যই মিসরের ইসলামী আন্দোলন বৈন লায়লার নিরাপত্তা এবং তাঁর আবিষ্কারের সুফল যাতে তিনি নিজে এবং আমরা মিসরবাসী মুসলিম জনগণ ভোগ করতে পারি তার প্রতিশ্রূতি দিচ্ছি। এ ব্যাপারে আমরা লেবানিজ দৃতাবাসের আর্থিক ও কুটনৈতিক সহায়তার আশ্বাস চাই।’

মুসা শাহেদীর ভাষণের পর মাইকের কাছে মুখ এনে আব্বাস কারামে শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন, ‘আমি আমার দেশ ও আমার মহামান্য রাষ্ট্রদ্বৃত হাশমীর পক্ষ থেকে আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, একমাত্র সামরিক সহায়তা ছাড়া অন্য যে কোনো তৎপরতায় আমরা লায়লা এবং স্থানীয় মুসলিম মুজাহিদের সাহায্য করব। যদিও সাহায্যের

একত্তিটা কী হবে তা এখনই সঠিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না। তবুও দলের মুর্শিদ মুসা শাহেদীর অভিজ্ঞতা ও অভিযান পরিকল্পনার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।'

মুসা তার কথার জবাবে বললেন, 'মারহাবা আংকল। এবার আমরা আমাদের প্রিয় বোন লায়লার কাছ থেকে তার আবিষ্কারের বিষয়ে একটা ধারণা পেতে চাই। কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। কেবল তার আবিষ্কারের পূরাতাত্ত্বিক মূল্যটা আমাদের যুবকদের একটু বুঝিয়ে দিতে পারলে তাদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে। তার আবিষ্কার যে আরব জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলে আমার তরফ বন্ধুরা যে কোনো মূল্যেই তা মাটি খুড়ে বের করে আনবে।'

কিছুটা সংকেত ভরে লায়লা মাইকটা হাতে নিয়ে বলল,

"আসসালামু আলাইকুম। এতক্ষণ আমার শ্রদ্ধেয় ভাই শাহেদী এবং আমার মামা আরবাস কারামে আপনাদের যে বিষয়ে ইঙ্গিত দিলেন সে ব্যাপারে এখনই বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়। আমি সংক্ষেপে আপনাদের কাছে আমার পঠিত প্যাপিরাসলিপি সম্বন্ধে দু'চার কথা জানিয়ে দিছি।

আপনারা এতদিন পাথরের তৈরি পিরামিড এবং এর নির্মাণ কৌশল, নির্মাতা রাজারানীদের কাহিনী জেনেছেন। ফেরাউনদের ধনভাণ্ডার আবিস্তৃত ও বিদেশিদের দ্বারা লুঁচিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তির মমি, তাদের বাঁচার ইতিহাস, সাম্রাজ্যের ইতিহাস, ধর্মবিশ্বাসের দলিলপত্র, আসবাব ও তৈজসপত্র, সর্বোপরি তাদের কবরে রাখিত সোনাদানা, ধনরত্ন এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ঔপনিবেশিকদের দ্বারা লুঁচিত হয়ে বৃটিশ মিউজিয়াম, ফ্রান্সের ল্যাভর মিউজিয়ামে ঠাই পেয়েছে। আমাদের জন্য কয়েকটি কাঠের কফিন এবং গুরুত্বহীন শুকনো মমি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। এসব আবিষ্কারের পাশ্চাত্য প্রত্নব্যাখ্যাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এতদিন আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়ে এসেছে। এসব ব্যাখ্যা আমাদের প্রাচীন জীবনধারা এবং বর্তমান ইসলামী জীবনধারার সাথে সংগতিহীন।

আজ আমি আপনাদের এমন একটা পিরামিডের খবর শোনাব যার চূড়াটা পাথরের বিশাল খঙ্গের বদলে বিশুদ্ধ সোনার ইটে নির্মিত হয়েছিল। হয়েছিল এক হতভাগিনী রাজকন্যার জন্য। তিনি হ্যারত ইউসুফ আলাইহিস্সালামের শরীয়তের অনুসারী বলে রাজচ্যুত ও নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু যারা তাকে হত্যা করেছিল তারা জনগণের ঝঁঝরোঘ থেকে বাঁচার জন্য স্বর্ণ নির্মিত পিরামিডে তার শবদেহ মমিরূপে সমাহিত করে রাখে। এসব বিষাদগাথা বলার সময় এটা নয় বলে আমি এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে চাই না। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, রাজকুমারী জুলফিয়ার পিরামিডে আছে রাশি রাশি নিখুঁত স্বর্ণনির্মিত দেবমূর্তি, ধনরত্ন। বিপুল ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদানসমূহ। তিনি যেহেতু ছিলেন হাইফাউস বংশীয় আরব রাজকন্যা, যাদের রাখাল রাজবংশকে ইতিহাসে চিত্রিত করা হয়েছে, সে কারণে জুলফিয়ার পিরামিড আবিষ্কার বর্তমান

আরবজাতিসমূহ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্যালেস্টাইন তথা জেরুজালেমের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে ইহুদিদের সাথে বিবাদে আরবদের জন্য এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য উদঘাটনের ইঙ্গিত বহন করে। ইহুদিরা যে আরব উপনিষদে চিরকালই বহিরাগত দখলদার, হাইফাউস রাজাদের কাহিনী জানতে পারলে তা বিশ্বের চিত্তাশীল মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ভাইসব, মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিদের এজেন্ট ডেজার্ট রেটস-এর দস্যু সর্দার শামস আবাদী এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সুফল থেকে আরব জাতিকে বঞ্চিত করতেই আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। আমি তাকে কোনো তথ্য সরবরাহ করিনি। তাছাড়া বন্দি অবস্থায় তখন পর্যন্ত আমি প্যাপিরাস পাখুলিপিগুলোর স্থান নির্দেশক অংকগুলোর পাঠ উদ্ধারেই সক্ষম হইনি। মাত্র কালই আমি জানতে পেরেছি রাজকন্যা জুলফিয়ার সোনার কবরস্থানটি আসলে কোন অঞ্চলে কোন ধর্সন্তুপের আড়ালে চাপা পড়ে আছে। এখন আমি একরকম নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি সেই মহিমাভিত্তি রাজকন্যার পিরামিড অর্থাৎ সমাধিক্ষেত্রটা কোথায়।

ভাই শাহেদী এবং তার মুজাহিদগণ, আমার স্থামী ও তার দয়ালু বন্ধু-বান্ধবী, আমার মেহপরায়ণ মামা আবুস এবং এখানে উপস্থিত অন্যান্য আরব ভ্রাতাগণ, আমি দাবি করছি যে, আরবজাতি ও ইসলামী উম্মাহর জন্য এ এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর খনন কাজ অতিশয় দুরহ এবং বিপদসংকুল। কোন আরব রাষ্ট্র এর জন্য আমাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াবে এমন আশা করা বোকামি। ইহুদিরা এ পিরামিড খুঁড়ে তোলার ব্যাপারে প্রবল বৈরিতা সৃষ্টি করবে। আমাদের সবাইকে হত্যা ও বিনাশ করতে চাইবে। যে স্থানে এ পিরামিডটি আছে সেখানকার কাছাকাছি কোন লোক বসতি নেই। কেবল কিছু বেদুইন দস্যু ও মরশেয়াল ছাড়া আমরা সেখানে যদি অন্য কাউকেও দেখতে পাই, তবে জানবেন তারা আমাদের চিরশক্তি ডেজার্ট রেটস-এর সশস্ত্র শয়তান ছাড়া অন্য কেউ হবে না।

এসব জেনে যদি আপনারা আমার কাজে সাহায্য করতে চান তবে আমি আল্লাহর নামে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এ পরিকল্পনায় হাত দেব। অন্যথায় এ তথ্য মিসর সরকারের গোচরীভূত করা ছাড়া আমার অন্য কোনো গত্যস্তর থাকবে না। কৈফিয়ৎ হিসেবে আমি শেষ পর্যন্ত বলতে পারব, আমি নিমিকহালালী করেছি মাত্র। পরে আমি আমার স্থামীর হাত ধরে তার দেশে চলে যাব। সেখানে শিক্ষকতা করে দিন গুজরান করব। কোনদিন এ আবিষ্কারের প্রসঙ্গ তুলব না। সবকিছু ভুলে যাব।”

লায়লার ভাষণ একটু স্থিমিত হলে সামনের সারি থেকে কয়েকটি যুবক একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমরা আপনার পরিকল্পনায় অবশ্যই সাহায্য করব মিসেস ইলাহী। আপনি অবিলম্বে মরহুমির দিকে যাত্রার পরিকল্পনা করে ফেলুন। এ আবিষ্কারে কেউ বাধা দিতে এলে আমরা জীবন দিয়ে তা প্রতিরোধ করব।’

লায়লা যুবকদের হাতের ইশারায় বসতে বললে তারা যার যার আসনে আবার বসে

পড়ল। লায়লা আবার মাইকের সামনে এসে বলল, ‘আপনাদের সবাইকে আমার শুকরিয়া। আজ রাতের মধ্যেই আমি আমার পরিকল্পনা তৈরিতে সক্ষম হব আশা করছি। সবচেয়ে উত্তম হত যদি আমার কাজের জন্য একজন মহিলা সহযোগী পেতাম।’

হঠাতে পেছন থেকে সবাইকে অবাক করে দিয়ে কথা বলে উঠল জাহরা, ‘আমি আপনাকে সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত মিসেস ইলাহী। যদিও ভূগোল আমার বিষয়। তবুও পুরাতত্ত্বে আমার যৎসামান্য পড়াশোনা আছে। যদি আপনি আমাকে যোগ্য মনে করেন তবে আপনার অ্যাক্সেডেশন প্র্যান তৈরিতে আমি খানিকটা সহযোগিতা দিতে পারব।’

জাহরার কথা শুনে লায়লার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

‘আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। যদিও আপনার সাথে এখনও আমার ঠিকমত পরিচয়ই হয়নি তবুও বুঝতে পারছি আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। আর আমার কাজে একজন ভূগোলবিদ পাওয়াও আমার জন্য দুর্লভ ভাগ্যেরই ব্যাপার মিসেস চিশতি। আমি ভাগ্যে বিশাসী, আপনার সাহচর্য আমার জন্য করণাময়ের অনুগ্রহ হিসেবেই ধরে নিছি।’

কথা বলতে বলতে লায়লা মঞ্চ থেকে নেমে ড. ইলাহী, চিশতি ও জাহরা যেখানে বসে ছিল, সেদিকে এগোতে লাগল।



কায়রো শহরের শহরতলি এলাকায় একটা ভাঙা বাড়ির ভূ-গৰ্ভস্থ কুঠুরীতে আবছা আলোর মধ্যে ছ'জন লোকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসেছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করছে শামস আবাদী। একটা গোলাকার ছোটো কনফারেন্স টেবিল ঘিরে ওরা উপবিষ্ট। প্রত্যেকের পরনে কেতাদুরস্ত পোশাক। সকলেই সুট পরিহিত। এর মধ্যে শামস আবাদীকে মনে হচ্ছে কী কারণে যেন ক্রুদ্ধ ও চিন্তাভিত্তি। তার সামনে রয়েছে কফির পেয়ালা ও খোলা মার্লবরো সিগেটের প্যাকেট। অন্যরা মদ্যপান করছে। তাদের সামনে রয়েছে পানের গ্লাস ও টেবিলের মধ্যভাগে কয়েক রকমের বিদেশি মদের বোতল। একজন সশস্ত্র দেহরক্ষী শামস আবাদীর চেয়ারের পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে দ্রুত হাতে এদের কথাবার্তার শর্টহ্যান্ড নিচ্ছে।

বেশি কিছুক্ষণ নীরবতার পর শামস আবাদী প্যাকেট থেকে একটা সিগেট তুলে ঠোটে চেপে ধরে সোনালি লাইটার জেলে সুখটানের ধোঁয়া ছাড়ল।

‘আমাদের অসতর্কতার জন্যই মেয়েটা মৌলবাদীদের হাতে পড়ল। কার দোষে

এমন একটা ঘটনা ঘটল তা নিয়ে ঘট্টার পর ঘট্টা আমরা আলোচনা করে সময় নষ্ট করতে পারি কিন্তু এতে ফায়দা কিছু হবে না মি. জেরোমি।'

বলে শামস তার গা দেঁয়ে উপবিষ্ট লোকটির দিকে তাকাল।

লোকটা মৃদু হেসে তাঁর হাতে ধরা গ্লাস টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, 'মি. আবাদী, একে অপরকে দোষারোপ করে এখন কিছু যে হবে না তা আপনার মতো আমরাও জানি। তবে এ ধরনের শৈথিল্যের অপরাধ যদি এখানে অন্য কেউ করত তাহলে আমরা জানি আপনি বিনা দ্বিধায় তাকে গুলি করে শেষ করে দিতেন। ঘটনাটা ঘটেছে আপনার আওতায়। আমি বলছি না এটা আপনার দোষে ঘটেছে। তবে আপনি নিচ্ছয়ই স্থীকার করবেন মোশাদ কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে আপনাকেই বিষয়টা রিপোর্ট করতে হবে। আপনার হৃকুমে ও পরিকল্পনায় আমি মেয়েটাকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় তার সমস্ত প্যাপিরাসসহ অপহরণ করে কয়েকমাস আগে আপনার হাতে তুলে দিয়েছি। এটুকু দায়িত্বই কর্তৃপক্ষের হৃকুমে আমার পালন করার কথা ছিল। এখন আপনি বলছেন, যে করেই হোক আবার মেয়েটাকে ইসলামিক ফ্রপের সশন্ত ক্যাডারদের হাত থেকে কেড়ে আনতে হবে। অর্থাৎ মেয়েটাকে মুসা শাহেদীরা কোথায় গুম করে রেখেছে তা আপনি, আমি বা আমাদের এজেন্টদের কেউ জানে না। যাহোক দ্বিতীয়বার মেয়েটাকে কেড়ে আনতে আমি আমার ফ্রপকে প্রস্তুত হতে বলেছি। তারাও প্রস্তুতি সমাপ্ত করে হৃকুমের অপেক্ষায় কাল গুনছে। এখন মেয়েটির হন্দিস আমাকে জানালেই আমি কাজে বাঁপিয়ে পড়তে...।

তোমার ক্ষুক্ষ হওয়ার অধিকার অবশ্যই আছে মি. জেরোমি। তবে জুলফিয়ার সোনার পিরামিড নিয়ে যাদের সাথে আমাদের সংঘাত শুরু হতে যাচ্ছে তাদের কথা যে আমাদের পরিকল্পনায় ছিল না এটাও তোমাকে মানতে হবে। আমরা এমন অভাবনীয় এবং সমকক্ষ শক্তির মুখোমুখি হব তা কি আমাদের পরিকল্পক কর্তৃপক্ষ তখন ভেবেছিলেন? তুমি তো জানই জেরোমি মুসা শাহেদী কেমন ভয়াবহ লোক। লায়লাকে সে যে দুঃসাহসিকতার সাথে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে তাতে সত্য কথা বলতে কি, আমিও চিন্তিত হয়ে পড়েছি। এ ধরনের শক্তকে সামনে রেখে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ডেজার্ট রেটসের অ্যাকশন প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ সন্দেহ নেই। তবুও বদ্ধগণ, যে কোনো মূল্যেই হোক রাজকুমারী জুলফিয়ার সোনার কবরের চাবি আমাদের চাই। ঐ চাবি হাতে আনতে হলে শাহেদীর কেড়ে নেয়া লেবাননী লায়লাকেও আমাদের হাতের মুঠোয় পেতে হবে।'

বলল শামস।

তার পাশে যেখানে জেরোমি উপবিষ্ট, এর বিপরীত দিকের লোকটা এতক্ষণ মাথা নুইয়ে একটানা পান করে যাচ্ছিল। শামসের কথায় এবার সে মাথা তুলে বলল, 'এ শহরে মুসার সাথে সংঘাতে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ হবে মি. আবাদী। কারণ তার দলের প্রায় সব সদস্যই অত্যন্ত জানবাজ যোদ্ধা। আমার এ ব্যাপারে সামান্য ধারণা

আছে। কারণ আমি মুসা শাহেদীর গুণ আড়তগুলো সম্বন্ধে অল্পবিস্তর খোঁজ-খবর রাখি। যদিও জানি না এই মুহূর্তে মুসা মেয়েটাকে কোন জায়গায় গুম করে রেখেছে, তবে আমাকে চরিশ ঘণ্টার সময় দিলে আমি মেয়েটির অবস্থান স্থলটা অন্তত আপনাদের জানিয়ে দিতে পারব।'

'চমৎকার প্রস্তাব দিয়েছে আমাদের রবিন। আমাদের এখন প্রধান কাজ হবে মেয়েটা কোন এলাকায় কোন বাড়িতে আছে তা খুঁজে বের করে এদের গতিবিধি লক্ষ্য করা। আমি যতটুকু জানি লায়লা এখনও সংকেতগুলোর পাঠোদ্ধারে সক্ষম হয়নি। যদি হয়েও থাকে তবে তাদের মরণভূমিতে বেরিয়ে পড়তে আরও কয়েকদিনের প্রস্তরির দরকার হবে। একবার উন্মুক্ত মরণভূমিতে বেরিয়ে এলে এরা আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। এর আগে মি. রবিনকে দায়িত্ব দেওয়া হল চরিশ ঘণ্টার মধ্যে লায়লা কোথায় আছে তা অনুসন্ধান করে আমাদের পূর্ণ তথ্যসহ অবগত করানোর। আজকের বৈঠক আমি এখানেই সমাপ্ত করছি। প্রত্যেককে সতর্কভাবে চলাফেরার অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ।'

পরদিন সকালবেলা। মুসা শাহেদীর আস্তানার একটি কক্ষে বসে লায়লা ও জাহ্রা কাজ করছে। কাজের টেবিলের ওপর রাখা মানচিত্রে পেনসিল দিয়ে কয়েকটি লাল গোলাকার বৃত্ত তৈরি করে জাহ্রা বলল, 'এই যে মিসেস ইলাহী, তোমার সংকেত অনুযায়ী মানচিত্রে চিহ্নিত পর্বতগুলো থেকে দেড়শ' মাইল পশ্চিমে একটা রাইন এরিয়া পাওয়া গেছে। আল্লাহ করুণ, এটাই যেন তোমার সেই রাজকুমারীর শহরের ধ্বংসাবশেষ হয়।'

জাহ্রার কথায় লায়লা প্যাপিরাস পাতুলিপির ওপর ধরে থাকা ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ছুড়ে ফেলে একলাফে টেবিলের ওপরকার প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রের দিকে ছুটে এল।

জাহ্রা আবার বলল, 'অধৈর্য হয়ো না। এখানটায় একটু দেখ।'

লায়লা ঝুঁকে পড়ে জাহ্রার চিহ্নিত লালবৃত্তটার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। জাহ্রা লায়লার মুখের দিকে অধীর অগ্রহে চেয়ে আছে। হঠাৎ লায়লার মুখের গান্ধীরের রেখাগুলো আনন্দের অভিযান্ত্রিতে একটু একটু করে প্রসারিত হয়ে পূর্ণ হাসিতে ঝরপাত্তিরিত হল।

'আমরা জায়গাটা সন্তুষ্ট পেয়ে গেছি বাঙালি মেয়ে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর-গোজারের জন্য এসো সিজদায় লুটিয়ে পড়ি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ, জুলফিয়াকে আটক রাখার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের চিহ্নই এগুলো।

বলতে বলতে লায়লা মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে কি যেন দোয়া পড়তে লাগল। তার সাথে জাহ্রাও।

কিছুক্ষণ পর উভয়েই মাথা তুলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। জাহ্রা বলল, 'তোমার অনুমান যদি সঠিক বলে ভাব তবে তো এক্ষুণি ভাই মুসা শাহেদী, তোমার স্বামী

এবং আমার অধ্যাপকটিকে ডেকে এনে সুখবরটা বলা উচিত। গতরাত তো তোমার স্থান নির্ধারণের জটিলতা নিয়ে দুর্ভাবনায় কারো ঘূম হয়নি। মিসেস ইলাহী, সকলেই জানে সংকেতটা তুমি ধরতে পারলেও জায়গাটার অবস্থান কয়েক হাজার বছর পর হয়তো তুমি সঠিকভাবে শনাক্ত করতে নাও পারো। এখন তোমার আনন্দ দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটা সমষ্টিকেও তোমার আর সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় বিষয়টা জানলে মুসা শাহেদী হয়তো আগামীকাল সকালেই আমাদের সবাইকে নিয়ে মরম্ভন্তির দিকে রওনা হতে চাইবেন।

‘আগামীকাল তো অনেক দূরে মিসেস চিশতি। আজই, এখনই আমাদের রওনা হওয়া উচিত। তুমি বুঝতে পারছ না জাহরা, তোমার লাল পেসিলটা একটু আগে প্রত্ন মানচিত্রের কোথায় লালবৃত্ত একেছে। আমি এই রুইনটা উত্তরে না দক্ষিণে তা ধরতে না পারার জন্যই হিকশেস ফেরাওদের কবর এলাকাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তোমার চোখ ভূগোল-বিশারদের অভ্যন্তর চোখ হওয়ায় মাত্র এক ঘন্টার খোঁজাখুঁজিতে তুমি তা পেয়ে গেছ। নির্ভুল এবং নিখুঁত তোমার পর্যবেক্ষণ। দৌড়ে গিয়ে তোমার চিশতি আর তার বন্ধুকে এখানে নিয়ে এস। আর গার্ডকে বল ভাই শাহেদীকে এখানে পাঠিয়ে দিতে। এই ফাঁকে আমি আমার বদ-অভ্যাসের ওপর একটা সুখটান মারি।’

একথা বলে আনন্দে আটখানা হয়ে লায়লা টেবিলের ওপর রাখা তার ক্যামেল সিঁথেটের প্যাকেট থেকে একটা সিঁথেট তুলে নিয়ে ধরাল। আর জাহরা বেরিয়ে গেল ইলাহী ও চিশতিকে ডেকে আনতে।

একটু পরেই জাহরা মুসা শাহেদী, ইলাহী ও চিশতিকে নিয়ে লায়লার গবেষণা রুমের দুয়ারে এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে লায়লা দু'হাতে দরজার পর্দা সরিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আসুন ভাই শাহেদী। আজ কায়রোতে আমাদের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্তটি উদযাপন করি।’

শাহেদী ঘরের ভেতর পা রেখেই বলল, ‘বুঝতে পেরেছি মিসেস ইলাহী, আপনি আপনার হারানো মনজিলের ঠিকানা পেয়ে আঘাতারা হয়ে পড়েছেন। এখন বলুন কখন আমাদের কাফেলা রওনা হবে?’

‘আমার ইচ্ছের কথা বললে বলতে হয় ভাই শাহেদী এখনই আমাদের রওনা হওয়া উচিত। তবে দিনের বেলা একটা পুরো কাফেলা নিয়ে বেরুতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই সকলের সন্দেহের দৃষ্টি আমাদের অনুসরণ করবে। বিশেষ করে মিসরীয় গোয়েন্দা বিভাগ এবং ডেজার্ট রেটসদের শ্যেনচক্ষুর। তার চেয়ে আপনি বরং আজ রাতের মধ্যভাগে রওনা হওয়ার ইন্তেজাম করুন। পারবেন তো?’

‘জো হ্যাম মিসেস ইলাহী। আমরা আজ রাতেই কায়রো ছেড়ে যাব। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে আপনার পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করুন। আমি কিছুক্ষণের জন্য আয়োজন সম্পূর্ণ করতে বাইরে যাব। তবে যাবার আগে আপনাদের একটু সতর্ক করে যাই। শামস আবাদীর লোকজন আমার প্রতিটি আড়ডা, কেন্দ্র এবং আস্তানায় ফেউ লাগিয়েছে। তারা জেনে গেছে আপনি বর্তমানে ইসলামী সংঘশক্তির শেল্টারে আছেন।

সঠিক কোথায় আছেন তা এখনও তাদের অজানা। তবে শামসের চরদের সম্বন্ধে তো আপনি খানিকটা আন্দাজ করতে পারেন। তারা অচিরেই আপনার অবস্থান স্থল চিনে ফেলতে পারে। ভয়ের অবশ্য কারণ নেই, চিনলেও আমার আস্তানায় হামলা করার মত সাহস এ মুহূর্তে তাদের আছে বলে মনে হয় না। তবুও সাবধানের মার নেই বোন লায়লা। সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। আপনি এবং সঙ্গীসাথীদের সশন্ত করতে আমি নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাতিয়ার সামলে রাখবেন। আমি এখনই আপনার মামার সাথে সাক্ষাৎ করতে আপনার দেশের দৃতাবাসে যাচ্ছি। আরবাস কারামে অভিযানের ব্যয়ভার বহনের যে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন, একটু আগে টেলিফোনে আমাকে জানালেন সেই অর্থ মহানুভব রাষ্ট্রদৃত মঞ্জুর করেছেন। টাকাটা প্রস্তুত। আমি এখনই তা গ্রহণ করে আমার লোকদের বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে আসব।’

বলে মুসা শাহেদী যেতে উদ্যত হলে লায়লা প্রশ্ন করল, ‘আমার মামা কি এ অভিযানে আমাদের সাথে থাকবেন না?’

‘না মিসেস ইলাহী। তিনি অন্য একটি দেশের কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এ সময় তার কায়রোর বাইরে যাওয়া নিয়ে তাহলে নানা সন্দেহের সৃষ্টি করবে। এখানে থেকেই তিনি আমাদের অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য সহায়তা দিয়ে যাবেন। তার সাথে আমার খোলাখুলি কথা হয়েছে। আমরা পথে ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারি। সেখানে আংকল কারামে থাকলে কূটনৈতিক গোলযোগ বেঁধে যাওয়াও বিচ্ছিন্ন নয়। আপনারা আপনাদের বাঁধাগোছানোর কাজ শেষ করুন। যথাসময়ে আমি ফিরে এসে বেরিয়ে পড়ার ইঙ্গিত দেব।’

পর্দা সরিয়ে মুসা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ড. ইলাহী লায়লার এমন তাড়াহড়ার কারণ বুঝতে না পেরে এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি স্ত্রীর কাছের চেয়ারটায় এসে বসলেন। ধীরে সুস্থে লায়লাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ার মত নিশ্চয়ই তোমার কোনো যুক্তি আছে। আমার প্রশ্ন হল, আমাদের গন্তব্য সম্বন্ধে তুমি হাস্তেড পার্সেন্ট নিশ্চিত কিনা?’

‘শোনো ডিয়ার ইলাহী, পুরাতাত্ত্বিক কোন্ কাজটা প্রত্নবিদরা একশ’ ভাগ নিশ্চিত হয়ে শুরু করেন আমাকে বলতে পারো? তবুও আমি তোমাকে বলছি, আমি নিশ্চিত হয়েছি।’

‘তোমার এই নিশ্চয়তার মূল্য অনেক। এখন বল আমরা রাতের অন্ধকারে কায়রো থেকে বেরংলেও অনেকের দৃষ্টিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া কী করে সম্ভব? তাছাড়া আমাদের পেছনে শিকারী কুকুরের মত লেগে আছে ডেজার্ট রেটসের দল।’

গস্তীর কঢ়ে বিপদের সম্ভাব্যতার কথা বলে ড. ইলাহী লায়লাকে সচেতন করতে চাইলেন।

লায়লা বলল, ‘এ ব্যাপারটা আমি সত্যি বিবেচনায় আনিনি ডার্লিং। দ্যাখো গত

কয়েকটা মাস আমি কেবল সাংকেতিক অংকগুলোর পাঠোদ্ধারেই ব্যস্ত ছিলাম। যাত্রাটা মূলত তোমাদের অর্থাৎ পুরুষ মানুষের কাজ। যাত্রার নিরাপত্তা শাহেদী, তুমি এবং মি. চিশতিকেই ভাবতে হবে।'

লায়লার কথার উভয়ের চিশতি বললেন, 'এটা তোমার খুব অন্যায় ইলাহী, এ নিয়ে লায়লাকে কেন আমরা বিব্রত করব? বরং চল আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে পরামর্শ করি, আমরা একসাথে দল বেঁধে শহর ছেড়ে যাব না কয়েকটা হংপে ভাগ হয়ে বেঁকবো। চল আমার ঘরে ড্রাইভার মিজান আছে, সে মরুভূমির পথঘাট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। তার সাথে পরামর্শ করি।'

'তার আগে ডার্লিং তোমার কাছে আরও একটা বিষয় জানার আছে। মেমফিসের ধ্বংসাবশেষ থেকে তোমার গন্তব্য কতদূরে? এ ব্যাপারে তুমি কি আমাদের একটা ধারণা দিতে পারো?'

প্রশ্ন করলো ইলাহী।

'কেন পারব না, আমরা মূলত মেমফিসে যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি ঐ রুইন থেকে আরও একশো মাইল পশ্চিমের একটা মরুদ্যানে। একদা সেখানে রাজকুমারী জুলফিয়াকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তোমরা শুধু জান আমি প্যাপিরাসগুলো ঘেঁটে একটা স্বর্ণমণ্ডিত পিরামিডের আভাসই পেয়েছি। কিন্তু আমার কাছে রক্ষিত প্যাপিরাসগুলোতে পিরামিডে শায়িত রাজকুমারীর জীবনযাপনের, তার প্রেম, বিশ্বাস এবং দুঃখপূর্ণ জীবনাবসানের যে বিবরণ আমি পাঠোদ্ধারে পেয়েছি তা বলার সুযোগ আমি পাইনি। আভাস ইঙ্গিতে সামান্য কিছু তথ্য মাত্র আমি তোমাদের বলেছি। কিন্তু পূর্ণ বিবরণটি জানলে তোমরা অবাক না হয়ে পারবে না। মনে হবে এক বৃপকথা তোমাদের শোনাচ্ছি। তবে আমি হলফ করে বলতে পারি, এই বিবরণের প্রতিটি অক্ষর সত্য। কারণ বিবরণটি যিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি ছিলেন তৎকালীন হিকশুস রাজা বা ফেরাউনের প্রধান পুরোহিতের একমাত্র পুত্র। এক কবি। এই কবি যুবকটি ভালবাসতো জুলফিয়াকে। সে পুরোহিতত্ত্ব বা হিকশুসী ফেরাউন ধর্মে অবিশ্বাসী ছিল। সে-ই জুলফিয়াকে হ্যারত ইউফুস আলাইহিস সাল্লামের নির্দেশবাণী, হ্যারত ইয়াকুব আলাইহিস সাল্লামের সহিফাসমূহ এবং বেন ইয়ামীনের প্রার্থনাবাক্য শিখিয়েছিল। ফলে রাজকুমারীর মধ্যে ফেরাউনী ধর্ম ও রাজকীয় জীবনের প্রতি বিত্তঞ্চ দেখা দেয়। এই বিত্তঞ্চ ও বিদ্রোহই রাজকুমারীর জীবনে বিপর্যয় দেকে আনে। এসব কাহিনী আমি তোমাদের গন্তব্যে পৌছে বিস্তারিত বলব বলে ভেবেছিলাম।' বলল লায়লা।

ড. চিশতি বললেন, 'ঠিক আছে মিসেস ইলাহী, আপনার পরিকল্পনামাফিকই আপনি প্রস্তুতি নিন। আপনার কাছে প্রিসেস জুলফিয়ার কাহিনী আমরা পরেই শুনবো। যদিও এই মুহূর্তে কাহিনীটা শোনার আদম্য ইচ্ছা আমারও। তবুও এখন ধৈর্য ধরে যাত্রার আয়োজনে লেগে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আয় ইলাহী আমরা আমাদের হল ঘরে গিয়ে পরামর্শ করি।'

এ সময় দরজায় কারো পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।

‘ভেতরে আসতে পারি মিসেস ইলাহী?’

‘আপনার পরিচয় দিন?’

‘আমি খালেদ। জনাব মুসা শাহেদীর বডিগার্ড।’

‘আরে আসুন ভাই খালেদ।’

‘আসসালামু আলাইকুম।’

‘ওয়ালাইকুম সালাম।’

সালামের উত্তর দেওয়ামাত্র ঘরে প্রবেশ করলে সম্পূর্ণ সামরিক বেশে সজ্জিত এক হ্যাক্টি। হাতে একটা হ্যান্ডব্যাগ। লোকটি ইলাহী ও চিশতির সাথে হাত মিলিয়ে হ্যান্ডব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে খুলল। লায়লাসহ সকলেই ব্যাগের ভেতরে দেখল। ছাঁটি আধুনিক পিস্টলসহ অনেকগুলো বুলেটের কেস। খালেদ বলল, ‘আমার ওপর হৃকুম হয়েছে অস্ত্রগুলো মিসেস ইলাহীর জিম্মায় রেখে যেতে। আশা করি আপনারা সবাই পিস্টল চালাতে জানেন। যদি না জানেন বলুন আমি প্রাথমিক হ্যান্ডলিংটা বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।’

‘লাগবে না। আমি ছাত্রাবস্থায়ই লেবাননে এ হাতিয়ার চালানোর ট্রেনিং নিয়েছি।’

বলল লায়লা। তার দেখাদেখি ড. চিশতি ও জানালেন, ‘আমি বাংলাদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। আমার স্ত্রীও।’

‘আমিও জানি। যদিও আমার কোনো লড়াইয়ে এখন পর্যন্ত অংশগ্রহণের সুযোগ বা সৌভাগ্য হয়নি। তবুও পুরাতাত্ত্বিক সংরক্ষণাগারে নিরাপত্তার খাতিরে আমাকে সবসময়েই ব্যক্তিগত অন্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত থাকতে হয়েছে।’

‘চমৎকার।’ বললেন ড. ইলাহী।

সকলেই খালেদের উদ্দেগ দূর হতে দেখে হাসল। লায়লা বলল, ‘আমরা তাহলে পিস্টল আর বুলেটের কেসগুলো আমাদের হেফাজতে রাখতে পারি ভাই খালেদ?’

‘অবশ্যই পারেন মিসেস ইলাহী। এবার তাহলে আমি আসি। আপনারা যথাসম্ভব সতর্কতার সাথে আপনাদের রওনা হওয়ার প্রস্তুতি শেষ করুন।’

‘ভাই মুসা কখন ফিরবেন?’

‘সম্ভবত তার একটু বিলম্ব হবে। কারণ ভারী অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত রাখার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ভারী অস্ত্র চালাবার মত ট্রেইন লোকজন আমাদের থাকলেও তারা সব সময় শহরের বাইরে অবস্থান করেন। মুর্শিদ মুসা লেবানিজ দৃতাবাস থেকে বেরিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তবে এখানে ফিরবেন। তার সাথে আপনাদের এক্সপার্ট ড্রাইভার মিজান রয়েছে। উদ্দেগের কোন কারণ নেই মিসেস ইলাহী, আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।’



কায়রোর শহরতলি থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ির চারপাশে ডাইনির মত দাঁড়িয়ে থাকা ঝাঁকড়া মাথা খেজুরগাছের সারির ভেতর নয়টি উট আকাশের দিকে মুখ তুলে পূর্বাকাশে আলোর আভাস ফুটে উঠতে দেখে লম্বা গলা কাঁপিয়ে নাক ও মুখ দিয়ে অঙ্গুত শব্দ করছিল। মরণভূমির প্রান্তদেশ হলেও জায়গাটার ওপর দিয়ে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা পতিত হচ্ছিল। তবুও গতরাতের পূর্ণিমার চাঁদ তখনও আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে একটা রূপোর লকেটের মত ঝুলে আছে। আকাশে মেঘের সামান্যতম ছায়াটুকুও নেই। সুনীল সুবিস্তৃত অফিকী আকাশ। আর চাঁদোয়ার মত তারার মেলা। উটগুলোর নাকের রশি তখনও ইতস্তত পুঁতে রাখা কাঠের মোটা খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে। একটা উট বাদে প্রতিটি উটের পিঠই বোঝায় ভারী বলে বোধ হচ্ছে। অদূরে কয়েকটি তাঁবু গোটানো হচ্ছে অতিশয় দ্রুত হাতে। দেখলেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে দশ বারোজন মরণভূমির আবহাওয়ায় দক্ষ সৈনিক রাত্যাপনের পর কারো নির্দেশে তাঁবু গুটিয়ে নিচ্ছে। তাঁবু গোটানো শেষ হলে তারা মুহূর্তের মধ্যে খালি কুঁজের উটের সামনে এসে পশ্টাকে সামনে এনে কি যেন ইঙ্গিত করা মাত্রই উটটা বালিতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। লোকগুলো গোটানো তাঁবু ও আরও কিছু মালপত্র উটটার পিঠে তুলে শক্ত করে বাঁধতে লাগল। এ সময় সম্পূর্ণ সামরিক বেশে সজিত একজন লম্বা লোক গাছগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কর্মরত লোকগুলোকে বলল, ‘ঝটপট শেষ কর ভাইসব। এক্ষুণি কায়রো থেকে আমাদের লিভার মেহমানদের নিয়ে জিপসহ পৌছাবেন। তাদের হেডলাইটের আলো চোখে পড়ামাত্র আমার ওপর নাক বরাবর কাফেলা চালিয়ে নেবার নির্দেশ রয়েছে। বোঝার সাথে প্রতিটি উটের পিঠে তোমাদের একজন করে লোক চড়ে বসবে। মনে রাখবে প্রতিটি উটের ওপর যাচ্ছে ভারী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বোঝা। ছোটো কামানের ব্যারেল, লাইট মেশিনগান, গোলাবারুদ, ডিনামাইট এবং রান্নাবান্নার তৈজসপত্র। প্রতিটি জিনিসই হিসাব করে নেয়া হয়েছে। তোমাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে চাইনিজ সর্বশেষ মডেলের রাইফেল এবং প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত বুলেটের কেস দেয়া হয়েছে। যুদ্ধ যে অবশ্যস্তবী তা আয়োজন দেখেই তোমরা আন্দাজ করতে পারছ। আমাদের কমান্ডিং অফিসার আমাদের আধ্যাত্মিক নেতা মুর্শিদ মুসা শাহেদীর হৃকুমে আমরা এক জেহাদে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি। আমাদের শক্রান্ত কেবল আরব জাতিরই শক্র নয়, তারা সমস্ত মুসলমানেরই শক্র। তারা বিশু থেকে ইসলামী পুনর্জাগরণের সন্তানাকে ঝুঁক করতে পৃথিবীর সব দেশে ষড়যন্ত্রের

জাল বিস্তার করছে। এর পেছনে রয়েছে ইছদিদের চৌদশো বছরের চক্রস্ত। মনে রাখতে হবে, আমাদের শক্ররা অতিশয় ধূত এবং নিষ্ঠুর। আমরা আজ রাতে কি উদ্দেশ্যে আমাদের রাজধানীর কেন্দ্রগুলো থেকে মরণভূমির উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে রাত্যাপন করছি এবং আমাদের গন্তব্য কোনদিকে তা আপনারা উত্তমরূপেই জানেন। আমাদের নেতা গত সন্ধ্যারাতেই তাঁর পূর্ণ পরিকল্পনা আপনাদের বুবিয়ে দিয়েছেন। ভাইসব, আমাদের রঙনা হওয়ার বোধহয় আর বেশি দেরি নেই। আপনারা কি সবাই এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত?’

‘ইনশাআল্লাহ। আমরা কেবল হৃকুমের অপেক্ষা করছি ক্যাপ্টেন আরিফ।’

‘আল্লাহ আকবার! আমি একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে দেখে আসছি জিপ আসছে কিনা।’

ক্যাপ্টেন আরিফ মুসা শাহেদীর একজন টোকস যোদ্ধা। কথাগুলো বলে হাঁটতে হাঁটতে মরণভূমির ওপর দিয়ে চলে যাওয়া একটি শান বাঁধানো রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল। আর দাঁড়াবামাত্রই তার চোখে পড়ল চারটি আলোর বিন্দু। কায়রোর দিক থেকে আলোর বিন্দুগুলো একটানা সামনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই বুঝতে অসুবিধে হল না ওগুলো মুসা শাহেদীর জিপেরই আলো। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ক্যাপ্টেন আরিফ দোড়ে তার কাফেলার সামনে এসে একটা উটের পিঠে লাফিয়ে উঠল। উটটা তাকে তুলবার জন্য আগে থেকেই বালিতে উবু হয়ে বসে ছিল। তার ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হৃকুম জারি হল, ‘ক্যারাভান স্টার্ট।’

হৃকুম পেয়ে প্রতিটি উটের পিঠ থেকে ‘আল্লাহ আকবার’ ধ্বনি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কাফেলা নড়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে উটগুলো সারিবদ্ধ হয়ে নিঃসীম মরণদিগন্তের দিকে যাত্রা শুরু করল।

রাতের খালি রাস্তা পেয়ে জিপ দুটি পাশাপাশি এগিয়ে আসছিল। একটি জিপ ড্রাইভ করছিলেন মুসা স্বয়ং। অন্যটির ড্রাইভার মিজান। মিজানের জিপেই উঠেছে মহিলা দু'জন-লায়লা এবং জাহরা। পেছনের সিটে সশস্ত্র অবস্থায় বসে আছে মুসার বাহিনীর লোকেরা। মুসার জিপে আছে চিশতি এবং ইলাহী। এ গাড়িতেও রাইফেল বাগিয়ে চতুর্দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখতে রাখতে এগিয়ে চলেছে মুসার নিজস্ব ক্যাডারগণ। একটা পার্বত্য মোড় পার হয়েই সকালের নরম আলোয় আরিফের কাফেলাটিকে দেখতে পেয়ে মুসা সঙ্গীদের বললেন, ‘আরিফের কাফেলার কাছে গিয়ে আপনারা আমাদের পরিকল্পনা মত কিছু খাবার এবং রান্নার জিনিসপত্র দ্রুত জিপে তুলে নেবেন। কারণ আরিফের উটগুলোকে অস্ত দশ কিলোমিটার পেছনে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে যাতে এই কাফেলার উটগুলোকে কেউ সন্দেহ না করে। মনে রাখবেন ঐ উটগুলোর ওপর আছে আমাদের সমস্ত যুদ্ধাত্মক এবং এক মাসের রসদ। পানি, ময়দা, শুকনো গোশত, খেজুর এবং গোলাবারুদ। ভুলে গেলে চলবে না, আমরা কেবল একটা অ্যাক্ষেভেশনেই যাচ্ছি না, যাচ্ছি একটা যোদ্ধা গ্রন্থ নিয়ে পূর্ণ যুদ্ধে। আমি জানি ডেজার্ট রেটসরা

আমাদের অনুসরণ করছে। আপনারা তাদের দেখতে পাচ্ছেন না বলে ভাববেন না তারা নেই। জানবেন তারা আমাদের আশপাশেই ওঁৎ পেতে আছে। যে কোন সময় আমরা আক্রমণ হতে পারি।'

ড. ইলাহী পাশ থেকে বললেন, 'আমরা কি গাড়িতেই আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে নেব ভাই মুসা?'

'একটু সবুর করুন প্রফেসর। আমরা উটগুলোকে পেছনে ফেলে আরও পাঁচ মাইল এগিয়ে গিয়ে চা ও কফির জন্য খানিকক্ষণ চলায় বিরতি দেবো। সেখানেই মহিলারা ও আমরা সকলে প্রাতকৃত্য সমাপন করে যথারীতি আবার রওনা দেবো। ততক্ষণে উটগুলোও অনেকটা পথ এগিয়ে এসে আমাদের সাথে লিঙ্ক রাখতে পারবে।'

মুসার কথার জবাবে অন্যপাশ থেকে চিশ্চিতি বললেন, 'ঠিক আছে ব্রাদার শাহেদী। আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী সুমান্য বিরতি পেলে আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নেব। তবে চারিদিকে যেমন দিগন্তবিস্তৃত বালির সমুদ্র দেখছি তাতে বিশ্রাম বা মেয়েদের জন্য একটু আড়াল কোথায় আছে?'

'আছে। আরও আড়াই কিলোমিটারের মত পথ পেরুলেই ফিংক্রের মাথা নজরে পড়বে। এর কাছাকাছিই আছে অনেকগুলো পিরামিড যে সবের কথা আপনারা সকলেই জানেন। এটাকেই বলে ভ্যালি অব দি কিংস। আমরা অবশ্য পিরামিড এলাকার কাছে যাব না বরং ঐ অঞ্চলটা এগিয়ে দশ বারো কিলোমিটার দূরত্ব রেখে মেমফিসের দিকে চলে যাব। তবে ফিংক্রের বিশাল মন্তকটা নজরে না পড়লে আমরা আমাদের আসল গন্ত ব্যের দিক নির্দেশ পাব না। মিসেস ইলাহী আমাকে যে পথের মানচিত্র দিয়েছেন তাতে শর্টকাট যাওয়ার উপায় নেই।'

'আমরা পিরামিড এলাকা অর্থাৎ ভ্যালি অব দি কিংসের পাশ দিয়ে দর্শনীয় বস্তু দেখতে দেখতে গেলে কি হয়?'

প্রশ্ন করলেন ড. চিশ্চিতি।

'বিপদে পড়ে যেতে পারি প্রফেসর সাহেব। কারণ ঐসব সংরক্ষিত পুরাতাত্ত্বিক এলাকায় প্রবেশের কোনো অনুমতিপত্র আমাদের কাছে নেই। তাছাড়া ড. ইলাহী, বোন লায়লা ইজিপ্টের মিউজিয়াম কর্মচারী। তাদের পরিচিত কেউ সেখানে থাকবে না এমন মনে করা ভুল হবে। একবার পরিচিত কেউ তাদের দেখতে পেলে গজব হয়ে যাবে। আমাদের ধরতে তখন ইজিপ্শিয়ান পুলিশ ফোর্স পেছনে ছুটবে। মিসরীয় সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার সারা মরু অঞ্চলে দৈগল্যের দৃষ্টি মেলে উড়ে আসবে। তখন কোথায় পালাবেন ব্রাদার চিশ্চিতি?'

'বাহ, চমৎকার অস্তদৃষ্টি তো আপনার! আমরা তো এসব কথা একবারও ভেবে দেখিনি, শাহেদী ভাই!'

মুসা শাহেদীর সতর্কতায় একেবারে মুঝ হয়ে গেলেন ড. চিশ্চিতি। ড. ইলাহী মুসার দূরদৃষ্টি এবং সাবধানতার প্রশংসা করে বললেন, 'আপনার মত লোক আল্লাহই আমাদের

মিলিয়ে দিয়েছেন ভাই শাহেদী। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি না, এই উন্মুক্ত মরণতে মরু মৃধিকেরা আমাদের আক্রমণ করবে কীভাবে! একেতো আমরা সশস্ত্র তদুপরি আমাদের সাথে আছে একটা ছোটো খাটো সশস্ত্র বাহিনী।'

'তার চেয়েও বড় কথা আমরা আল্লাহর সৈনিক। আমরা যাচ্ছি আমাদের জাতীয় গৌরব যাতে ইহুদি শক্রদের কবলে না পড়ে সেটা দেখতে। মনে করবেন না আমাদের শক্ররা আমাদের চেয়ে কম সজ্জিত এবং কম শক্তিশালী। তাদের একটাই দুর্বলতা-তারা বেতনধারী দস্য এবং দেশদ্রোহী। তাদের প্রাণের মায়া আছে। আমাদের নেই। তবে আমার পঞ্চিত বন্ধুগণ এটা নিশ্চিতভাবেই জানবেন শামস আবাদীর লোকেরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছে যে, আমরা একটা অ্যাক্ষেপ্টেশনে কায়রোর বাইরে চলে এসেছি। যে জিনিসটা আমি শামসকে জানতে দিইনি অর্থাৎ তার মত ধূরঙ্করের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অন্যভাবে আয়োজন করেছি তা হল এই, আমাদের সামনের কাফেলার দৌড়বাজ নঁটি সামরিক উট। আর উটের পিঠের সাংঘাতিক মালসামান।'

মুসার কথা ফুরাবার আগেই জিপ দুঁটির বেগ করে গেল এবং কাফেলার পাশে এসে ধীরগতিতে চলতে লাগল। আর এ সুযোগে জিপ থেকে লাগিয়ে নেমে পড়ল শাহেদীর লোকেরা। তারা সামরিক কেতায় দৌড়ে উটগুলোর পাশে যেতেই উটের পিঠ থেকে পথের ওপর এসে পড়ল কয়েকটি বস্তা। তারা নির্দিষ্য বস্তাগুলো কেউ মাথায় কেউ অন্য সঙ্গীর সহায়তায় ধরাধরি করে জিপের পেছনের খালি জায়গায় রেখে দিয়ে পুনরায় চটপট গাড়িতে উঠে বসে গেলে মুসা ও মিজান অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জিপ চালিয়ে কাফেলাকে পেছনে রেখে ছুটে চলল। মুহূর্তের মধ্যেই এসব কাজ সমাধা হয়ে গেলে মিজান ও মুসা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসি বিনিময় করে পরস্পরের পজিশন মত আগে পিছে চলতে লাগল।

এই কাজের সময় মিজানের জিপের ভেতর বসা লায়লা ও জাহ্রার দুলুনি থেমে গেল। জাহ্রা বলল, 'এ তো দেখি ম্যাজিকের মত দ্রুততায় আমাদের ছেলেরা মালপত্র উঠিয়ে নিল মিসেস ইলাহী! আমরা মনে হয় সত্যি একটা যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছি।'

'যাচ্ছি নয়, বল আছি। তুমি জান না ভাই মুসা প্রকৃতপক্ষে কোন ধরনের মানুষ। মনে রাখবে, এদের হাতেই মিডলইস্ট তথা সারাবিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বিজয় নির্ভর করছে। এরা এদের কমান্ডিং অফিসারের আদেশে মুহূর্তের মধ্যে শাহাদাত বরণ করতে অপেক্ষা করছে মাত্র। মনে রেখো বাঙালি মেয়ে, আমরা একটা সাংঘাতিক অপারেশনের মাঝখানে আছি। মনে মনে আল্লাহর কাছে আকুল মিনতি জানিয়ে কামিয়াবীর মোনাজাত করতে থাক। যদি আমরা সফল হই জাহ্রা, পুরাতন্ত্রের বিশ্ব ইতিহাসে আমাদের প্রত্যেক সদস্যের নাম স্বর্ণক্ষেত্রে লেখা থাকবে। আর জগৎ জানবে এক প্রাচীন আরব নারীর আল্লাহর পথে নিজের জীবন, পার্থিব প্রেম, সন্ত্রাজ্য ও ধনদৌলতকে বিসর্জনের অনুদয়াচিত ঐতিহাসিক কাহিনী।'

'এ কাহিনী তুমি আমাকে শোনাবে বলেছিলে।'

‘নিশ্চয় তা তুমি শুনবে। তবে এ মুহূর্তে সে কাহিনী শোনার বায়না ধরো না বোন। আমরা এখন একটা মারাত্মক বিপদের আশঙ্কার মধ্যে আছি।’

‘আমি বুঝতে পারছি না এ মুহূর্তে আমাদের ওপর কি ধরনের বিপদ নেমে আসতে পারে। শামসের লোকেরা যদি আমাদের আক্রমণ করেও তাহলে সেটা করবে আমরা স্পষ্টে পৌছে অ্যাক্ষেপ্টেশন শুরু করলে। কারণ শামস এখনও জানে না প্রকৃতপক্ষে তুমি জুলফিয়ার কবরের সঠিক সন্দান পেয়েছো কিনা। তুমি বন্দি থাকতেই যে প্যাপিরাসের আংশিক সংকেতগুলো পড়তে পেরেছিলে এটা তো আর শামস জানে না। এই মুহূর্তে, যখন আমরা এরমধ্যেই কায়রো ছেড়ে বহন্দূরে ঢলে এসেছি, শামস ইচ্ছা করলেও আমাদের ধরতে পারছে কোথায়?’

খুব ভাল ধারণার মধ্যে আছ তুমি জাহ্রা। তুমি শামসের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন জ্ঞানেই অধিকারী নও। আমরা জগতের সবচেয়ে নিষ্ঠুর, ধূর্ত এবং কূটকৌশলী শক্তির সাথে দহরম মহরমে লিষ্ট। আমার ধারণা তারা আমাদের কায়রো ত্যাগের আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে যে হিকশুস ফেরাওদের রাজকন্যা অগাধ ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী জুলফিয়ার কবরের ঠিকানা এখন আমাদের হাতে। তুমি কখনো ভেব না বাঙালি মেয়ে, শামস আবাদী হাত গুটিয়ে বসে আছে। সে নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে আমাদের অনুসরণ করে আসবে।’

প্রকৃত শক্তিদের সম্পর্কে জাহ্রাকে যথাসম্ভব সতর্ক করল লায়লা।

এসময় ড্রাইভার মিজান মৃদুস্বরে পেছন ফিরে বলল, ‘আপনারা আরও সাবধান হয়ে বসুন মিসেস ইলাহী। আমি সামনের ঐ পার্বত্য উপত্যকায় চুকেই জিপের গতিবেগ আরও চল্লিশ কিলোমিটার বাড়াব। আমার ওপর ওস্তাদ শাহেদী আগেই এই নির্দেশ জারি করে রেখেছেন। এখন আপনারা শক্ত ও সতর্ক হয়ে না বসলে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে যেতে পারেন। আমার বেয়াদবি মাপ করে দেবেন বোনেরা।’

বলেই মিজান তার জিপটাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল। জিপের গায়ে লাগানো আংটার যে যেটা পেল শক্ত হাতে সে সেটাই প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরে চলতে লাগল। জাহ্রা আর লায়লার মনে হতে লাগল প্রবল ঝাঁকুনি এবং পথের দু'পাশের মরঘালুর ঝাপটায় তাদের চোখ অন্দ এবং হাড়মাংস এক হয়ে যাচ্ছে। যদিও দু'জনেরই চোখ ঢাকা কালো গগলাসে।

ঘন্টা দেড়েক এভাবে চলার পর মিজান দেখল সামনের জিপটার গতি হঠাৎ কমে যাচ্ছে। স্পিড কমতে দেখেই মিজান চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুঝাল তারা উপত্যকাভূমিটি ইতিমধ্যেই পার হয়ে একটা ঝাঁকড়া মাথালালা ছোটো গাছের কঁটাৰনের ভেতরে চুকেছে। মুহূর্তের মধ্যে মিজানের মনে পড়ল ওস্তাদ শাহেদী আগেই তাকে এ ধরনের একটা জায়গার কথা বলেছিল যেখানে যাত্রীরা ঘন্টাখানেকের বিশ্রাম পাবে এবং এখানেই সমাধা করতে হবে সকালের নাস্তা পর্ব। সেও গাড়িটাকে সহসা বাগে আনার জন্য আস্তে ব্রেকে চাপ দিল। নতুন ব্রেক চাকায় স্পর্শ বসানো মাত্রাই শিসের মত একটা আওয়াজ

উঠল। ততক্ষণে মুসার জিপ স্পিড হারিয়ে পেছনের জিপটার পাশাপাশি চলে এসেছে। মুসা ড্রাইভার মিজানের সাথে হাসি বিনিময়ের সুযোগ পেয়েই সশব্দে হেসে বলল, ‘সাক্ষাস মিজান, এমন ড্রাইভার কায়রোতে আমি আর একজনও দেখিনি। চমৎকার ব্যালেন্স।’

মিজান বাতাসের ঝাপটায় মুসার প্রশংসাবাক্যের এক বর্ণও বুঝতে না পেরে চেঁচিয়ে বলল, ‘আমাকে কি এখানেই আসতে আদেশ করেছেন ওস্তাদ?’

‘আর একটু এগিয়ে ডানহাতে ঘুরে একটা পর্বতের আড়াল আছে।’

চেঁচিয়ে মুসা শাহেদীকে কথা বলতে হল। কারণ কোথেকে যেন প্রবল মরহুম্যার ঝাপটা আসছে।

মিজান হাত ইশারায় জানাল সে মুসার আদেশের মর্ম বুঝতে পেরেছে। সে স্লো স্পিডে কায়দা করে গাড়ি চালিয়ে এগোতে লাগল।

অনেককক্ষণ পরে আংটা ধরে বসে থাকা মহিলা দু'জন একটু অবকাশ পেল। জাহরা বায়ুর দাপানি দেখে ভয় পেয়ে লায়লাকে জিজেস করল, ‘আমরা এই সকাল বেলাতেই মরহুম্যার কবলে পড়লাম নাকি মিসেস ইলাহী?’

‘আরে না, এটা সে রকম কিছু বলে মনে হচ্ছে না। সন্তুষ্ট লু বইছে, তবে কড়ের বেগে নয়। কেবল বাতাসে সামান্য ঘূর্ণি উঠেছে। এখনই ধেমে যাবে।’



যাত্রীরা এনে থামল একটা খেজুরবাগানের মধ্যে। জায়গাটা প্রকৃতপক্ষে কোনো বাগান বোধহয় নয়। তবে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা বন্য খেজুরের গাছ এখানে কিভাবে যেন গজিয়ে জায়গাটাকে বাগানসদৃশ করে রেখেছে। আশপাশে কাঁটা বোঁপের জঙ্গল। আসলে এটা হল এই পার্বত্য মালভূমির একটা ফাঁকা অংশ মাত্র। পাশে পর্বতগাত্রে লাগানো একটা মানব বসতির চিহ্ন আছে। অর্থাৎ বোঝা যায়, বহুকাল আগে এখানে ক্ষুদ্র কোনো মানব বসতি ছিল, আর ফাঁকা জায়গাটা সন্তুষ্ট ছিল মরহুম্যান। হয়তো কোনো অঙ্গত পানির ফোয়ারা বা উৎসকে কেন্দ্র করে এখানে কোনো বেদুইনের গোত্র বসতি স্থাপন করেছিল। পরে প্রাকৃতিক কারণেই উৎসটি শুকিয়ে গেলে বসতিটি বিলুপ্ত হয়েছে। পড়ে আছে মানুষের আসবাসের কয়েকটি চিহ্নমাত্র।

এখানে এসেই জীপ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন মুসা শাহেদী। তার দেখাদেখি মিজানের জিপও এসে পাশে দাঁড়াল। লায়লা গাড়ি থেকে মাটিতে পা দিয়েই বলল, ‘ভাই

শাহেদী, জায়গাটা আমাদের বিশ্বামের উপযোগী মনে হচ্ছে না। আমি এখানে কেন জানি নিরাপদ বোধ করছি না। কারণ আশপাশের পর্বতগুলোতে এমন সব আড়াল আছে যাতে শক্ররা অন্যায়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া এ এলাকাটা লুটেরা বেদুইনদের এলাকা। আপনি নিজে ইংজিনের মানুষ। আপনি নিশ্চয়ই এদের বিচরণভূমি সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি জানেন। আমি নিয়মিত কায়রোর দৈনিক পত্রিকাগুলো পাঠ করতাম বলে এসব এলাকার যায়াবরদের বিষয়ে খানিকটা জানি। লুটেরা বেদুইনরা আমাদের অবস্থান টের পেলে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের ঘিরে ফেলবে।

মুসা শাহেদী লায়লার কথার সহসা কোনো জবাব না দিয়ে একটু হাসলেন। তারপর তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের লোকদের হৃকুম করলেন, ‘একটা তাঁবুর কাপড় এখানে টাঙ্গাও। আর এখান থেকে বিশ গজ দূরে অন্য একটা তাঁবুর কাপড় হাফ করে টানিয়ে বাতাস ঠেকাও। যাতে মেয়েদের প্রাতকৃত্য সমাপণে একটা মজবুত তাঁবু হয়। প্রথম টাঙ্গানো তাঁবুর আড়ালে চায়ের পানি চাপিয়ে দিয়ে আমাদের কিছু খেতে দাও ভাইসব। জান তো সকালের মরঞ বাতাসে মানুষের প্রচণ্ড খিদে পায়। আমারও খিদে পেয়েছে।’

কথাগুলো বলে মন্দ হেসে শাহেদী লায়লার দিকে তাকালেন। ততক্ষণে জাহ্রা ও অন্যান্য যাত্রীরাও গাড়ি থেকে নেমেছে।

লায়লা বলল, ‘মনে হয় আমার কথার কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না ভাই শাহেদী। আমার আন্দাজ বোধহয় ঠিক নয়?’

‘কে বলে আপনার কথার গুরুত্ব দিচ্ছি না বোন লায়লা? আপনার কথার ওপরই তো জীবনবাজি রেখে এ অভিযানে এসেছি। এ জায়গার বিপদ সন্ত্বানার হিসেব আমি কায়রো থেকেই করে বেরিয়েছি। লুটেরা বেদুইনরা আমাদের এ পথে আক্রমণ করবেই। এখানেও করতে পারে, আবার এখান থেকে বেরিয়ে মরংভূমির ফাঁকা অঞ্চলেও করতে পারে। এটা তাদেরই ‘এরিয়া’। এরা কারো শাসন বারণ মানবার পত্র নয়। এদের একমাত্র ওষুধ হল আমাদের হাতে এই অস্ত্রশস্ত্র। এরা যতক্ষণ না জানবে আমরাও আত্মরক্ষায় সক্ষম, ততক্ষণ আমাদের মালপত্র লুট করার চেষ্টা ছাড়বে না। এসব জেনেই তো আমরা এখানে এসেছি বোন। আমাকে সতর্ক করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি এখন যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনার বাঙালি বান্ধবীকে নিয়ে দরকারি ক্রিয়াকর্ম শেষ করে টাঙ্গানো অক্রুণ আড়ালে ঘন্টাখানেক শয়ে বিশ্বাম নিন। একটু পরেই আমরা যে পথে রওনা দেব তা মূলত উফতার অসহ্যপথ। সে পথে উটই দিশেহারা হয়ে যায়। আর আমরা তো সামান্য মানুষ মাত্র।’

‘আমার অযথা উদ্বেগের জন্য কিছু মনে করবেন না ভাই শাহেদী। এখন বুবাতে পারছি আপনি সব ব্যাপারেই বেশি অভিজ্ঞ লোক। আমি আর গায়ে পড়ে আপনাকে সতর্ক করতে যাব না।’

হেসে বলল লায়লা।

‘সে কি বোন! আপনি বোনের মত সব বাপারেই সফর চলাকালে আপনার মেধা অনুযায়ী আমাদের সাবধান করে চলবেন। আল্লাহর ওয়াস্তে এই সাবধানতা থেকে বিরত হবেন না। ভাববেন না মুসা শাহেদী সব জানে। বরং আপনার জানার তুলনায় আমি কিছুই জানি না। আপনাদের সতর্কতার ইঙ্গিতে আমরা মোটেই বিরক্ত হব না।’

বলে মুসা লায়লার দিকে মেহদৃষ্টি বুলিয়ে জাহুরার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তার হাসিতে এদের প্রতি তার বাংসলাই যেন ঝরে পড়ল।

কায়দা করে আড়াল ও আক্রু তৈরির দুটি তাঁবু মুহূর্তের মধ্যে খাটান হয়ে গেল। মুসা শাহেদী এরপর ড. ইলাহী ও ড. চিশতিকে নিয়ে বাকি পথ পরিক্রমার বিষয় পরামর্শ করতে বসলেন। মিজান জিপ থেকে কোকাকোলার তিনটি ক্যান এনে এদের সামনে রেখে বলল, ‘আপনারা নাস্তার আগে একটু গলা ভিজিয়ে নিন। আমি এ অবসরে গাড়ি দুটি পরিক্ষা করছি।’

শাহেদী একটি ক্যান হাতে নিয়ে চিশতিকে বললেন, ‘আপনার মিজান খুব কাজের ছেলে ড. চিশতি। এমন ড্রাইভার আমাদের অভিযানে পাওয়া বেশ ভাগ্যের ব্যাপারই বলতে হবে।’

‘আল্লাহই মিলিয়ে দিয়েছেন।’

হাসলেন চিশতি। তিনি যদিও বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে মিজানকে কায়রোয় নিয়ে এসেছেন, দেখেছেন তার গাড়ি চালাবার দক্ষতা— তবুও ভাবতে পারেননি একজন বাঙালি তরুণ সীমাহীন পার্বত্য উপত্যকা এবং দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির বিপদসংকুল রাস্তায় এমন ঝড়ের বেগে জীপ চালাতে পারবে। এখন ওস্তাদ শাহেদীর তারিফ শুনে মিজানও খানিকটা লজ্জায় সংকুচিত হয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করল।

একটা মানচিত্র হাঁটুতে মেলতে মেলতে ড. ইলাহী বললেন, ‘আমরা বর্তমানে যেখানে আমি সেখান থেকে মেমফিসের ধ্বংসাবশেষ করবেশি দুশো মাইল। লায়লা যে রেড স্পট দেগেছে সেই চিহ্ন অনুযায়ী পৌছতে পারলে আমরা পাছিই অন্য একটা পরিত্যক্ত আরব পল্লীর ধ্বংসাবশেষ যেটা লায়লার বক্তব্য অনুযায়ী একদা ছিল প্রিসেস জুলফিয়ার আটক থাকার কারাগার। এখন কথা হল, এ পর্যন্ত পৌছতে আমাদের পার হতে হবে একটা বিশাল মরুভালুর সমুদ্র এবং দশ মাইলব্যাপী বিস্তৃত পর্বত। এর মধ্যে লায়লার পক্ষে সন্তুষ্ট হয়নি কোনো বিশ্বামের স্থান চিহ্নিত করা। একমাত্র ব্রাদার শাহেদীই বলতে পারবেন এখান থেকে যাত্রা শুরু করে আমরা কোথায় গিয়ে রাতের জন্য তাঁবু খাটাব।’

‘আপনি ঠিকই বলেছেন ড. ইলাহী, যাত্রা আমরা শুরু করেছি বটে। এবং আমাদের যাত্রার শেষটাও আমাদের জানা। তবুও দুশো মাইল সোজা কথা নয়। যেতে হবে মরুভূমি এবং পার্বত্য পথের ঢাল বেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, মাঝে মাঝে আমাদের বিশ্বাম অর্থাৎ রাত্রিযাপন কিংবা ক্লান্ত হয়ে পড়লে বিশ্বামের স্পট কোথায় হবে তা আমিও সঠিকভাবে নির্ণয় করে বেরুবার সুযোগ পাইনি। আর বোন লায়লার পক্ষেও অঙ্গাত

অঞ্চলে তা নির্ণয় করে আমাদের সাহায্য করা সম্ভবপর হয়নি। কারণ এতদঞ্চলের ল্যান্ডস্কেপ সম্বন্ধে তার ভাসা ভাসা ধারণা থাকলেও কোনোদিন এখানে এসে স্বচক্ষে কিছু দেখেননি। এখন আমাদের আল্লাহর ওপর ভরসা করেই এগোতে হবে। কথায় বলে না, যেখানে রাত সেখানেই কাত। আমাদেরকেও এ নীতিই সাহসের সাথে অবলম্বন করতে হবে।'

চিশতি বললেন, 'অদ্বৈতের ওপর ভরসা রেখে যখন একবার বেরিয়ে পড়েছি, তখন অত কথা চিন্তা করে কি হবে ওসাদ শাহেদী।'

তার কথা শেষ হবার আগেই খেজুর গাছের বাগানের মত জায়গাটা থেকে যেখানে মেয়েদের জন্য হাফ তাঁবু টাঙানো হয়েছে— সেখানে একটা চিৎকারের মত আওয়াজ উঠল। শাহেদীসহ সকলেই ঘটপট উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই টাঙানো তাঁবুর কাপড়ের আড়াল থেকে পর পর দুটি গুলির আওয়াজে জায়গাটার নিস্তর্কতা খান খান হয়ে গেল। আর সাথে সাথে শোনা গেল একটা অতিশয় দ্রুতগামী উটের দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার মত ধাবমানবতার শব্দ। মনে হল উটটা সামনের পর্বতের পেটের মধ্যে সেধিয়ে যাচ্ছে।

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে মুসা শাহেদী তার পাশের ড. ইলাহী ও ড. চিশতিকে পেছনে রেখে দ্রুতগতিতে সামনের দিকে রিভলভার বাগিয়ে ছুটতে ছুটতে আরবিতে কি যেন একটা কমান্ড ঘোষণা করলেন। সাথে সাথেই তার অন্যান্য লোকেরা তাদের হাতের চাইনিজ রাইফেল বাগিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে পর্বতটার দিকে গুলি চালাতে লাগল। মুসা শাহেদী ততক্ষণে মেয়েদের তাঁবুর ওপাশে চলে গেছেন।

কয়েক সেকেন্ড পর গুলির শব্দ থামলে দেখা গেল মুসাসহ লায়লা ও জাহুরা বেরিয়ে আসছে। মহিলা দু'জনের হাতেও রিভলবার।

মুসা ইলাহীদের সামনে এসে বললেন, 'বদমাশটা পালিয়েছে। আরেকটু অসাবধান থাকলেই মেয়েদের যে কাউকে মুখ চেপে ধরে উটের পিঠে তুলে চম্পট দিত। আমি আমার বাঙালি বোনটির সতর্কতার প্রশংসা করছি। তার কারণেই এ যাত্রা বোন লায়লা বেঁচে গেলেন।'

কথা বলতে বলতে মুসা হাঁফাচ্ছেন। ঘটনার ত্বরিতগতি চিশতি ও ইলাহীকে প্রায় বিহ্বল করে ফেলেছে। তারা এমন কি প্রশংস করারও উদ্যম হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। লায়লা ও হাঁপাচ্ছে দেখে জাহুরাই মুখ খুলল।

'মিসেস ইলাহী তাঁবুর আড়ালে কেবলামুখী হয়ে ওজু করছিলেন। আমি পাশের খেজুরগাছে টেস দিয়ে বসে কোকাকোলা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি নিজের মন্ত্রকাবরণে মুখ ঢেকে একটা লোক গুটি গুটি পায়ে পর্বতের মত উঁচু জায়গাটার আড়াল থেকে বেরিয়ে লায়লার পেছন দিকে এগছে। প্রথমে আমি ভাবলাম আমাদেরই কেউ হবে। কিন্তু হঠাৎ মনে হল আমাদের লোকজনের কেউই তো আরবি জোব্বা পরে অভিযানে আসেনি। সবার পরনেই তো সামরিক পোশাক। তাহলে এই লোকটি কে? আর সে কেন

লায়লার পেছনে পা টিপে এগুচ্ছে। ভয়ে আমি লায়লার নাম ধরে চিংকার দিতেই লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কোমর থেকে পিস্তল বের করে আমার দিকে তাকাল। সে বোধহয় ভাবতে পারেনি যে এখানে লায়লা ছাড়া আরও একজন মহিলা আছে। আমার হাতও আপনা থেকেই আমার বেল্টে বাঁধা রিভলবারের ওপর চলে গেল। হঠাতে টেনে গুলি ছুঁড়লাম। পর পর দু'বার ভয়ে ঠিকমত নিশানা করতে না পারায় লোকটা লাফ দিয়ে পালিয়ে পর্বতের আড়ালে চলে গেল। তারপরই শুনতে পেলাম দ্রুতগামী উটের দৌড়ের মত শব্দ উঠচে। লায়লা আর আমি যখন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শাহেদী ভাইয়ের চিংকার আর সাথে সাথে রাইফেলের গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। লায়লা বলল, ‘তোমার জন্য এবার বেঁচে গেলাম। লোকটা আমাকেই তুলে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল। নিশ্চয়ই শামসের স্নাইপার। এই হল বৃত্তান্ত, ড. ইলাহী।’

‘তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব মিসেস চিশতি, আমার কোন ভাষা নেই।’

ত্রুটি অবস্থার মধ্যে খানিকটা আনন্দঘন শব্দে ইলাহী জাহরার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গেলে চিশতি বললেন, ‘এখানে আত্মসাদের কিছু নেই রে ইলাহী। বুঝতে পারছিস না আমরা একটা সাংঘাতিক অভিযানে বেরিয়েছি। একটু অসর্ক হলেই মৃত্যু কিংবা শত্রুর চরের হাতে নিরাঙ্দেশ হওয়ার সম্ভাবনা। জাহরা হঠাতে বদমাশটাকে দেখে না ফেললে আমাদের সব আয়োজনই আজ ভেঙ্গে যেত। এখন থেকে প্রত্যেককেই তাঁক্ষণ্য দৃষ্টি রাখতে হবে এবং নিজেকেও বাঁচাতে হবে।’

‘পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনাদের উপলক্ষি এবং সর্কর্তা দেখে আমি অত্যন্ত খুশি, বন্ধুগণ। আমার কিছু আর বলার নেই। আমি শুধু আমার বাঙালি বোন জাহরাকে একটি ধন্যবাদ দিতে চাই। চমৎকার জবাব দিয়েছে জাহরা। তবে নিশানাটা তার বেসামরিক। দুটি গুলি দশ গজের ভেতর টার্গেটে লাগবে না— এটা কোনো কাজের কথা হল না।

শাহেদীর কথায় এবার উপস্থিতি সবাই সশব্দে হেসে ফেলল। ড. চিশতি নিজের স্ত্রীর দিকে একটু সন্মেহ দৃষ্টিতে তাকালেন। লায়লা তো এ সুযোগে জাহরাকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগে কোলাকুলি করতে লাগল। জাহরা তার প্রতি সকলের ধন্যবাদ ও প্রশংসার জবাবে শাহেদীর দিকে ফিরে বলল, ‘ব্রাদার কমান্ডার, আমার ট্রেনিংও আপনাদের মতই সামরিক। আমি বাংলাদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী। তবে বহুদিন যাবত আমি অস্ত্র ছেড়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। হঠাতে রিভলভারটা আমার হাতে বেশ ভারি বলে বোধ হচ্ছিল। আর এ কথাও সত্য, লোকটা যখন মিসেস ইলাহীর দিকে পা টিপে এগোচিল তখন তার সাহস দেখে আমি একটু ভড়কে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে যখন লায়লার থেকে আধাগজ দূরে এসে পড়ল তখন আমার মধ্যে আমার সাবেক ট্রেনিংয়ের মিলিটারি অ্যালার্টনেস এসে গেল। সাথে সাথে ট্রিগার টানলাম।’

‘হ্যাঁ বোন, এটা আপনি করেছেন অভাবনীয় দ্রুততায়। যার ফলে লোকটা আপনাকে গুলি পর্যন্ত করতে ভুলে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে লাফিয়ে পালাল। এটা আমার

জন্যও একটা দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। আমি কোনোদিন ভুলবো না। এখন সকলেই চা-কফি খেয়ে প্রস্তুত থাকুন। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের রওনা হতে হবে।' কথাগুলো বলে মুসা শাহেদী স্থান ত্যাগ করলেন।



সকালের নাতা সেরে সকলেই যার যার সুবিধেমত ছায়ার আড়াল খুঁজে একটা বিশ্রাম নিচ্ছিল। কেবল অভিযানের নেতা মুসা শাহেদী একটা অর্ধেক টাঙ্গানো তাঁবুর আড়ালে ড. ইলাহীকে একটা মানচিত্রে তাদের বর্তমান অবস্থান স্থল এবং গন্তব্যে পৌছার পথটিকে সবুজ পেনসিলের রেখা এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। ড. চিশতি একটা চ্যাপ্টা পানির বোতল মাথার নিচে রেখে বালুর ওপর পাতা কম্বলে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এ সময় সহসা তীব্র শব্দে যাত্রার হইসেল বেজে উঠল। সম্ভবত ক্যাপ্টেন আরিফ অভিযান্ত্রীদলের উটগুলোকে কাফেলাবন্দ করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। শাহেদী দ্রুতহাতে ম্যাপ গুটিয়ে ইলাহীকে বললেন, 'আর দেরি করা চলে না। আপনি মেয়েদের তাড়াতাড়ি এসে গাড়িতে চড়তে বলুন। আমার মনে হয় আমরা আরও পদ্ধতি মাইল জিপে যেতে পারব। এরপর উট ছাড়া গত্যস্তর নেই।'

'পার্বত্য উপত্যকা অর্থাৎ দুরহ পথ ধরতে গিয়ে যদি আমরা জিপ ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের গাড়িগুলোর কী গতি করবেন আপনি।'

প্রশ্ন করলেন ইলাহী।

'একজন কাউকে পাহারায় রেখে গেলে হয় না? যেমন ধরন আমাদের মিজানের তত্ত্বাবধানে!'

চিশতির অনুরোধ।

'না ড. চিশতি, সেটা হবে খুব অবিবেচকের কাজ। জেনে শুনে আমরা মিজানকে শামসের হাতে তুলে দিতে পারি না। তাহলে আমাদের গাড়িগুলোসহ আমাদের অভিজ্ঞ ড্রাইভার শক্তির হৃকুম তামিলে বাধ্য হবে। আমরা জীপগুলো বড়জোর কোনো পর্বতের আড়ালে রেখে ফুয়েলের ট্যাংকগুলো খালি করে সমস্ত ফুয়েল উটের পিঠে করে সাথে নিয়ে যাব। যাতে গাড়িগুলোকে শামসের লোকেরা যথেচ্ছ কাজে লাগাতে না পারে। ওদেরও নিশ্চয়ই জিপ থাকবে। তবে বাড়তি ড্রাইভার নাও থাকতে পারে। আমাদের এ পথেই ফিরে আসতে হবে। আমার ধারণা, আমরা ফিরে এসে আমাদের জিপগুলোকে অক্ষতই পাব।'

বললেন মুসা শাহেদী।

ইলাহী আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। ততক্ষণে যাত্রার আয়োজনের কোলাহল উঠল। দ্রুতগতি উটের শব্দ। লটবহর তোলার শব্দ। তাঁর ইত্যাদি গুটিয়ে ফেলার কলরব। ততক্ষণে ড. চিশতিরও বিশ্বামের ঘোর কেটে যাওয়ায় তিনি লাফিয়ে উঠে বসলেন।

‘কী ব্যাপার! যাওয়ার হাঁকডাক উঠছে বলে মনে হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ, আমরা এক্সুপি রওনা দেব ড. চিশতি। উঠুন, তাঁর গোটাবার জন্য বাইরে লোক অপেক্ষা করছে।’

শাহেদীর কথায় চিশতি লাফ দিয়ে সামরিক কেতায় উঠে দাঁড়ালেন। পায়ের বুটে পা ঢেকিয়ে শব্দ করলেন।

‘আমি প্রস্তুত কমান্ডার।’

শাহেদী এগিয়ে গিয়ে চিশতির সাথে হ্যাভশেক করে বললেন, ‘চলুন বাইরে গিয়ে হাওদায় চড়তে হবে। মনে রাখবেন আমরা ভয়ানক উষ্ণতার মধ্যে যাত্রা শুরু করেছি। যাকে বলে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে যাওয়া। আপনারা খানিকটা উষ্ণমণ্ডলের বাসিন্দা হলেও গরম আবহাওয়া এবং সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মেছেন। আমি জানি ব্রাদার, আপনাদের কষ্টের কোনো সীমাই থাকবে না। তার ওপর রয়েছেন বোন জাহুরার মত মরণভূমিতে অনভ্যন্ত একজন মহিলা। আপনারা পুরুষ মানুষ, একটু কষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত হয়তো সইতে পারবেন। বোন লায়লাও অফিস্কার উষ্ণতায় কমবেশি অভ্যন্ত। কিন্তু আমি আমার বাঙালি বোনটির জন্য চিন্তিত। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছাকাছি থাকলে ভাল হয়।’

‘তা বলে মেয়েদের সাথে তাদের হাওদায় চড়তে বলবেন না ভাই শাহেদী। তাদের আবার অক্সিট্রুন্স ব্যাপার আছে।’

‘তাহলে আপনাকে মেয়েদের উটচির পেছনের উটে চড়তে হবে। সুবিধে-অসুবিধেয় যেন সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেন। আপনার সাথে আমাদের সশস্ত্র লোকজন ছাড়াও ড্রাইভার মিজান থাকবে। আমি এভাবেই যাত্রার পরিকল্পনা করেছি ব্রাদার চিশতি। আর কোনো কথা নয়।’

মুসা শাহেদী এবার প্রকৃত সামরিক নির্দেশ জারির মত হুকুম করলেন। আর কেউ কোনো কথা না বলে যার যার হাওদায় দিকে এগোতে লাগল। ড. ইলাহী ও শাহেদী কাফেলার প্রথম উটের পিঠে বাঁধা হাওদায় গিয়ে উঠলেন। কাফেলার সবগুলো উটই মাটিতে হাঁটু ভেঙে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। যাত্রীরা ওস্তাদ শাহেদীর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তার নির্দেশমত যার যার হাওদায় গিয়ে চড়ে বসলেন। সাথে সাথেই আরিফের ছাইসেল বেজে উঠল। ছাইসেলের শব্দে সবগুলো উট একসাথে উঠে দাঁড়াল। এবার সর্বশেষ উটটি যোটি ছিল কাফেলার একেবারে শেষ প্রাপ্তে সেটি প্রথমে কাটা শুরু করল। অর্থাৎ কাফেলার শেষ উটটি পথনির্দেশক হিসেবে চলে এল সবার

আগে। তারপর ক্রমান্বয়ে এক এক করে পেছন থেকে উট এসে সামনে দাঁড়ানো উটগুলোকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। ফলে শাহেদী ও ইলাহীর উট চলে এল সকলের শেষে। মনে হল যেন উটেরা সার্কাসের হাতির মত এগিয়ে পিছিয়ে অভিযাত্রিক কাফেলাটিকে পরিপূর্ণ সামরিক কায়দায় সাজিয়ে চলতে শুরু করেছে। এখন আর কোনো হাঁকড়াক কিংবা চেঁচামেচি নেই। জাহরা ও লায়লা হাওদার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ওস্তাদ শাহেদীর সামরিক উটের মহড়া দেখে বিশ্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। জাহরা বলল, ‘এতো ম্যাজিক দেখছি লায়লা!’

‘তুমি মুসা ভাইয়ের লোকজনের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে আর কতটুকুই বা জানো? মিসর সরকার এদের তৎপরতা, আত্মত্যাগ এবং বীরত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সন্তুষ্ট। এদের ঈমানের জোর এবং আল্লাহর উদ্দেশে নিজেদের সবকিছু কোরবান করে দেয়ার ইতিহাস পড়লে মনে হবে নবুয়তের শাস্তিময় যুগ বোধহয় সত্যি ফিরে আসছে। তুমি কি সৈয়দ কুতুবের নাম শুনেছ?’

‘নাতো! তিনি বুঝি এদের লিডার?’

‘ঠিক তা নয়। তবে এরা তাঁর ইসলাম ব্যাখ্যাকে ফলো করে। সুযোগ পেলে তুমি সৈয়দ কুতুব পড়ে নিও।’

‘তোমার কথা আমার মনে থাকবে মিসেস ইলাহী।’

‘এদের সহায়তা না পেলে তোমরা আমাকে উদ্ধার করতে পারতে না। মনে রেখো, শামসের মরণ মৃষিকেরা এদের কেয়ার করে বলেই আমরা এ অভিযানে এগিয়ে চলেছি। সামনে আছে ঘোর দুর্দিন। আমরা যদি সত্যি প্রিসেস জুলফিয়ার পিরামিড বা কবরটা খুঁড়ে ফেলতে পারি তবে জগতে একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে। এমন একটা ঐতিহাসিক আবিষ্কার আরবদের হাতে থাকুক ইসরায়েল তা সহ্য করতে চাইবে না। শামস যখন দেখবে আমি হিকশেস ফেরাউনদের পিরামিডগুলো বিশেষ করে রাজকুমারী জুলফিয়ার পিরামিড পেয়ে গেছি, তখন এরা সরাসরি আক্রমণ করবে।’

বলল লায়লা।

জাহরা বলল, ‘আচ্ছা আমাদের এ অভিযানের বর্ণনা দেয়ার মত কাউকে আনলে হত না? না এতে অভিযানের ক্ষতি হত?’

‘হায়রে বোকা মেয়ে, তুমি তাহলে কিছুই লক্ষ্য করনি। আমাদের সাথে ইঞ্জিনের সর্বাধিক বিপুলবী পত্রিকার আসল মালিক যিনি, তিনিই তো যাচ্ছেন। ওই দৈনিকের অর্ধেকটার মালিক হলেন বেনামে আমাদের শাহেদী ভাই ও তার দলবল। আমাদের কাফেলার একটা উটের পিঠে যাচ্ছে মুভি ক্যামেরা। ঐ দ্যাখো, আমাদের পাশের বাহনটি থেকে ক্যামেরার লেস সর্বক্ষণ আমাদের তন্ম তন্ম করে দেখছে আর ছবি তুলছে। আমাদের অভিযানের সবটাই ফুল লেষ্ট ডকুমেন্টারিতে পরিণত হবে। সেখানে শক্তির প্রতি তোমার রিভলভার থেকে গুলি চালনার ঘটনাটিও হয়তো খুঁজলে পাওয়া যাবে।’

‘বল কি লায়লা? আমি তো এসবের কিছুই এতক্ষণ বুঝতে পারিনি! তাহলে তো এক বিশাল আয়োজন আমাদের সাথে সাথে চলেছে?’

‘হ্যাঁ, তাই। এখন আর কথা নয়। দ্যাখো কাফেলা এখন উন্মুক্ত ডেজার্টে এসে পড়েছে। এখনকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার মতো। চতুর্দিকে তরঙ্গায়িত বালুর সমৃদ্ধ। আকাশে দ্যাখো কয়েকটা বাজপাখি উড়ছে। এর মানে হল আমরা এখনও জনবসতির পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেই আছি। যখন আকাশে পাখি বা মেঘের সামান্য আভাসও থাকবে না, তখন জেনো উপত্যকার প্রকৃত নির্জন এলাকায় আমরা প্রবেশ করেছি।’

লায়লার আদেশে জাহুরা চুপ করে মরুভূমির বিস্তার দেখতে লাগল। সে নিজে নদী-নালার দেশের মানুষ। সবুজের আরাম সব সময় চোখে যেখানে লেগে থাকে সেই বাংলাদেশের প্রকৃতির সাথে আফ্রিকার মরু অঞ্চলের ধূসরতার পার্থক্য সে মনে মনে উপলক্ষ্মি করল। জাহুরা অবশ্য বিশ্মিত হল না, কারণ সে নিজেই ভূগোলের লেকচারার। পৃথিবীর জলবায়ু এবং ভূ-প্রকৃতির গঠন ও বৈচিত্র্যের সাথে তার কমবেশি পরিচয় আছে। জাহুরা একজন ভূগোলবিদের কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে সীমাহীন মরুদিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলে সামনে এগোতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই অসহ্য উভাপের কিছু আভাস পেল জাহুরা। মরুঝটিকার মত উষ্ণ বায়ুস্তোত্র কাফেলার ওপর দিয়ে শিস তুলে বয়ে চলেছে। সূর্য একটি আগনের গোলকের মত মধ্যাহ্নের আকাশে তরতর উঠে যাচ্ছে। সারাটা কাফেলার মধ্যে কারো কোনো উচ্চবাচ্য বা হৈ হল্লা নেই। সকলেই যেন নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যের দিকে ধীরগতিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্ধৃতীৰ।

সন্ধ্যার দিকে কাফেলা এসে একটি পর্বতের সানুদেশে দাঁড়াল। আরিফের সামরিক হাইসেল শুনেই সবগুলো উট নিখর হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সাথে সাথেই কাফেলার পজিশন আগের মত বদল হতে লাগল। দেখা গেল সকলের পেছনের উটটি থেমে থাকা উটগুলোকে অতিক্রম করে এগিয়ে এসে সামনে ফাঁকা জায়গায় হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। হাওদা থেকে প্রথম নামলেন মুসা শাহেদী। তার পেছন থেকে নামলেন ইলাহী ও একজন সশস্ত্র সেন্ট্রি। মুসা ইদিতে কাকে যেন কী বললেন। সাথে সাথে আরও একবার হাইসেলের শব্দ পাওয়া মাত্র উটগুলো হাঁটু নামাল। প্রত্যেকটি হাওদা নড়ে উঠল। পুরো কাফেলাটাই যেন মাটির সাথে সমান হয়ে বসে গেল।

লায়লা হাওদা থেকে নেমেই জাহুরাকে ইঙ্গিত করে বলল, ‘নেমে এসো। কমান্ডার হুকুম করেছেন এখানেই দুপুরের বিশ্রাম এবং লাক্ষণ।’

জাহুরা হাওদা থেকে নেমেই চারপাশে তাকিয়ে বলল, ‘এখানে তো দেখছি অনন্ত কালের রোদের তাপে পর্বতচূড়গুলোও পুড়ে সুরমা হয়ে আছে। আর আগনের হলকার মত গরম হাওয়া বইছে। এখানে কি করে সবাই বিশ্রাম নেবে?’

‘উপায় নেই বাঙালি মেয়ে! কমান্ডার শাহেদীর হুকুম।’

লায়লার কথায় সে যাত্রীদের কর্মতৎপরতার দিকে তাকাল। আশ্চর্য, এর মধ্যেই

হাওদা থেকে লোকজন লাফিয়ে পড়ে তাঁবুর খুঁটি পুঁততে লেগে গেছে। কেউবা দু'হাতে বালু সরিয়ে রান্নার স্টোভ, সমোভার এবং বিপুলাকার ডেগ-ডেকচি ও ফ্রাইপ্যান বসাবার কসরতে লেগে গেছে।

লায়লা জাহুরার হাত ধরে বলল, ‘আরে, অত ভাববার কী হয়েছে? চলো কমান্ডার শাহেদীকে জিজেস করে আসি আমরা কোন তাঁবুতে বিশ্রাম নেব।’

জাহুরা পায়ে পায়ে লায়লার সাথে এগিয়ে গিয়ে দেখল, শাহেদী এবং ইলাহী একটা ম্যাপের ওপর উপুড় হয়ে কী যেন দেখছে। ততক্ষণে চিশতিও হাওদা থেকে নেমে সেখানে এসে উপস্থিত।

‘এতো দেখি তঙ্গ কড়াইয়ে তোরা আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিস রে ইলাহী। এখানে কতক্ষণ থাকতে হবে?’

‘একটা মাত্র রাত মি. চিশতি।’

চিশতির জবাবে বললেন মুসা শাহেদী।

ইলাহীও হাসলেন, ‘ঘাবড়াচিস কেন? এখন মাত্র বেলা তিনটা। দুপুরের খাওয়া সারতে পাঁচটা বেজে যাবে। তখন অতটা গরম থাকবে না বলে মুসা শাহেদী বলেছেন। খেয়ে তাঁবুর ভেতর পড়ে ঘুম দে। তোর আর জাহুরার জন্য একটা আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন ব্রাদার শাহেদী। তোরা নববিবাহিত বলে কমান্ডারের এই কনসেশন। ওই দ্যাখ লোকজন তাদের তাঁবুটা এর মধ্যেই খাড়া করে ফেলেছে। যা গিয়ে বৌ নিয়ে শুয়ে পড়।

ইলাহীর কথায় লায়লাও মুচকি হাসল, ‘দোজখেও তোমরা পুরষেরা বাসর বানাতে পার দেখছি।’

এবার লায়লার কথায় সবাই হাসল। শাহেদী বললেন, ‘আমি বোন জাহুরাকে একটু সুবিধে না দিয়ে পারি না। কারণ তার বাঙালি কোমলাঙ্গী গঠনের জন্য এখানকার মরু আবহাওয়াটা একটু বেশি কর্কশ। তাছাড়া শুনেছি মি. চিশতির সাথে আমার বাঙালি ভগ্নিটির বিষে হয়েছে মাত্র অল্পকাল আগে। একথা জেনে আমি সত্য সহানুভূতিশীল। যান মি. চিশতি, আপনারা তাঁবুতে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিন। সেখানে কোকাকোলার পেটি আপনাদের জন্য খুলে দিতে বলেছি। এক ঘণ্টার মধ্যে দুপুরের খাবার তৈরি হয়ে যাবে। তখন আবার ডেকে আনব। আজ রাতটা অত্যন্ত সাবধানতার সাথে এখানেই কাটিয়ে আমরা শেষরাতের দিকে পর্বত অতিক্রমে রওনা হব। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই।’

শাহেদীর নির্দেশ অলংঘনীয় ভেবে জাহুরা ও চিশতি তাদের নির্ধারিত তাঁবুর দিকে হাঁটা দিল।



কমান্ডার শাহেদীর কাফেলা রাত শেষ হবার আগেই উচ্চভূমি, মরু পার্বত্য এলাকা ও অচেনা দিগন্তের দিকে রওনা হয়েছে। সকালের নাস্তা কারো ভাগ্যে জুটল না। রাত তিনটার দিকে ক্যাট্টেন আরিফ তার কমান্ডারের নির্দেশে হাইসেল বাজিয়ে জাগিয়ে দিয়ে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে চলার ইঙ্গিত দেয়ায় কেউ কোনোরূপ প্রশ্ন না করেই তাঁর গুটিয়ে যার যার হাওদায় উঠে বসেছে। নিঃশব্দে উটের মিছিল বালি ও পাথরের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। হাওদায় হাওদায় ঘুমকাতর অভিযাত্রীরা চুলছে। এ ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোতে ঘুমোতে যাচ্ছে। কেবল ইলাহী ও শাহেদীর চোখেই সন্তুষ্ট ঘুমের আড়ত নেই।

‘ভোরের আগেই যে যাত্রার নির্দেশ দেবেন এমন আভাস কিন্তু গতকাল এখানে আসার সময় বুঝতে পারিনি।’

এই প্রথম কমান্ডারকে ইলাহী প্রশ্ন করলেন।

‘আমারও শেষরাতে রওনা হওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিল না ড. ইলাহী। তাঁবুতে আমি ও আপনি যখন বিশ্রাম নিছি, অর্থাৎ পরিপূর্ণ ত্রিপ্তিতে ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন আরিফ আমাকে জাগিয়ে বলল যে তার কাছে আংকল কারামের একটা বার্তা এসে পৌছেছে। আংকল আমাদের রওনা করিয়ে দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও বসে নেই। শক্রদের গতিবিধি পরখ করার জন্য তার নিজস্ব এজেন্টকে কাজে লাগিয়েছেন। রাতের শেষভাগে লোকটা আরিফকে জাগিয়ে দ্রুত স্থানত্যাগের ইঙ্গিত দিয়ে মরুভূমিতে মিলিয়ে গেছে। শামস আছে এখান থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল পেছনে। তার সাথেও আর্মড লোকজন আছে। সংখ্যায় তারা জনতিরিশেক। লোকটা আরিফকে বলেছে মরুমূষিকেরা আমাদের আক্রমণ করার ফিকির খুঁজছে। সমতল ভূমিতে বিশ্রামরত অবস্থায় আমাদের পেলে তাদের বেশি সুবিধে হবে। যদিও লোকবল এবং অন্তর্শস্ত্রের দিক দিয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত সবল তরুণ মুখোমুখি সংঘর্ষ যতক্ষণ এড়িয়ে চলা যায় ততক্ষণ আমাদের উচিত তা এড়িয়ে যাওয়া।’

বললেন মুসা শাহেদী। তার দৃষ্টি অবশিষ্ট কাফেলার মহুর চলার দিকে। ইলাহী এ কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, ‘শামস যে অ্যাটাক করবেই এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হলেন কি করে? এমনও তো হতে পারে সে জুলফিয়ার কবরটার হানিস পেতেই ঘোরাফেরা করছে?’

‘আপনার কথা আংশিক ঠিকই আছে। সে আসলে জুলফিয়ার মাটির নিচে সেঁধিয়ে

যাওয়া পিরামিডের হদিসই চায় বটে। কিন্তু হদিস পেলেই যে সে এবং তার দলবল লাভবান হবে এমন তো না। তার খোঁড়াখুঁড়ির পথে আমরাই প্রধান বাধা। দ্বিতীয় বাধা হল পিরামিডের অভ্যন্তর ভাগের সংকেত না জানা। যে সংকেতসমূহ আপনার স্ত্রী ছাড়া আপাতত আর কারো জানা নেই। শামসের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই হবে লায়লাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া।’

‘তাখলে তো সংঘর্ষ অবশ্যস্থাবী।’

‘আমারও তা-ই ধারণা। শামস আক্রমণ করবেই। এখন দলের কমান্ডার হিসেবে আমার লক্ষ্য হচ্ছে কত কম লোকক্ষয়ের মাধ্যমে আমরা মরুমৃষ্ণিকদের ঠেকিয়ে পিরামিড এলাকায় গিয়ে হাজির হতে পারি।’

‘এ অবস্থায় লায়লাকে আমাদের হাওদায় রাখলে ভাল হয় না?’

‘ভয় পাবেন না। লায়লা যে হাওদায় যাচ্ছে তাকে ঘিরে আছে আমাদের জানবাজ ছেলেরা। আমাদের সবচেয়ে পরীক্ষিত কমান্ডো বাহিনী। মনে রাখবেন, আপনার স্ত্রীর আশপাশে তারা রাইফেলের নল মুহূর্তের জন্যও অবনমিত না করে সজাগ পাহারা দিয়ে এগোচ্ছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই আমরা এখানকার মাউন্টেনের সাপোর্ট পাবো। আগমানী সন্ধ্যায় পাবো আরও একটা সমতল এলাকা। সেখানেই শামস একটা সুযোগ নিতে চাইবে ড. ইলাহী।’ স্থান হেসে জবাব দিলেন মুসা শাহেদী।

ইলাহী বললেন, ‘আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে আংকল এখনও আমাদের সাহায্য-সহায়তা দিচ্ছেন। কথাটা এক ফাঁকে লায়লাকে জানালে তার মনে সাহস বাঢ়ত।’

‘সে সুযোগ পাবেন। সমতলে গিয়ে আপনাকে লায়লার হাওদায়ই চলতে হবে। আমাকে আর আরিফকে একান্তে পরামর্শ করে চলতে হবে। যুদ্ধের সময় কাফেলার বেসামরিক অভিযানী বন্দুগণকে কাফেলার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান নিতে হবে। আমার উটটা হবে কমান্ডক্যাম্প। আগে পিছে চলবে কমান্ডোরা। সবই আপনাদের বিশেষ করে বোন লায়লার নিরাপত্তার খাতিরে মেনে নিতে হবে, ব্রাদার ইলাহী।’

‘আপনার আদেশ অবশ্যই আন্তরিকভাবে আমরা মেনে নেব।’

‘ফজরের আভা দেখা যাচ্ছে। আমাকে একটু সিজদার জায়গা ছাড়ুন। উটের পিঠেই সালাত সেরে নিই।’

ইলাহী তাড়াতাড়ি হাওদার ওপরই জায়গা ছেড়ে কাত হয়ে বসলেন।

পার্বত্য মালভূমিটা পার হয়ে প্রান্তরে পৌছতে আর মাত্র বিশ মিনিট বাকি। পার্বত্য ঢালুতে উটের সারি পৌছতেই আরিফের বাঁশি শোনা গেল। সবগুলো উটই হুইসেল শুনে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে পড়েছে। আরিফ লাফিয়ে হাওদা থেকে নেমে দ্বিতীয়বার ফুঁ দিল। আর সাথে সাথেই কাফেলা হাঁটু নামিয়ে পার্বত্য ঢালুতে বসে গেল। তারপর কমান্ডারের নির্দেশ শোনা গেল।

এখানেই প্রাতকৃত্য ও নাস্তা সারতে হবে। সামনে সমতল অর্থাৎ দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। নাস্তার পর কফির পেয়ালা হাতে নিয়েই যাতে অভিযানীগণ হাওদায় উঠে

বসেন, আরিফ প্রতিটি উঠের পাশে এসে তার কমান্ডারের হকুম জারি করে গেল।

এর মধ্যে চিশতি ও জাহুরাকে লায়লাসহ নিচে নামতে দেখে ইলাহী এগিয়ে এলেন।

‘এখন থেকে আমরা একসাথে চলব লায়লা। কমান্ডার শাহেদীর হাওদায় এখন সামরিক ক্যাম্প বসবে।’

জাহুরা বলল, ‘কী ব্যাপার মি. ইলাহী? সামনে কোনো ভয়ের ব্যাপার আছে নাকি?’

‘সঠিক করে কিছু বলা যাচ্ছে না। কমান্ডারের হকুম। আমরা কেবল মান্য করে চলব। চলো তোমাদের উটের ছায়ায় বসে নাস্তা সারব।’

সবাই গিয়ে উটের ছায়ায় কবল বিছিয়ে বসে পড়ল। এসময় আরিফ ছুটতে ছুটতে এসে লায়লাকে বলল, ‘আপনি আসুন। কমান্ডারকে আপনার রিডিংয়ের আরও খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতে হবে।’

লায়লা উঠে দাঁড়াল। সবাই হাত নেড়ে লায়লাকে উৎসাহ দিল। আরিফের সাথে লায়লা এসে পার্বত্য ঢালুর যেখানে একটা পাথরে হেলান দিয়ে মুসা শাহেদী ম্যাপ দেখছিলেন সেখানে দাঁড়াল।

‘আদেশ করুন ত্রাদার শাহেদী।’

‘আদেশ কিছু নয় বোন। এখন থেকে আপনাকে খুব সতর্ক এবং সজাগ হয়ে হাওদায় চড়তে হবে। শামসের লোকেরা সমতল ক্ষেত্রে অ্যাটাক করতে পারে। আবার নাও করতে পারে। এমনও হতে পারে আমরা যখন পিরামিডটা খোঁড়ার কাজ শেষ করব তখন আকস্মিক আক্রমণে সবকিছু ভেঙ্গে দিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনার দ্বিতীয় কাজ হল, ধরন যদি কোনো কারণে সামনাসামনি লড়াইয়ে আমার কিছু হয়ে যায়, মারাত্মক আহত হই বা মৃত্যু ঘটে, তাহলে ক্যাপ্টেন আরিফের নির্দেশ মান্য করে সবাইকে গন্তব্যে পৌছতে সাহায্য করা। আর কার্যোদ্ধার হলে কায়রো পর্যন্ত ফিরে যেতে হবে। এই অভিযানে আমার দলের সাহায্যের কথা একদম গোপন রাখতে হবে। এমনকি আংকল কারামে আপনার মামা হলেও লেবানিজ সাহায্যের কথা আপনি এবং আপনার স্বামীর বন্ধু-বন্ধন সবাইকেই চেপে যেতে হবে। সবচেয়ে বড় অনুরোধ হল, আপনি ও আপনার স্বামী দুজনই মিসরে বিদেশি। যেহেতু আপনি মিসর সরকারের কর্মচারী এবং আপনার বাঙালি স্বামীও এই সরকারের বেতনভোগী ব্যক্তি সে কারণে ন্যায়ত এবং ধর্মত আপনাদের আবিক্ষার, পরিশ্রম এবং জেহাদের সুফল মিসরীয় জনগণের বলে গণ্য হবে। আপনি আমাকে প্রতিশ্রূতি দিন। আমি সরকারের ঘোর বিরোধী হলেও মিসরীয় জনগণের অংশ। তাদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই অভিযানে এসেছি।’

মুসার কথায় দেশপ্রেমের বিদ্যুৎচক্র দেখে লায়লা অভিভূত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

‘ভাই শাহেদী, আপনার খোলামেলা কথায় সত্যি আমি খুব খুশী হয়েছি। এতদিন

জানতাম আপনি একজন কঠোর নীতিনিষ্ঠ ইসলামপন্থী বিপ্লবী। এখন দেখছি, মিসরের প্রতি আপনার ভালোবাসাও তুলনাহীন। আমি মিসর সরকারের চুক্তিবদ্ধ একজন বিদেশি কর্মচারী মাত্র। এ দেশের নূন নিম্ন খেয়ে বেঁচে আছি। এ দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক গৌরব, আমার আবিক্ষারের সমন্ত কপিরাইট এবং দলিলপত্র আমি বিশ্ববাসীকে সাক্ষী রেখে জাতিসংঘের পুরাতাত্ত্বিক নীতি অনুযায়ী মিসরীয় মিউজিয়ামের হাতেই তুলে দেব। তবে এর আবিক্ষারক হিসেবে এর বিবরণ লেখার কপিরাইট অবশ্যই আমার এবং ইলাহীর থাকবে। এই ক্রিতিত্বক থেকে আশা করি আপনি, একজন মিসরবাসী মুসলিম হিসেবে আপনার এক লেবানিজ বোনকে দিতে কার্পণ্য করবেন না?’

লায়লার কথায় মুসা শাহেদী হেসে ফেললেন, ‘চমৎকার প্রস্তাব, বোন লায়লা। আপনার ধীশৃঙ্খল এবং দেশপ্রেমকেও আমি শন্দা জানাই। অবশ্যই আপনার আবিক্ষার অ্যাস্কেভেশন, পুস্তক রচনা এবং সাংবাদিক সম্মেলন করার অধিকার মিসরবাসী হিসেবে আমরা মেনে নেব। আপনার প্রতিভার জন্য সব প্রশংসা অবশ্যই আপনার দেশের জনগণের এবং সরকারের প্রাপ্য হবে। আমি তা কেন মানব না? এখন আপনাকে কেবল অহেরাত্ সর্তক থাকার পরামর্শ দিছি। একই সাথে ড. ইলাহীকেও।’

‘আপনার উদারতার জন্য এবং আমার আর আমার স্বামীর প্রতি বিশেষ স্নেহদৃষ্টির জন্যও আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এবার আমি আসি।’ বলল লায়লা।



লায়লা যেতে উদ্যত হলে মুসা শাহেদী বললেন, ‘যাওয়ার আগে আপনার সাথে আরও একটা বিষয়ে একটু পরামর্শ করার আছে। আপনি আমার পাশে একটু বসুন।’

লায়লা ও আরিফ কম্বান্ডারের বিছিয়ে রাখা ম্যাপের গা ঘেঁষে পাথরের ওপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে বসে পড়ল। মুসা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ম্যাপের ওপর তাকিয়ে থেকে সহসা লায়লার দিকে মুখ তুলে বলল, ‘আপনাকে অপহরণ করার জন্য শামস তার বাহিনী নিয়ে আমাদের বাম দিকের মরু অঞ্চলে অপেক্ষা করছে। আমরা সামনের মাউন্টেন পার হয়ে সমতলে পড়লেই ঝটিকা আক্রমণে সে তার কার্যোদ্ধার করতে চাইবে। এ ব্যাপারে আপনার মত কি?’

লায়লা সচকিত হয়ে জবাব দিল, ‘শামস আমাদের অবস্থান থেকে কতদূরে আছে বলে অনুমান করেন?’

‘যখন খবর আমাদের কাছে এসে পৌছে তখন সে তিরিশ কিলোমিটার ব্যবধান

রেখে এগোচ্ছিল। আমার আন্দাজ তার দলবল এতক্ষণে পনেরো কিলোমিটারের ব্যবধানে আছে। এমনও হতে পারে সে সামনের পর্বতে আমাদের আগেই পৌছে গেছে। নেহাতই আন্দাজ। সঠিক করে কিছু বলতে পারছি না।’

‘ধরন যদি আমরা পর্বতের সানুদেশেই আক্রমণ হই, তেমন অবস্থায় আমাদের প্রস্তুতি কি যথেষ্ট?’

‘প্রতিরোধের জন্য আমাদের প্রস্তুতি মন্দ নয়।’ জবাব দিলেন শাহেদী।

‘আর ধরন প্রতিরোধের অপেক্ষায় না থেকে আমরা যদি শক্রদের আক্রমণ করি? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি—ভয়ের ভিতর সময় অতিবাহিত না করে আমরাও তো শক্রকে আতঙ্কের মধ্যে রাখতে পারি। তেমন ক্ষমতা আমাদের আছে কি না?’

কমান্ডার মুসা শাহেদী লায়লার এই আকস্মিক প্রশ্নে যেন খানিকটা হতবাক হয়ে গেলেন। এভাবে তো তিনি অভিযানের পরিকল্পনায় কোনো আক্রমণের আশংকার কথা ভাবেননি? অকস্মাত তার মুখে সৈনিকসুলভ মৃদু অর্থচ দৃঢ়চেতা হাসির আভাস ফুটে উঠল।

‘বোন লায়লা আপনি আমাকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছেন। হ্যাঁ, আমরা কেবল আক্রান্ত হওয়ার প্রস্তুতির কথাই ভেবেছি। অর্থ আমাদের যে অন্তর্শস্ত্র ও লোকবল আছে তাতে শক্রকে আগেই পর্যন্ত করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। তুমি এ ব্যাপারে কি বল আরিফ?’

‘আমার তো মনে হয় এর চেয়ে উত্তম প্রস্তাব আর কিছু হতে পারে না। এখনই আমাদের দলকে দু’ভাগে ভাগ করে একটা আক্রমণাত্মক বাহিনীকে সুনির্দিষ্ট টার্গেটের উপর মার্চ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।’

উৎসাহের সাথে জবাব দিল ক্যাপ্টেন আরিফ।

‘কিন্তু তোমাকে যারা ইনফরমেশন দিয়েছে তারা তো আর শক্র দলের সুনির্দিষ্ট অবস্থান বা অগ্রগতিনের গতিটা বলে দ্যায়নি! সে কেবল জানিয়ে গেছে, শক্ররা পিছু ধাওয়া করে এতদূর পর্যন্ত এসেছে। তাদের লোকবল এবং আর্ম অ্যামিউনিশন সম্বন্ধে একটা ধারণা মাত্র আমরা জেনেছি। আমরা যদি প্রতিরোধের বদলে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিই তাহলে এক্ষুণি কি ব্যবস্থা নিতে পার আমাকে জানাও।’

‘তাহলে কমান্ডার আমাকে কমপক্ষে আধুনিক সময় দিন।’

আরিফ মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে সেলুট করল।

হাতের ইশারায় মুসা তাকে অনুমতি দিলেন। আরিফ চলে গেলে তিনি লায়লাকে বললেন, ‘আপনার চমৎকার প্রস্তাবের জন্য শোকরিয়া জানাচ্ছি। আক্রমণাত্মক পজিশনে যাওয়ার সম্ভাবনাগুলো এখনই জানা যাবে। যদি আমাদেরকেই অ্যাম্বুস বা আক্রমণাত্মক ব্যবস্থায় যেতে হয় তবে জেনে রাখা ভালো দলকে দুটি ভাগে ভাগ করে ফেলতে হবে। একটাতে অসামরিক ব্যক্তিবর্গ যেমন আপনি, আপনার স্বামী, তার বন্ধু-বান্ধবী, ড্রাইভার, অ্যাস্পেক্টেশন স্প্রেটের দিকে এগোতে থাকবে। আর আমি, আরিফ

ও আমাদের কমান্ডোরা সরাসরি শামসের দলবলের দিকে এগিয়ে যাব।’

‘আমাদের সাথে কোনো সশস্ত্র গার্ড থাকবে না?’

‘দু’চারজনের বেশি নয়। আপনারা সকলেই তো সশস্ত্র। আর আপনার সাথে তো আপনার অসাধারণ সতর্ক বুদ্ধিমত্তাকেই আমি ছেড়ে দিচ্ছি। যদিও আমার মনে হচ্ছে আমাদের আক্রমণাত্মক অভিযানে আপনার মত দ্রুত পরামর্শ দেয়ার মতো মানুষ দরকার। সেটা পারছি না কারণ আমাদের মূল পরিকল্পনা হলো একটা মন্তব্দ প্রতিহাসিক ঘটনা আবিক্ষার। আর সেই আবিক্ষারের মূল নেতৃত্ব হলেন আপনি। আমরা কেবল আপনার নিরাপত্তারক্ষী মাত্র। আর কিছু নই।’

হাসলেন কমান্ডার শাহেদী।

‘আমি বলেছি বলেই শামসকে আগেভাগে আক্রমণ করবেন না। আরও চিন্তা করে দেখুন। আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার এগোতে সাহস হবে কিনা কে জানে?’

‘আমি ভেবে দেখেছি। শামসকেই আগে আক্রমণ করতে হবে। এতে যদি আমার এবং আমার লোকদের শাহাদাতই ঘটে যায় তাহলে শামসের পক্ষেও এমন মারাত্মক ক্ষতি হবে যে তার আর কারোর পশ্চাত্ধাবনের শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। তাকেও দারণভাবে রক্তাক্ত হতে হবে। এমতাবস্থায় আপনি আপনার আবিক্ষারে আর বড় কোনো বাধা পাবেন না। আর যদি বিজয়ী হই তাহলে তো আল্লাহর অপরিসীম কৃপার জন্যই সেটা ঘটবে। আমরা সম্মিলিতভাবে জুলফিয়ার কফিন বাকসের ডালা খুলে বিশ্বাসীকে তাক লাগিয়ে দেব। আপনার সাহস ও বুদ্ধিমত্তার ওপর আমার অগাধ ভরসা আছে বলেই বলছি। যান এখন গিয়ে ড. ইলাহীর সাথে নাস্তা সারুন। আরিফের ক্লিয়ারেন্স পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।’

লায়লা এ কথায় আর বিলম্ব না করে উঠে দাঁড়াল।

‘আপনার আদেশ মাথা পেতে নিছিঃ কমান্ডার।’

মুসা হেসে হাত নেড়ে তাকে বিদায়ের ভঙ্গি করলেন।

আধ ঘণ্টা পর বিশ্বায়করভাবে তাঁবু খাটানোর ভুইসেল পেয়ে কাফেলা থেকে একদল লোক বেরিয়ে গিয়ে খোলা মরুভূমির পাথর, কংকর ও জোর বাতাসের দাপানির মধ্যেই তাঁবুর খুঁটি বসাতে শুরু করল। একটু পরেই আরিফসহ মুসা শাহেদী এসে ইলাহী, লায়লা, চিশতি এবং জাহুরার উটের কাছে দাঁড়ালেন। লায়লা সন্তুষ্টভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘কোনো সংবাদ কমান্ডার?’

‘শামসের অবস্থান সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায়নি। এখন এটা না জেনে আমার লোকজন আর এখান থেকে নড়বে না। তবে বোন লায়লা, আপনার আর বিশ্বাম নেয়া চলবে না। এক্ষুণি রওনা হয়ে মেমফিসের রুইন এলাকার দিকে দ্রুতগতিতে এগোতে হবে। মানচিত্রের নিরিখ নির্ভুল হলে আগামীকাল সকাল নাগাদ আপনারা ওই গ্রামে পৌছবেন যেখানে একদা একটা প্রাচীন কারাগার ছিল বলে আপনার ধারণা। এখন

আর এ ব্যাপারে পরামর্শ করার সময় নেই ড. ইলাহী। বদ্ধুগণ আপনাদের মঙ্গল সামনে। এক্ষুণি রওনা হোন। আমরা এখানেই অবস্থান করব। আমাদের এখানে অবস্থানের কারণ বোন লায়লা আপনাদের যথাস্থানে পৌছে ব্যাখ্যা করবেন।'

কথাগুলো বলে মুসা শাহেদী ও আরিফ দ্রুত স্থান ত্যাগ করল। কিছু উষ্ট্রচালক সে সময় একটা বেসামরিক উটের সারি তৈরি করার জন্য হাঁকডাক শুরু করলে লায়লা বলল, 'ডিয়ার ইলাহী, আর কোনোকিছু আমাদের এই মুহূর্তে আলোচনা করা অনুচিত। কমান্ডার যা বলেছেন তা আমার সাথে আলোচনা করেই হয়েছে। এখন আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য হাওদায় উঠতে হবে। শুধু এটুকু মনে রেখো, শামস আমাদের আর সহসা নাগাল ধরতে পারবে না। পিরামিড এলাকা পর্যন্ত, এমন কি খোঢ়াখুঁড়ির যাবতীয় আঞ্চাম দেয়ার এটাই উপযুক্ত মওকা।'

লায়লার কথা শুনে ইলাহী, চিশতী ও জাহুরা আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে জোড়ায় জোড়ায় হাওদায় উঠে গেল। কেবল মিজানকে ক্যাপ্টেন আরিফ এসে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় হাওদার দিকে মুখ উঁচু করে আরিফ লায়লাকে জানাল, কমান্ডারের হৃকুমেই সে ড্রাইভারকে নিয়ে যাচ্ছে। লায়লা কোনো প্রতিবাদ না করে জিজ্ঞেস করল, 'শামসের কি হাদিস পাওয়া গেছে?'

'আজ সারাদিনের চেষ্টায় আমরা তা জানব মিসেস ইলাহী।'

'পারবেন, যদি আমরা সফল হই।'

'খোদা হাফেজ ক্যাপ্টেন, সাবধানে থাকবেন।'

'খোদা হাফেজ মিসেস ইলাহী। কাফেলার প্রথম উটটিতে আমাদের একজন প্রবীণ গার্ড আপনার গাইড। কাফেলা আপনার নির্দেশে চলবে বলে কমান্ডার সবাইকে বলে দিয়েছেন। অ্যাক্ষেপ্টেশনের সব টেকনিশিয়ান আপনার হৃকুম মান্য করে কাজ করবে। এদের হাফ পেমেন্ট মিটিয়ে দেয়া আছে। বাকি অর্থ কাজ শেষ হওয়ার পর মেটানোর চুক্তি আছে। কেউ বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করলে আপনি সোজাসুজি আপনার পিস্তলের গুলিতে তাকে শায়েস্তা করবেন। চুক্তির শর্তেই এটা আছে। কোন চিন্তা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব রাখবেন না। আল্লাহ আমাদের পুনর্বার সম্মিলিত হওয়ার তওফিক দিন। আল্লাহ আকবার।'

কাফেলার পায়ের ঘূর্ণিধূলোর চক্রে আরিফ আবৃত ও অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাত বারোটার দিকে কমান্ডার শাহেদীর তাঁবুতে একটা ক্ষীণ বাতি জুলে উঠলে দেখা গেল মুসা, আরিফ ও একজন সামরিক উষ্ট্রচালক একটা মানচিত্রের ওপর উরু হয়ে কী যেন পরামর্শ করছে। তাঁবুর বাইরে একটা কালাশনিকভ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে মিজান। সামরিক উষ্ট্র চালকটি বলল, 'আমরা যেখানে আমাদের গাড়িগুলো রেখে এসেছিলাম শামসের বাহিনী এখন সেখানেই তাঁবু ফেলে রাত কাটাচ্ছে। আমি কমান্ডারের নির্দেশ মত একজন বেদুইন সেজে সবকিছু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দেখে এসেছি। যদি আক্রমণ করতেই হয় তাহলে সকালে তাদের

জাগার মুহূর্তের আলসেমির সুযোগে আক্রমণ চালাতে হবে। আপনার পঞ্জিশন নিতে হবে পাশের পর্বতমালায়। শক্রপক্ষের কেউ চিন্তাও করতে পারবে না আমরা কাফেলা ভেঙে পেছনের দিকে ফিরে গিয়ে আক্রমণ চালাতে পারি।'

'কিন্তু শামস এ অবস্থায় আমাদের পরিত্যক্ত জিপগুলোকে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করবে। বেগতিক দেখলে তারা গাড়িগুলোকে দেয়ালের মত উল্টে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে এবং আমাদের ওপর মেশিনগান এবং মর্টার দিয়ে আক্রমণ চালানোর একটা আড়াল তৈরি করে নেবে।' বলল কমান্ডার শাহেদী। আরিফও মাথা নেড়ে সায় দিল।

হঠাৎ কমান্ডার পাহারারত মিজানকে ডাক দিয়ে বলল, 'এদিকে এসো তো ভাই।'

মিজান ভেতরে এসে মিলিটারি কায়দায় সেলুট দিয়ে দাঁড়াল, 'বলুন কমান্ডার।'

আমরা পেছনের দিকে ফিরে গিয়ে যেখানে জিপগুলো রেখে এসেছি সেখানে শামসকে অ্যাটাক করে ফিনিশ করতে চাই। এ অবস্থায় গাড়ির প্রতিবন্ধকতায় থেকে সে যদি আমাদের ওপর মর্টার এবং মেশিনগান চালিয়ে দ্যায়, তাহলে আমাদের আত্মরক্ষার অর্থাৎ লোকক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচার উপায় কি?'

'স্যার আমি এতক্ষণ তাঁবুর বাইরে থেকে আপনাদের কথা শুনেছি। স্যার আমার এসব ব্যাপারে তেমন বুদ্ধি নেই। আমি তো আর মিলিটারি নই, একজন গরিব ড্রাইভার। তবুও আপনি যখন আমার মতামতও চাইছেন, তখন বলি, আমরা যদি এই রাতে এক্ষুণি রওনা হয়ে গিয়ে শামসের তাঁবুর পাশে আমাদের ফেলে আসা গাড়িগুলোর ভেতরে এবং আড়ালে পঞ্জিশন নিয়ে ভোরের জন্য অপেক্ষা করি এবং সুবেহ সাদেকের সাথে সাথে তাদের আর ঘুম থেকে ওঠারই সুযোগ না দিই তবে কেমন হয়? তাছাড়া আমাদেরও মেশিনগান, মর্টার, এমন কি ছোটো-খাটো কামান পর্যন্ত সঙ্গে আছে। তাছাড়া আমাদের সাথে কমান্ডোরা আছে, এর চেয়ে সাহসী কেউই কি ইহুদি নাসারাদের আছে স্যার?'

মিজানের কথা শুনেই শাহেদী লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে আরিফকে বললেন, 'আর এক মুহূর্তও দেরি নয় তাঁবু গুটিয়ে এগোবার ভুকুম দাও।'



ছ'টি উটের একটি ছোট কাফেলা রাত আড়াইটার দিকে গত্তব্যের আধ মাইলের মধ্যে এসে গতিবেগ অপেক্ষাকৃত মন্ত্র করে এগোতে লাগল। সর্বশেষ উটের হাওদায় সশস্ত্র

হয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে যাচ্ছেন শাহেদী, আরিফ, মিজান ও একজন সেন্ট্রি।

আকাশে আধভাঙা চাঁদ হঠাৎ মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মরুভূমির ওপর দুধের মত শাদা জ্যোছনা ছড়িয়ে দিক থেকে দিগন্ত অবধি ফরসা করে দিয়েছে। দূরের পার্বত্য এলাকা থেকে মরুশিয়ালের অস্তুত চিত্কার শোনা যাচ্ছে। আর রাতের শেষ প্রহরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে বেশ শীত অনুভূত হচ্ছে।

আরিফ বলল, ‘কমান্ডার, আমরা শক্র এলাকা থেকে মাত্র হাফ কিলোমিটার পশ্চিমে আছি। আর একটু এগোলেই সম্ভবত চাঁদের আলোয় আমাদের ফেলে যাওয়া গাড়িগুলো দেখতে পাব। আপনার নির্দেশ পেলে, কাফেলাকে এখানেই থামতে বলে আমি লোকজন নিয়ে পায়ে হেঁটে গাড়িগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে পারি।’

‘আমারও এরকমই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভেবে দেখলাম গাড়িগুলো পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে পজিশন নিতে গেলে ভারী অন্তর্শস্ত্র বয়ে নেয়া খুবই মুক্ষিল হবে আরিফ। তার চেয়ে উটগুলোকে যদি খুবই সন্তর্পণে গাড়িগুলোর পাশে এগিয়ে নেয়া যায় তাহলে কেমন হয়?’

‘তখন উটগুলোর নিরাপত্তা দেয়া অসম্ভব হবে কমান্ডার।’

‘সেটাও আমি ভেবে দেখেছি ক্যাপ্টেন। আমাদের মিজান প্রকৃতপক্ষে অন্ত চালাতে অভিজ্ঞ নয়। সে তো আসামিরিক ব্যক্তি। আমরা যদি কোনোক্ষে গাড়িগুলোর আড়ালে পৌছে ভারী অন্তর্শস্ত্র মাটিতে নামিয়ে ফেলতে পারি তবে আমাদের কাফেলার উট চালকদের সাথে মিজানও চাঁদনী রাতে উটগুলোকে যথেচ্ছ তাড়িয়ে নিয়ে হয় মরুভূমির সমতলে কিংবা পাশের পার্বত্য এলাকায় আড়াল খুঁজতে পারে। অ্যাকশন সাকসেসফুল হলে ফিরে আসবে। অন্যথায় সোজা চলে যাবে লায়লার সাহায্যে।’

‘কিন্তু একটা কাফেলা নিয়ে ঘুমন্ত শক্র আস্তানায় প্রবেশ করা খুব দুঃসাহসিক কাজ হবে কমান্ডার। শক্ররা ঝুঁত হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে এটা কেবল আল্দাজের ওপর নির্ভর করা মাত্র। এমনও হতে পারে রাত জেগে পাহারা দেয়ার মত ব্যবস্থা সেখানে আছে।’

‘তাহলে সরাসরি আক্রমণ করা হবে। আমাদের যার হাতে যে অন্তর্হী থাকবে আমরা শক্র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।’

‘উটগুলো মাঠে মারা পড়বে কমান্ডার।’

‘উটগুলোকে তুমি হাইসেল দিয়ে বালিতে বসিয়ে দেবে। যুদ্ধের সময়ে গোলাগুলির মধ্যে পিঠ বাঁচাবার ট্রেনিং তো জানোয়ারগুলোরও জানা আছে।’

উজ্জেন্যায় শাহেদীর কর্তৃপক্ষের কাঁপছে।

আরিফ বলল, ‘জো হকুম কমান্ডার।’

‘না, এছাড়া অন্য পরামর্শ থাকলে আমার কাছে ব্যাখ্যা কর ক্যাপ্টেন। অ্যাকশনের ব্যাপারে দ্বিমত থাকা অনুচিত।’

‘আমার আর কোনো দ্বিমত নেই কমান্ডার। আমি কাফেলাকে এখানে কয়েক মিনিটের জন্য একটু দাঁড়াতে বলে আপনার প্ল্যানটা আমাদের ছেলেদের জানিয়ে দিই। তারা এমনিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে। কেবল এটুকুই বলতে হবে, কাফেলা নিঃশব্দে কিন্তু অতিশয় দ্রুত গতিতে পরিত্যক্ত গাড়িগুলোর পাশে এগিয়ে নিয়ে ভারী অস্ত্রশস্ত্র যাটিতে নামিয়ে পজিশনে যেতে চেষ্টা করবে। এর মধ্যে শক্রপক্ষ বুঝতে পেরে আক্রমণ শুরু করলে আমরা সর্বাঙ্গিক বুঁকি নিয়ে পাল্টা আক্রমণ, এমনকি হাতাহাতি লড়াইয়ের পরিস্থিতির জন্যও প্রস্তুত থাকব।’

‘চমৎকার বিশ্লেষণ। এখন তা-ই কর ক্যাপ্টেন।’

মুসা শাহেদী বেশ দৃঢ়ভাবে নিজের কমান্ডের ওপর অটল থাকলেন। একটা ছীণ হইসেলের শব্দ উঠেই থেমে গেল। উটের সারি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গিয়েই বালুর ওপর হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে লাগল। আরিফ পেছনের হাওদা থেকে লাফিয়ে নেমে উটগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

মুসা শাহেদীর ভুকুম সবাইকে সঠিকভাবে জানিয়ে দেয়ার পর উটগুলো আবার সারিবদ্ধভাবে উঠে চলতে শুরু করল। এবার আর মন্ত্র গতির চলা নয়। যেন কয়েকটি কালো উক্কিপিও কক্ষপথে নিজের গন্তব্যের দিকে দ্রুত ধেয়ে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উটগুলো ফেলে রাখা মোটরকার, জিপ এবং ল্যান্ডরোভারগুলোর পাশে গিয়ে উপস্থিত হল। অন্ত নামাবার সুবিধার জন্য উটগুলো বসে পড়লেও কোনো আক্রমণের আভাস পাওয়া গেল না। সকলেই সহজভাবে গাড়িগুলোর ভেতর দ্রুত পজিশন নিয়ে ফেলল। মুসা ও আরিফ একটা গাড়ির বনেটের পেছনে দাঁড়িয়ে সামনের দিকটা পরখ করে বেশ একটু অবাক হল। তারা যেমন ভেবেছিল শক্রপক্ষের আয়োজন তেমন নয়। কেবল তাদের অবস্থান থেকে দেড়শো গজ দূরে জ্যেসনালোকে একটা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। তাঁবুর সামনে কোনো পাহারা বা গার্ড আছে বলে মনে হলো না।

আরিফ বলল, ‘তাঁবুর দিকে ফায়ারের ভুকুম দেব?’

‘না। তাঁবুতে সন্দেহ কেউ নেই।’ আমাদের ফাঁকি দিয়ে শামস রাতের রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে গেছে। সে লায়লাকে অপহরণ করতে চেষ্টা করবে। তাঁবুতে কেউ থাকলে তাকে জ্যান্ত ধরতে হবে। তুমি দুজন সঙ্গী নিয়ে এগিয়ে যাও। সাবধান, তাঁবুর ভেতর বা দেৱকার পথে মাইন পোতা থাকতে পারে। তাঁবুর অবস্থান থেকে দশ গজ দূরে পজিশন নিয়ে তাঁবুটা উড়িয়ে দাও। সাবধানে গুলি চালাবে। যাতে ভেতরে কেউ থাকলে তারা উদোম হয়ে আমাদের চোখে পড়ে। ভেতরে কেউ থাকলে ঘেরাও করবে। প্রাণে মেরো না।’

‘যথা আজ্ঞা কমান্ডার।’

বলেই দুজন সশস্ত্র সঙ্গীসহ আরিফ হামাগুড়ি মেরে তাঁবুটার দশ গজ দূরে গিয়ে একটা মর্টারের সাহায্যে তাঁবুটা উড়িয়ে দিল। মুসা শাহেদীর কথাই ঠিক। তাঁবুটা শূন্য কেউ সেখানে নেই।



রাতের মরঃপথের ওপর দিয়ে ঝাড়ো গতিতে এগিয়ে চলেছে শামসের ১৫টি দ্রুতগামী সামরিক উটের ধাবমান কাফেলা। সর্বাঞ্ছে চলেছে শামসের পথনির্দেশক। উটের পিঠে তার নিজের হাওদা। সে তার পাশের লোকটিকে বলল, ‘লায়লার কাফেলাকে রাত থাকতেই পাকড়াও করতে না পারলে সব আয়োজন মাটি হয়ে যাবে। কারণ যদি দিনের আলোয় একবার ধৰংসাবশেষের নগরীটির ভেতর গিয়ে পৌছতে পারে তবে সে ও তার লোকজন আত্মগোপনের জন্য অনেক আড়াল পেয়ে যাবে। আমরা বড়জোর তার সামরিক রসদ হাতিয়ে নিতে পারব কিন্তু পিরামিডের সংকেতযুক্ত প্যাপিরাসগুলো ও রাজকুমারীর পিরামিডের ভেতরকার কঙ্কণগুলোর হৃদিস পাবো না।’

পাশের লোকটি দেখতে দৈত্যের মত বিশালদেহী। সে হাসল, ‘মাগীটাকে আমি ধরবই। যত দ্রুতই সে যাক সকালের আগেই আমরা তাঁর উটের সারির দেখা পাব।’

‘ব্যাপারটাকে অমন সহজ ভেবো না সাইমন। এটা প্যালেস্টাইনের কোনো অধিকৃত এলাকা নয়। এখানে যে কোনো আরব মহিলাকে চ্যালেঞ্জ করা সোজা ব্যাপার নয়। যদিও এলাকাটা জনমানবশূন্য। তবুও রঞ্জিন এলাকায় আমি যতদূর জানি কয়েকটি বেদুইন গোত্র এ সময় তাঁরু ফেলে। আর লায়লা মেয়েটাকে আমি উত্তমরূপে জানি। আজ পর্যন্ত আমি যত আরব মহিলাকে বন্দি করেছি সে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, বিপজ্জনক এবং ধর্মপ্রায়ণ। সে জীবনের ভয় মোটেই করে না। অসাবধানে তার দিকে হাত বাড়ালে আমাদের বিপদ অনিবার্য। কোন অবস্থাতেই তাকে সামান্য নারী ভাবা মরঃমূর্খিকদের পক্ষে বিপর্যয়ের কারণ হবে।’

‘ঠিক আছে, আগে তো তোমার লায়লার সাক্ষাৎ পাই। পরে কে বেশি বুদ্ধির বাজি খেলতে পারে তা বোঝা যাবে।’

সাইমন নামক লোকটার কথা শেষ হতেই চাঁদের আলোয় মরঃভূমির ভেতর যতদূর দৃষ্টি যায় সেই দিগন্তরেখায় এক কালো সচল দাবার মতো কোনো কিছুর আভাস পেয়ে শামসের উট চালক বলল, ‘একটা কাফেলা যাচ্ছে।’

‘আমাদের থেকে ওরা কতদূর আছে বল মনে কর?’

‘হাফ কিলোমিটার।’

‘উটের সংখ্যা কত হবে?’

‘আরও না এগোলে বোঝা মুশ্কিল।’

‘গতি কমিয়ে সাবধানে এগোও।’

শামসের আদেশে চালক গতি কমিয়ে এগোতে লাগল। পেছনে তার সামরিক উটের সারিও আস্তে হাঁটা ধরেছে।

লায়লার কানের কাছে মুখ এনে বৃন্দ গাইড আবদুল্লাহ বলল, ‘পেছনে যারা আসছে তাদের উটের সংখ্যা দশের বেশি। এ নিশ্চয়ই দুশ্মনের কাফেলা। কারণ শাহেদী ও আরিফের সাথে মাত্র ছ’টি উট আমরা রেখে এসেছি।’

‘তাহলে কি আমাদের অ্যাকশন পরাজিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?’

‘তা আমি মনে করি না। যেখানে মুসা শাহেদীর মত অভিজ্ঞ যোদ্ধা এবং আরিফের মত অসমসাহসী ক্যাপ্টেন রয়েছে, সেখানে শামসের দলবল অক্ষত অবস্থায় এতদূর এগিয়ে আসতে পারে না।’ বলল বৃন্দ।

ড. ইলাহী স্তুর বিস্মিত মুখের দিকে ফিরে বলল, ‘নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি ঘটে গেছে। পেছনের কাফেলাটি যদি সত্যি সত্যি আমাদের এনিমিরই হয় তবে বুরতে হবে মুসা ও আরিফের সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। তারা ঐ গাড়িগুলোর কাছে হয়তো বিশ্রাম নেয়ার অভিনয় মাত্র করেছিল। আমাদের অ্যাকশন ফোর্স অপারেশনে যাওয়ার আগেই শামস আমাদের ধরার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। মনে হয় আমাদের খবরাখবর জেনে তার কাছে পৌছানোর মতো লোক শামসেরও আছে। সে তো আর অসর্ক আয়োজন নিয়ে আমাদের পিছু নেয়নি।’

‘রাইট।’

‘এ অবস্থায় আমাদের এখন কি করা কর্তব্য তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে ড. ইলাহী। আপনার বৃন্দ তো পেছনে শক্র এগিয়ে আসছে শুনেই ভয়ে চুপ করে আছে।’ জহ্রা তার স্বামীর দিকে ইঙ্গিত করল।

ড. চিশতি বললেন, ‘আমার মাথায় ভয়ের চেয়ে অন্য একটি আত্মরক্ষামূলক বুদ্ধি বেশ নাড়াচাড়া করছে।’

‘আপনার বিষয়টি বলুন, আবদুল্লাহ চাচার সাথে আলাপ করে স্থির করা যেতে পারে।’ বলল লায়লা।

সকলেই জিজাসু দৃষ্টিতে চিশতির দিকে তাকাল। ড. ইলাহী বললেন, ‘চুপ করে গেলি কেন? বলে ফ্যাল তোর ভূগোলভরা মস্তিষ্কে আশাভরসার কোনো ওয়েসিস আছে কিনা বিবেচনা করে দেখি?’

‘এখন কৌতুক করার সময় নয় ইলাহী। পেছনে শামস এগিয়ে আসছে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে লায়লাকে অপহরণ করার জন্য। এ অবস্থায় কমান্ডার শাহেদীর অ্যাকশন প্ল্যানটা যদি আমরাই আগ বাড়িয়ে কার্যকর করি তখন কেমন হয়?’

‘তুই কি বোকার মত সামনাসামনি শামসের দলবলকে আক্রমণ করতে বলছিস?’

‘ঠিক তাই। তবে আক্রমণটা সরাসরি না করে একটু গেরিলা পদ্ধতিতে করতে হবে। ধর, আমরা যদি আমাদের কমান্ডো ছেলেদের নিয়ে এখানেই নেমে গিয়ে অ্যাম্বুশ করে থাকি এবং কাফেলাকে যথারীতি এগোতে দিই তাহলে শামসও সেই ফঁকিতে

পড়বে যে ফাঁকি সে আমাদের কমান্ডার শাহেদী এবং আরিফকে দিয়ে এগিয়ে এসেছে।'

চিশতির কথা শেষ হতেই গাইড আবদুল্লাহ আনন্দে চিত্কার করে বলল, 'চমৎকার পরামর্শ। এ ছাড়া এখন আমাদের আভারক্ষার আর কোন উপায় নেই। মি. চিশতিকে আল্লাহ হায়াত দারাজ করুন। আমি এখনই চলতি উট থেকে নেমে আমাদের সামরিক গ্রহণের লিভারকে এই নির্দেশ দিয়ে আসছি। বলব, এই হৃকুম কাফেলার অধিনায়িকা বোন লায়লার।'

লায়লা কিছু বলার আগেই বৃদ্ধ চলতি উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে গেলেন।

বৃদ্ধ আবদুল্লাহ উট থেকে নেমে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অবস্থার পটপরিবর্তন শুরু হলো। প্রত্যেকটি হাওদা থেকে মুসা শাহেদীর জানবাজ কমান্ডো ছেলেরা অতি সন্তর্পণে একে একে নিচে নেমে যার যার সুবিধেমত অবস্থান নিতে লাগল। পনেরো মিনিট পরে আবদুল্লাহ লায়লার উটের পাশে এসে তাঁক দিয়ে বলল, 'আমাদের প্রস্তুতি খতম। এবার আপনারা লায়লাসহ নিচে নেমে আসুন। চলতি উট থেকেই সাবধানে নামতে হবে।'

এ কথার সাথে সাথেই প্রথমে লায়লা ও ইলাহী হাওদা থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ল। কায়দা করে আবদুল্লাহ উটে গেল চলতি হাওদায়।

লায়লা বলল, 'ড. চিশতি ও বোন জাহরা না হয় হাওদাতেই থাকুক।'

ওপর থেকে আবদুল্লাহ জানাল যে, 'উটের পিঠে চালকরা ছাড়া কারো থকা নিরাপদ নয়। আপনারাও নেমে যান। আপনাদের হাতেও যখন অস্ত্র আছে তখন এর সম্বৰহার করুন। মনে রাখবেন এটা একটা সর্বাঙ্গক যুদ্ধের মতোই ঘটনা। হেরে গেলে শামস কাউকেই রেহাই দেবে না। আমি কেবল আমাদের শূন্য কাফেলাকে নিয়ে সামনের দিকে চলতে থাকব। আপনারা শামসের কাফেলার জন্য অপেক্ষা করবেন।'

তার কথা শেষ হবার আগেই চিশতি ও জাহরা হাওদা থেকে নিচে একরকম লাফিয়ে পড়ল। চিশতি তাল সামলাতে পারলেও জাহরা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। লায়লা আর ইলাহী দ্রুত এগিয়ে এসে তার হাত ধরে তাকে তুলতে গেলে জাহরা বলল, 'আমার লাগেনি। কিন্তু এই উন্মুক্ত মর্মবালুতে চাঁদের আলোয় আমরা কে কোথায় আত্মগোপন করে থাকব সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'এখানে আমাদের চারপাশে কোনো আড়াল নেই। সম্ভবত সামনেও কয়েক মাইলের মধ্যে নেই। আমাদের কমান্ডো গ্রহণের ছেলেরা একটু আগে যারা হাওদা ছেড়ে নামল তাদেরও দেখতে পাচ্ছি না। তারা কে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল?'

লায়লার কথা ফুরাবার সাথে সাথেই মনে হল যেন মাটি ফুঁড়ে একটি যুবক তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'আমরা সবাই আপনার চারদিকে আছি মিসেস ইলাহী। আপনার আদেশের মরু মৃষ্টিকের উপত্যকা-৭

অপেক্ষায় এখানে এই বালির ভেতর অ্যামুশ নিয়ে আছি। আমরা একজন অন্যজনকে বালির চাদরে ঢেকে দিয়েছি। ওপেন ডেজাটে গাছপালা বা আড়াল নেয়ার মত মস্তবড় পাথরের চাই না জুটলে এভাবে আড়াল নেয়াই নিয়াম। কমান্ডার শাহেদী আগেই আমাদের এ ট্রেনিং দিয়ে রেখেছেন।'

লায়লার মুখে হঠাতে বেরিয়ে এলো, 'চমৎকার ব্যবস্থা তো?'

'ব্যবস্থাটা চমৎকার। তবে খুবই বিপজ্জনক মিসেস ইলাহী। শক্রপক্ষ আমাদের অবস্থানের বিষয়টা সামান্য টের পেলেই বালুর ওপর ইতস্তত ব্রাশফায়ার করে মেরে ফেলবে। খুব সাবধানে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘাঁপটি মেরে পড়ে থাকতে হবে এবং কোনো প্রকার সুযোগ না দিয়ে শক্রপক্ষকে একযোগে সহসা আক্রমণ করতে হবে এখন আমরা আপনার কমান্ডের অধীন। আপনি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে বালুর ভেতর আপনার সঙ্গীদেরসহ গা ডুবিয়ে দিন। আর কোন শব্দের দ্বারা আক্রমণ শুরুর ইঙ্গিত দেবেন তা আমাকে শুনিয়ে দিন। আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে এই মুহূর্তে প্রচার করে দিয়ে আসব।'

বলল কমান্ডো যুবকটি।

লায়লা যুবকটির সদাসতর্ক সৈনিকসুলভ কথা ও আচরণে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকল।

'কি নাম তোমার ব্রাদার?'

'আমি গ্রুপ লিডার বৈরাম, মিসেস ইলাহী। আপনি যখন বুবাবেন শক্ররা আমাদের অঙ্গের পাল্লার অনেক ভেতরে চলে এসেছে তখনই কমান্ড উচ্চারণ করবেন। এখন কোডওয়ার্ডটা বলে দিন।'

লায়লা কতক্ষণ ইতস্তত করে পরে অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে বলল, 'আমার আক্রমণের ইঙ্গিতবাক্য হল, 'রেটস, কিল দেম।'

'ইয়েস সিস্টার কমান্ডার। আল্লাহু আকবার।'

বলে গ্রুপ লিডার বৈরাম অন্তর্হিত হয়ে গেল।

শামসের কাফেলা গতি কমিয়ে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তাদের দৃষ্টি লায়লার পরিত্যক্ত উটগুলোর দিকে। লায়লার কাফেলাটি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাইড আবদুল্লাহ ও কয়েকজন মাত্র উটচালক। রাইফেল ও পিস্তল ইত্যাদিসহ লায়লার দলবল বালির ভেতর ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে। গতি কমিয়ে দেয়া শামসের কাফেলাটি বেশ পেছনে পড়ে গেছে, প্রায় এক কিলোমিটার। চাঁদের আলোয় এখন আর লায়লার উটগুলোকে শক্রপক্ষ দেখতে পাচ্ছে না। শামস একবার তার পাশের লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'শোন সাইমন, সামনের কাফেলাটিকে ধরার সময় এগিয়ে আসছে। আক্রমণ করার আগে তোমার সাথে আরও পরামর্শ করে নিশ্চিত হওয়া দরকার।'

'ঠিক আছে। বল কি করতে হবে? এসব যুক্তির পরিকল্পনা আমার মাথায় আসে

না। আমি সরাসরি অ্যাটাকের পক্ষপাতি। আমি লায়লা মাগীটাকে যে করেই হোক জ্যান্ত ধরব।'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি সাইমন কাজটা অত সোজা নয়। লায়লাকে ধরতে গেলে পাল্টা আক্রমণ হবেই। মুসার গ্রহপটা কেমন তাতো তুমি জানোই। আমাদেরও মারাত্মক খেসারত দিতে হতে পারে। তার চেয়ে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'কি বুদ্ধি?'

'আমরা আমাদের কাফেলাকে ভেঙে দু'ভাগে করে ফেলি। পাঁচটি দ্রুতগামী উট পেছনে অপেক্ষা করুক আর বাকি দুশটি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে আমরা লায়লাকে পাকড়াও করব। যদি সফল হই তবে তো কেল্লা ফতে। আর যদি লায়লার লোকজন আমাদের কোনো সমস্যায় ফেলে দেয় তবে পালিয়ে বাঁচার একটা রাস্তা খোলা রইল।'

'তুমি একটা আস্ত কাপুরূষ শামস আবাদী। মুসাকে ফাঁকিতে ফেলে আমরা একটা মেয়েকে ধরতে যাচ্ছি। তার সাথে দু'একটি বন্দুকধারী ব্যক্তি থাকতে পারে কিন্তু তাকে কাবু করা আমাদের মত একটা বাহিনীর পক্ষে কিছুই নয়। তুমি অথবা ভয় পাচ্ছ।'

শামসকে একরকম ধমকেই উঠল সাইমন।

শামস বলল, 'লায়লাকে তুমি জান না বলে এ কথা বলছ সাইমন। একটু পরেই বুঝতে পারবে তাকে ধরা সহসা হয়তো সম্ভব কিন্তু জ্যান্ত ধরা সহজ নয়। মনে রেখো একটা আরব যুবতীর মৃতদেহ আমার মিশনের কোনো কাজে আসবে না। আমরা তাকে জ্যান্ত এবং সুস্থ অবস্থায় ছাই।'

'বেশ তোমার আদেশই আমি মেনে নিচ্ছি। তুমি এ অভিযানের অধিনায়ক। আমি পাঁচটি দ্রুতগামী উটকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। এসব উটের ভার তোমার ওপর থাক। তুমি পেছনে অবস্থান কর। আমি এগিয়ে গিয়ে লায়লাকে ধরব। আর তোমার কথাই যদি সত্যি হয় অর্থাৎ একটা আনাড়ি আরব মেয়েকে ধরতে গিয়ে দশ উট বোঝাই মরমূমিকের মত একটা দুর্ধর্ঘ গ্রহণ করে তখন না হয় তুমি পেছন থেকে ঢাঁকের আলোয় পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজবে।'

হাসলো সাইমন। কাফেলাকে ভাগ করার জন্য হাওদা থেকে নেমে উট চালককে উট

বসাবার ইঙ্গিত দিল। উট বসে গেলে উভয়েই মাটিতে নামল। ততক্ষণে ইঙ্গিত পেয়ে পুরো কাফেলাটাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

শামস বলল, 'আমাকে কাপুরূষ ভাব আর যাই ভাব আমি সামরিক নিয়ম অনুযায়ী সর্তকর্তা এবং আমার লোকজনের অধিক সাফল্য ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে পারি না। তুমি যদি মনে কর আমার মধ্যে কোনো ভীরুতা আছে তবে তুমি পেছনে থাক। আমি এগিয়ে গিয়ে লায়লাকে চ্যালেঞ্জ করব।'

একথায় সাইমন কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল।

'না, এসব ব্যাপারে আমিই সবার আগে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করি আজও এর

ব্যতিক্রম হবে না। স্বীকার করছি তুমি ভীরু নও, আমার কথা উদ্ভো করলাম। এখন পাঁচটি উট নিয়ে এখানেই তুমি অপেক্ষা কর বাকিগুলো আমার আদেশের ওপর ছেড়ে দাও।'

'অ্যাডভান্স।'

'দাঁড়াও, আমার লোকজনকে আগে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে আসি।'

সাইমন বেছে বেছে দশটি উঠের কাছে গিয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ফিরে এল।

'এবার আমি রঙনা হওয়ার হকুম চাই শামস। একটু পরেই বুবাতে পারবে সাইমন পেরেরা কি জিনিস। দেখবে বালু থেকে আগুন ছিটকে পড়ছে।'

'গুড লাক সাইমন। মনে রেখো, লায়লাকে জ্যান্ত চাই। তার লাশ নয়।'



মুসা শাহেদী পর্বতের নিচে একটু আগে জুলিয়ে দেয়া তাঁবুর পাশে আরিফের কাঁধে এসে হাত রেখে বলল, 'ইহুদিদের গান্দার শামস আমাদের বোকা বানিয়ে পালিয়েছে। আর এক মুহূর্তও এখানে অবস্থান অনুচিত হবে। ওরা লায়লাকে আক্রমণ করে বসবে।'

'আমি তো কোনো উপায় দেখছি না কমান্ডার। আমাদের বোন লায়লার জন্য আমারও দুর্চিন্তা হচ্ছে।' আরিফের গলা খুবই শ্রিয়মান শোনাল।

এ সময় মিজান গাড়িগুলোর ওপাশ থেকে ছুটে এসে বলল, 'আমি কি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি স্যার?'

'নিশ্চয়ই মিজান, বলো কি বলতে চাও?'

উটগুলোকে পছনে ফেলে চলুন আমরা একটা জিপে মিসেস ইলাহীর কাফেলার সাহায্যে এগিয়ে যাই। যতই মরুভূমি হোক রাতের মরুবালু একটু জমাট বেঁধে থাকে। এদেশে গাড়ি চালিয়ে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। ঘন্টায় কমপক্ষে আমি তিরিশ মাইল বেগে চালিয়ে যেতে পারব।'

'কিন্তু ভাই মিজান, শামস কি এতই বোকা যে গাড়িগুলোর ভেতরে সে আমাদের জন্য কোনো ফুয়েল রেখে গেছে?'

হাসলো শাহেদী। মিজানের আস্তরিকতায় তিনি খানিকটা খুশি হলেও শামসের সর্তর্কতা সম্বন্ধে তিনি কম ওয়াকিবহাল নন।

'সে ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি কমান্ডার স্যার। আমি কয়েক কন্টেইনার তেল

পাথরের নিচে লুকিয়ে রেখে রওনা হয়েছিলাম। আপনি হ্রকুম দিলে এক্ষুণি সেগুলো  
গাড়িতে তুলে রওনা হতে পারি।'

ক্যাপ্টেন অরিফ বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ মিজান, এ নিশ্চয়ই আল্লাহর  
সহায়তা। কমান্ডার, চলুন আর এক মুহূর্তও দেরি করা চলে না।'

'আল্লাহ আকবার।'

বলেই মুসা শাহেদী গাড়িগুলোর দিকে দৌড়ে এগোতে লাগলেন।



শক্রুর কাফেলা মরজুমির চন্দ্রালোকে একটা অতিকায় অজগরের মতো এগিয়ে  
আসছে। মরজুমির ভেতর দেহ ডুবিয়ে অপেক্ষা করছে লায়লা, ইলাহী, জাহরা এবং  
চিশতি। আর তাদের পাশে লাইন বেঁধে চাইনিজ রিকয়েলেস রাইফেল বাগিয়ে শুয়ে  
আছে মুসার কমান্ডো ছশ্পের কয়েকজন জানবাজ যুবক। তাদের সংখ্যা ছ'সাত  
জনের বেশি হবে না। লায়লা এদের প্রত্যেককে এতক্ষণে ঠিকমত পজিশনে এনে  
অপেক্ষা করছে। প্রথমে এদের ছড়িয়ে পজিশন নেয়ার কথা লায়লা বিবেচনা করলেও  
হঠাতে করে ধারণা হয়েছে শক্রুকে হঠাতে আক্রমণ করে দিশেহারা করতে না পারলে  
উন্মুক্ত বালুর ওপর শুয়ে থেকে এদের প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করা মুক্ষিল হবে।  
পালাতে চাইলেও পালানো যাবে না। একে তো খোলা প্রান্তর তার ওপর দুধের মত  
সাদা মরজেজ্যাছনা। আকাশে ভর পূর্ণিমার চাঁদ। আকাশে কোথাও একটু মেঘের চিহ্ন  
নেই। আবহাওয়ায় নেই বাতাসের দাপট। সাধারণত রাতের বেলা উন্মুক্ত মর়ু  
এলাকায় জোর বাতাস বয়। আজ যেন কিসের ইঙ্গিতে মর়ু প্রকৃতি স্তুক হয়ে আছে।  
গরম বালুর ওপর বুক চেপে শুয়ে আছে লায়লা। তার ডান হাতে ভারী কোনো অস্ত্রের  
বদলে একটি পিস্তল মাত্র। তার বা হাতখানা এতক্ষণ আলতো করে ধরে রেখেছিলেন  
ড. ইলাহী। শক্রুর কাফেলা চাল্লিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে দেখে হঠাতে ছেড়ে দিয়ে  
বললেন, 'সাহস হারিও না ডার্লিং। আল্লাহকে স্মরণ করো।'

লায়লা যেন নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেল। এর মধ্যে শক্রুর উটের সারিটা  
লায়লাদের থেকে মাত্র দশগজ ফারাকের মধ্যে এসে উপস্থিত হল। কমান্ডোরা  
নিঃশ্বাস বন্ধ করে হ্রকুমের অপেক্ষায়। আরও কয়েক মুহূর্ত।

হঠাতে একটি নারীকষ্ট বাজপাখির মত চিৎকারে ফেটে পড়ল, 'রেটস, কিল  
দেম।'

সাথে সাথে কমান্ডোদের ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনির মধ্যে রাইফেলগুলো গর্জে উঠল। আর মুহূর্তের মধ্যেই শক্র কাফেলার প্রতিটি হাওদার ভেতর থেকে পাওয়া গেল মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর মানুষের আর্তনাদ ও ভয়বিহীন গোঙানি। সাইমনের উটগুলো হঠাতে আক্রমণে দিশেহারা হয়ে গলা দিয়ে অভ্যুত শব্দ করে কেউ মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। কেউ শান্ত হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। কেউবা উর্ধ্বশ্যাসে দিঘিদিক জ্বানহারার মত মরুভূমির ভেতর দৌড়ে পালাতে লাগল। দশ মিনিটেই কাফেলাটি লওভও হয়ে গেল। হাওদাগুলো উল্টে পড়ল মাটিতে। এ অবস্থার মধ্যেই লায়লা সাহস করে মাথা উঁচু করে বুরুল শক্র কুপোকাত হয়েছে। সে গুলীবর্ষণ বন্দের ইঙ্গিত দিতেই রাইফেলগুলো থেমে গেল।

‘সারেন্ডার শামস। নইলে একজনও প্রাণে বাঁচবে না।’ লায়লার গলা।

‘আমরা আপনার কাছে সারেন্ডার করছি। আর গুলি চালাবেন না।’ সাইমনের গলা।

‘তুমি কি শামস আবাদী?’

‘না, আমি সাইমন পেরেরা। শামস পেছনে রয়ে গেছে।’

‘অন্ত রেখে সোজাসুজি হাত তুলে যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও। সাবধান কোনোরূপ চালাকি করতে গেলেই মারা পড়বে।’

বিনা বাক্যব্যয়ে দশজনের মত লোক হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেলে লায়লা পিস্তল উঁচু করে তার কমান্ডো ছচ্চকে উঠে এসে এদের ঘিরে ফেলতে বলল। কমান্ডোরা রাইফেল উঁচিয়ে শক্রদের ঘিরে ফেলে বড়ি সার্চ করতে লাগল। শক্ররা এখন পূর্ণভাবে নিরস্ত্র।

লায়লা বলল, ‘শোন সাইমন, তুমি এবং এই লোকগুলো এখন আমার বন্দি। আমি যে কাজে এসেছি সে কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমাদের সাথে মেমফিসের রুইন এলাকায় যাবে। বন্দির মত যাবে এবং আমি যে আদেশ করি তা বিনাবাক্যে পালন করবে। মাটিকাটা থেকে সবকিছু। এখানে তোমাদের যে কয়জন আহত হয়েছে কিন্তু একেবারে অচল হয়ে পড়েনি তাদের আমি তোমাদেরই একটি উটের ওপর চড়িয়ে শামসের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেব। তারা শামসকে জানাবে সে যদি আবারও আমাদের কাজে কোনোরূপ বাধা দিতে আসে কিংবা আমার ওপর আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করে তবে আমি আমার হাতে বন্দি তোমাকে এবং তোমার অপর সঙ্গীদের গুলি করে মারব। সামান্যতম দয়ার যোগ্য ও তখন তোমাদের বিবেচনা করা হবে না।’

বন্দিরা নিশ্চৃপ হয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

এদিকে হঠাতে পূর্বের আকাশে সুবেহ সাদেকের আলো ফুটে উঠতেই লায়লা তার লোকদের দিকে ফিরে বলল, ‘কেউ একজন আজান দাও ভাইয়েরা। এসো ফজরের সালাত আদায় করে আমাদের আজকের এই বিজয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।’

লায়লার কথা শেষ হতেই কে একজন আজান হেঁকে উঠল। আর লায়লা দেখল  
পূর্ব দিগন্তের মাঝামাঝি দু'টি জিপ ধূলো উড়িয়ে খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে।

জাহরা কোথেকে যেন এগিয়ে এসে লায়লার কানের কাছে মুখ তুলে বলল,  
'গাড়ি চালাবার কায়দাটা চেনা মনে হচ্ছে। বিশেষ করে প্রথম জিপটির। মনে হচ্ছে  
এ আমাদের মিজান না হয়েই যায় না।'



আজানের শেষ বাক্য আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই  
মুসা শাহেদী, আরিফ ও মিজানের জিপ সামনে এসে থেমে গেল। সকলেই গাড়ি থেকে  
লাফিয়ে নেমে পরিষ্ঠিতি দেখে অবাক। লায়লার কমান্ডোদের উদ্যত রাইফেলের সামনে  
একদল লোক হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে পড়ে গোঁগচে কিছু লোক, তাদের  
পাশে ভ্যার্ট উটের সারি। ছিটকে পড়া হাওদা।

লায়লা বলল, 'বাদার শাহেদী, এরা আমাদের বন্দি। এদের আমি প্রাণে না মারার  
প্রতিশ্রূতি দিয়েছি। এরা আমাদের সাথে রাইন এলকায় যাবে। সেখানে আমাদের  
লোকের দরকার। এই লোকটার নাম সাইমন পেরেরা। নাম শুনে মনে হয় বায়তুল  
মাকদাসের খ্রিস্টান পাড়ার ছেলে। শামসের ভাড়া খাটতে এসেছে কিংবা নিজেই  
প্রতিবেশী আরবদের সর্বনাশ সাধনের জন্য রেটস দস্যুদের খাতায় নাম লিখিয়েছে।  
বন্দিদের এখন আপনার কন্ট্রোলে রেখে আমরা সালাত আদায় করব। পরে আপনারাও  
করবেন। আগে আমাদেরই আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।'

মুহূর্তের মধ্যে মুসা ও আরিফ অন্ত বাগিয়ে পজিশন নিয়ে নিল। মুসা জিজ্ঞেস  
করলেন, 'আসল ইবলিশটা ধরা পড়েনি বুবি?'

লায়লা বুঝল মুসা শামসের কথা জিজ্ঞেস করছেন।

'মনে হয় খুবই সতর্ক, প্রকৃতই ইঁদুরের চরিত্র শামসের। সে জানে উন্মুক্ত  
মরণভূমিতে আমাকে ধরতে গেলে একটা মারাত্মক পাল্টা অ্যাকশন হবেই। আমাদের  
ছেলেরা রক্তমাংস এক করে ফেলবে। এমতাবস্থায় এই লোকগুলোকে দিয়ে একটু  
বাজিয়ে নিতে চেয়েছিল। শামস ভেবেছিল বোধহয় আপনাকে এবং ক্যাপ্টেন আরিফকে  
যখন কাফেলা থেকে বিছিন্ন করে ফেলা গেছে তখন আর চিন্তা কি? তবুও তার  
সতর্কতার কোনো সীমা নেই। সাইমনকে কোরবানির দুষ্পা হিসেবে পাঠিয়ে একটু পরীক্ষা  
করে দেখল প্রিসেস জুলফিয়ার কবর খোঁড়ার উপর্যুক্ত সরঞ্জাম আমাদের আছে কি না?'

লায়লার কথায় মুসা ও আরিফ উচ্চকর্ষে হেসে উঠল। হাত উঁচুতে তোলা অবস্থায় সাইমন লায়লার দিকে একবার আড়চোখে দেখল। এতো দেখি সিনাইয়ের পার্বত্য বেড়লীর চেয়েও চতুর এবং ভয়ংকর। শামস তবে তাকে যথার্থই সর্তক করেছিল। বলেছিল, তুমি লায়লাকে জান না বলেই ওর সম্বন্ধে অবজ্ঞা দেখাচ্ছ। শামস ঠিকই বলেছিল। এখন তো দেখছি এক হিংস্র বাধিনীর হাতে পড়েছি। যে কোনো মুহূর্তে সে বন্দি রেটসদের মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে উড়িয়ে দিতে পারে। শামস কি পারবে এই দানবীর হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে? দুশ্চিন্তায় সাইমনের আকাশে তোলা হাত কাঁপতে লাগল।

মুসা শাহেদী ও ক্যাপ্টেন আরিফ সবাইকে সকালের সালাত আদায়ের সুযোগ দিয়ে মাটিতে একটা লাইট মেশিনগান বাগিয়ে বসে থাকল। সাইমনের হাত ক্লান্ত হয়ে কাঁপছে দেখে মুসা বলল, ‘অলরাইট মেক ইট ডাউন। মেক ইট ইজি।’

বন্দিরা হাত নামিয়ে সহজ ভঙিতে দাঁড়াল বটে কিন্তু মুসাকে এ প্রথম প্রত্যক্ষ দেখার ভীতি তাদের চোখেমুখে লেগে আছে। সাইমন নিজেও কেবল তাদের এই প্রবল প্রতাপ শক্তির নাম শুনেছে মাত্র। চাকুস দেখার সুযোগ এই প্রথম। ইসরায়েলের গোয়েন্দা দফতরে এর ছবি নিয়ে কত জল্লনা কল্লনা আর ভীতির ইতিবৃত্ত নিয়মিত পর্যালোচনা হয়। তাকে হত্যা করার জন্য ইহুদিরা লাখ লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে রেখেছে। কিন্তু তার নাম শুনলেই মোশাদের সদস্যরা ভয়ে মরুভূমির হোমা পাথির মত স্থান থেকে স্থানান্তরে উড়ে পালায়। কায়রোতে তো এই লোকটির জন্য ইসরায়েলি এজেন্টো এক মুহূর্তের জন্যও থিয়ু হতে পারছে না। সবচেয়ে চতুর এবং চৌকস স্পাইকে পাঠিয়েও দেখা গেছে কোনো কাজ হওয়া দূরের কথা ঐ সিক্রেট এজেন্টটি পুরুষ হোক বা মেয়েই হোক, তার মৃতদেহ একদিন নীলনদে আচম্ভিতে ভাসছে। খুবই খারাপ পরিস্থিতিতে ইসরাইলি গোয়েন্দারা ইজিপ্টে কাজ করছে বটে কিন্তু ইসলামিক ফোর্সের তুখোড় ফান্ডামেন্টালিস্ট লিডার মুসা শাহেদীকে ভয় পায় না এমন লোক সারা মধ্যপ্রাচ্যেই খুব কম। মুসাকে নিয়ে ইজিপ্ট গভর্নমেন্টই অহরহ হিমশিম খাচ্ছে। কখন কোথায় কি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে তার ঠিক নেই। পারতপক্ষে ইজিপ্ট গভর্নমেন্ট এই মুহূর্তে মুসাকে ধাঁটাতে চায় না। শামসরা কিনা সরাসরি সেই মুসার বিরুদ্ধেই উন্মুক্ত ডেজাটে বিজয়ী হওয়ার বাসনা রাখে? সাইমন ভাবল বাঘের হাতে তারা বন্দি হয়েছে। পালাবার চেষ্টা বা কোনোরূপ চতুরতা করে পার পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে এদের অভিযানে সাহায্য করলে হয়তোবা প্রাণ বাঁচানোর একটা উপায় হতে পারে। বিশেষ করে লায়লা মেয়েটা যখন মিসরীয় মিউজিয়ামের কিউরেটারের সরকারি পদে এখনও অধিষ্ঠিত আছে। তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেলে সে হয়ত আর গায়ে পড়ে রেটসদের সাথে সংঘর্ষের ঝুঁকি নিতে চাইবে না। সাইমন ভাবল সে এদের অ্যাক্ষেপ্শনে সাহায্যই করবে। বিরেণ্ডিতা করে বেঘোরে প্রাণ খো�ঝাবে না। ততক্ষণে একদল সালাত আদায় করে বন্দিদের তদারকে ফিরে এলে অন্য দলও প্রভাতী প্রার্থনা শেষ করল। মুসা

লায়লাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘আমাদের আর বিলম্ব করা উচিত হবে না মিসেস ইলাহী। একটু পরই উদিত সূর্য এমন প্রথর রোদ ছড়াবে যে পরিত্যক্ত ওয়েসিস কিংবা পার্বত্য ঢালুতে গিয়ে সূর্যালোক থেকে নিজেদের এবং উটগুলোকে বাঁচাতে হবে। আমাদের চলতে হবে সূর্যাস্তের পরে। এখন বলুন আপনার সাথে সংঘর্ষে যারা আহত হয়েছে তাদের কি ব্যবস্থা করবেন? যদি দয়া দেখাতে চান তবে মেশিনগান দিয়েই দেখাতে হবে। যেমন অতীতকালে যুদ্ধের ময়দানে আহত ঘোড়া বা উটকে দেখানো হত। এখানে অবশ্য কয়েকজন আহত এনিমি ছাড়া উটগুলো বেশ অঙ্কতই আছে দেখছি। আমার ছেলেরা এই অবোধ প্রাণীগুলোকে বাঁচিয়ে শক্রদের কাবু করতে পেরেছ দেখে আমি সত্যি অবাক হচ্ছি। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের এই মমতার পুরস্কার দেবেন।

‘ব্রাদার শাহেদী, আমি এদের অঙ্কত উটগুলোর ওপর এদের সওয়ার করে শামসের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিতে চাই। আমি আহত বন্দিদের বলে দিয়েছি আমরা ওদের মারব না। ওরা গিয়ে শামসকে আমাদের কাজে বাধা দেয়ার পরিগাম সম্বন্ধে সতর্ক করবে। শামস যদি রুইন এলাকায় আবার আমাদের আচমকা আক্রমণের ঝুঁকি নেয় তবে আমরা আমাদের হাতে বন্দি সাইমন পেরেরাসহ রেটসদের সবকটাকে গুলি করে মারব। আপনার অনুমতি ছাড়া আমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বেঠিক বিবেচনা করলে আমি স্ফুরণপ্রার্থী। কারণ আপনিই এই অভিযানের প্রকৃত নেতা, আমি নই।’

লায়লা মুসা শাহেদীর কাছে এগিয়ে এসে তার মতামত জানার জন্য দাঁড়াল।

‘আপনার সিদ্ধান্ত মোটামুটি ঠিকই আছে। তবে খুব বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত কিনা তা পরে বোঝা যাবে। আপনার প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী এক্ষুণি তাহলে আধমরা শয়তানগুলোকে ওদেরই উটের উপর বসিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। আমরা আর দেরি করতে পারি না বোন। একে তো আমরা ক্ষুধার্ত, দ্বিতীয়ত একটু পরেই তালুফাটা রোদের ভ্রালায় আমাদের লোকেরা দিশেহারা হয়ে পড়তে পারে।’

বলেই লায়লার প্রতিশ্রূতি মতো আহতদের ব্যবস্থা করতে মুসা আরিফকে ইঙ্গিত দিলেন। লায়লা বুঝল তার সিদ্ধান্ত মোটামুটি সঠিক বলে মেনে নিলেও কমাভার শাহেদী কি নিয়ে একটু যেন বিব্রত। লায়লা বলল, ‘ব্রাদার শাহেদী, আপনি আমাদের নেতা। ভুল হয়ে থাকলে এখনও সংশোধনের সময় আছে।’

‘না এখন আর সময় নেই মিসেস ইলাহী। আপনি তো জানেন আমরা ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা প্রতিশ্রূতির কতটা মূল্য দিই। আপনি শামসের এই পাজি ইঁদুরগুলোকে সাথে সাথেই খতম করে না দিয়ে নিজের উপকারের আশায় একবার যখন সঙ্গে নেয়ার প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন; তদুপরি আহত বদমাশগুলোকে শামসকে সতর্ক করার জন্য মুক্তি দেবেন বলেছেন, তখন একজন অধিনায়িকা মুসলিম বোনের জবানের মূল্য আমাদের দিতেই হবে। এতে অবশ্য অভিযানের মূল পরিকল্পনা একটু পাল্টাতে হতে পারে। সেটা পরে দেখা যাবে, এখন তাড়াতাড়ি করুন।’

মুসা শাহেদীর মুখে হঠাৎ এক ধরনের সামরিক দৃঢ়তা ফুটে উঠল। এ মুহূর্তে তা নিজের লোকদের মধ্যে একটা বিচিত্র তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। সকলেই শক্তির উটগুলো দ্রুত সারিবদ্ধ করে বসিয়ে সেগুলোর পিঠের ওপর হাওদা বেঁধে আহতদের তুলে দিয়ে উটগুলোকে তাড়া দিতে দিতে সমস্তেরে বলে উঠল, ‘ভাগ ইহুদির বাচ্চারা, এ যাত্রায় বেঁচে গেলি।’

কাজ শেষ করে আরিফ এসে সামনে দাঁড়াল, ‘আমাদের কাফেলাও প্রস্তুত কর্মসূচির। এখন আদেশ করুন এই সাইমন পেরেরা আর বাকিগুলোকে কাফেলার কোথায় রাখব?’

‘তোমার পরামর্শ কি ক্যাপ্টেন? এই হারামজাদাদের কোন পরিশনে রাখলে অনিষ্টের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম বলে মনে কর?’

‘আমাদের থেকে চল্লিশ গজ আগে সেট করি। ঠিকমত নজর রাখা যাবে।’  
‘বেশ তাই কর।’

মুসা অনুমতি দিলে সামরিক কায়দায় সালাম জানিয়ে আরিফ ছুটে গেল।

লায়লা এতক্ষণ পর্যন্ত এখানে দাঁড়িয়ে মুসা শাহেদীর সতর্কতা লক্ষ্য করছিল। মুসা এতক্ষণে একবারও তার দিকে দেখেননি বলে লায়লা নিজেকে কেমন যেন একটু অপরাধী ভাবছিল। আরিফ চলে গেলে এবার মুসা লায়লার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

‘ভাববেন না শামস আবাদী সাইমন আর এক দল ইহুদির জীবনের পরোয়া করে। এদের জীবনের আর কোনো মূল্য নেই এখন রেটস লিডার শামসের কাছে। এরা যদি আপনার লোকদের পরাজিত কিংবা মেরে ফেলে আপনাকে অপহরণ করতে পারত তবে এরা এদের দলের কাছে শুধু মোটা পুরক্ষারই পেত না, শামসের ইহুদি চক্র এদের বীর বলে ঘোষণা করে প্রোমোশনের ব্যবস্থা করত। এখন এরা যেহেতু পরাজিত, দলের কাছে এদের প্রাণের আর কানাকড়িও মূল্য নেই বোন লায়লা। আমাদের আক্রমণ করলে আমরা এদের এই সাইমন পেরেরা গ্রুপকে শান্তি দেব কি মেরে ফেলব তাতে শামসের দল থোড়াই কেয়ার করবে। কি বল হে সাইমন পেরেরা, আমি ঠিক বলিনি?’

সাইমন ও তার গ্রুপ সেখানেই মাথা নত করে বালির ওপর বসে ছিল। তারা টু শব্দটিও উচ্চারণ করল না। কারণ সাইমন জানে মুসা শাহেদী ঠিক কথাই বলেছেন। শামস শক্তির কাছে পরাজিত সাইমনের জীবনের তোয়াক্কা করবে এটা সেও ভাবে না। বরং মুসা শাহেদীর দূরদৃষ্টি ও রেটসদের চরিত্র সম্বন্ধে তার পরিক্ষার ধারণা দেখে মনে মনে একটু অবাকই হলো। যদিও মুখে কিছুই বলল না।

এর মধ্যে লায়লার অন্য সঙ্গীরা ইলাহী, চিশতি ও জাহরা সকলেই লায়লার ভুলটা বুঝতে পেরেছে। এই অভিযানে রেটস দস্যুরা যে কোনো মানবতার ধার ধারছে না এটা আগেই সকলের বোকা উচিত ছিল।

ইলাহী মুসা শাহেদীকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘আমার স্ত্রী যদি বুঝতে একটু ভুল করেছে, তবে সবদিক বিবেচনা করলে পরাজিতদের অর্থাৎ এই পেরেরা গ্রুপটিকে

একেবারে শেষ না করে আমাদের কাজে ব্যবহার করলে আখেরে হয়তো ভালই হবে কম্বান্ডার। হাজার হোক প্রাণ রক্ষা করারও তো একটা সওয়াব আছে?’

স্ত্রীর পক্ষে ইলাহীর এই ওকালতিতে মুসা জোরে হেসে ফেললেন, ‘আমার বোন লায়লাকে আপনি খুব ভালবাসেন ড. ইলাহী। আল্লাহ তার বিদ্যাবুদ্ধির সুফল ভোগ করার সুযোগ আপনাকে আরও বাড়িয়ে দিন। তবে তার দয়ামায়ার সওয়াবটা বোধহয় শামস আমাদের সহজে ভোগ করতে দেবে না। এখন আসুন আর বিলম্ব না করে হাওদায় উঠে আমার পরিকল্পনার কথা আপনাদের বলি।’

মুসার নির্দেশে সকলেই ক্যাপ্টেন আরিফের নতুন করে সাজানো উটের সারির ঠিক মাঝাখানের হাওদায় আরোহণ করল। সাইমন পেরেরা ও তার সঙ্গীদের তিনটি উটে হাওদা বেঁধে কাফেলার সামনে চাল্লিশ গজ ব্যবধান রেখে চলতে বাধ্য করা হল। বন্দিদের উটে কোনো সামরিক সরঞ্জাম রাখা হল না। বরং কোদাল, গাঁইতি, বেলচা ইত্যাদি যা খোঁড়াখুঁড়ির কাজে লাগে সে সবের বোৰা অতি সতর্কতার সাথে তুলে দেয়া হল। সাইমনকে কাফেলা রওনা দেয়ার মুহূর্তেই মুসা শাহেদী জানিয়ে দিয়েছিলেন, ‘দ্যাখো সাইমন, এটা আমাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র। বন্দি হিসেবে যে ধরনের আচরণ তোমাদের প্রাপ্য তা আমার বোন লায়লার প্রতিশ্রূতির জন্য তোমাদের সাথে করা হচ্ছে না। আমাদের সাথে চলার সময় আমরা তোমাদের সকলের হাত পা বেঁধে হাওদায় তুলতে নির্দেশ দিতাম। কিন্তু তা দেয়া হচ্ছে না। তোমার লোকদের যে কোনো চালাকি এবং অপকর্মের জন্য তুমিই দায়ী থাকবে। অ্যাসকেপের চেষ্টা করবে না, তাহলে নির্ঘাত মারা পড়বে।’

‘আমরা পালাবার চেষ্টা করব না কম্বান্ডার।’

এতক্ষণ পরে হঠাত সাইমন মুখ খুলল।

‘গুড়। দুষ্ট লোকদের সততার মূল্যও যে আমরা দিই তা তো লায়লার ব্যবহারেই তোমরা বুঝতে পেরেছ। এখন থেকে সময়ে চলবে।’

জবাব দিলেন শাহেদী।

সাইমন আর কোনো কথা না বলে ক্যাপ্টেন আরিফের ইঙ্গিতে চাল্লিশ গজ সামনে বসিয়ে রাখা উটের হাওদায় গিয়ে আরোহণ করল। এর পেছনের একটি পূর্ণ সজিত সামরিক উটের হাওদায় ক্যাপ্টেন আরিফ, জাহরা, চিশতি ও মিজানকে তুলে দেয়া হল। এই হাওদা থেকে একটি লং রেঞ্জ মেশিনগানের নল সাইমনদের উটগুলোকে লক্ষ্য করে উদ্যত হয়ে আছে যাতে বন্দি শক্ররা কোনোরূপ টেরবেটের করতে সাহস না পায়।

কাফেলা এখন কোনো পরিত্যক্ত মরণ্যান কিংবা পার্বত্য ঢালুর ছায়ার আড়াল খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। দিগন্ত রেখা থেকে সূর্য বেশ একটু ওপরে। রোদের তাপে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাফেলার সামনে পেছনে মরীচিকার ঝিলিক বালুর ওপর তরঙ্গ তুলতে লাগল। আনাড়ি চোখে এই টেক্টকে পানির মত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা গরম বালুরই ছায়াবাজি মাত্র। কাফেলার মাঝাখানের একটি সামরিক উটে ম্যাপ খুলে

লায়লাকে পথের নিশানা বাতলাচ্ছিলেন মুসা শাহেদী। লায়লা ও ইলাহী উপুড় হয়ে পথনির্দেশ বোঝার চেষ্টা করছিলেন।

‘আমরা সাবেক পথ দিয়ে না গিয়ে এই যে একটি পার্বত্য উপত্যকার মার্কিং ম্যাপে দেখা যাচ্ছে এ পথ ধরব। আর মাত্র চার কিলোমিটার এগোলেই আশা করছি উপত্যকাটি পেয়ে যাবো। সেখানে ছায়া পাই বা না পাই কাফেলা থামবে এবং তাঁবু খাটাতে হবে। এখানে আমাদের অনাহারী উদরে কিছু খাবার নেবার ব্যবস্থা করে বাকি দিনটা বিশ্বামের ব্যবস্থা করতে হবে। সন্ধ্যার সাথে সাথেই আমরা গন্তব্যের দিকে যাত্রা করব। কেবল এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমরা শামসের দুই নম্বর আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারি।’

‘শামসের আক্রমণ সম্বন্ধে আপনি দেখছি একেবারেই নিশ্চিত কর্মান্বাদ।’

একটু বিব্রত কঠে কথা বললেন ড. ইলাহী।

‘হ্যাঁ আমি নিশ্চিত ডেস্টেশন।’

এবার মুসার কথায় লায়লাও কেমন ঘাবড়ে গেল।

‘তাহলে তো আমাদের আরও সতর্কতার সাথে এগোনো উচিত। এখন আমরা কি কবর ভাই শাহেদী? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।’

কি করতে হবে সেটাই এখন আপনাদের বুঝিয়ে বলতে চাইছি। আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন, কারণ রুইন এলাকায় গিয়ে স্থান নির্ণয় করার কাজটা আপনি ও আপনার স্বামীর ছাড়া অন্য কারো সাধ্যে কুলোবে না। আপনারা ছাড়া এখানে অন্য কারো ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বের কোনো জ্ঞান বা ধারণাই নেই।’

‘আমার ত মনে হয় আমি মেমফিসের ধ্বংসাবশেষের আধ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছুতে পারলেই রাজকুমারী জুলফিয়ার পিরামিডের অবস্থানটা নির্ণয় করতে পারব। তবে এখানে একটা কথা আছে ব্রাদার শাহেদী, আমি আপনাকে বিষয়টি আগেও বলেছি। বিষয়টা হল আমরা যে সঠিক পথেই যাচ্ছি সেটা বোঝার জন্য আমাদের কাফেলাকে একটা নিশানা অতিক্রম করা দরকার। নিশানটা হল একটা প্রাচীন ওয়েসিস অর্থাৎ হাজার হাজার বছর আগের একটা পরিত্যক্ত হিকশেস প্রাক জনপদের ধ্বংসাবশেষ যেখানে আছে সেখানটা। সেখানেই জুলফিয়ার প্রেমিক এক তৌহিদবাদী যুবককে রাজকুমারীর পিতা হাইফাউস ফেরাউন বলে ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েরত ইউসুফের বহু পরবর্তী এক পৌত্রলিঙ্ক ফেরাউন, এক অত্যাচারী রাজা হ্যরত ইয়াকুব আলাইহিস সাল্লামের তৌহিদবাদ পুনঃপ্রচারের অভিযোগে আটক রেখেছিল এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। মোট কথা তৌহিদবাদ প্রচারের অভিযোগে রাজকুমারীর প্রেমিক যুবকটিকে সেই গ্রামে হত্যা করা হয়। আসলে ওটা কোনো গ্রাম নয়, একটি কারাঘল মাত্র। একটি বৃহৎ কারাগারকে কেন্দ্র করে এর পাহারাদার, সেন্ট্রি, জলাদ এবং সংশ্লিষ্ট লোকেরা এখানে একটি গ্রামের মত গড়ে তুলেছিল। আমি যদি সেই কারাগার তথা ওই গ্রামের ধ্বংসাবশেষের কাছে পৌঁছুতে পারি তবে প্যাপিরাসগুলোর সাংকেতিক নির্দেশানুযায়ী সহজেই মেমফিসের রুইনের দিকনির্দেশ স্তম্ভটি ও খুঁজে বার করতে সক্ষম হব। তারপর

আছে সাংকেতিক অংকের দূরত্ব নির্দেশক ইঙ্গিত। যা অনুসরণ করে এগোতে পারলে মাটির ওপরে থাকুক কিংবা বালির নিচে চাপা পড়েই থাকুক আমি জুলফিয়ার সোনার পিরামিডের হিসেব বার করবই ইনশাল্লাহ।'

লায়লার কথায় মন্ত্রমুদ্রের মত মুসা শাহেদী ও ড. ইলাহী তার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মুসা বললেন, 'শামসকে গোলক ধাঁধায় ফেলার জন্য আমরা তো এই গাঁয়ের ধ্বংসাবশেষটা এড়িয়ে অন্য পথে মেমফিসের রাইন এলাকায় পৌছার পরিকল্পনাই মনে মনে ভাবছিলাম। এখন আমার আকলবন্দ বোনের কথায় মনে হচ্ছে যত বিপদের সম্ভাবনাই থাকুক আমাদের এই গাঁয়ের বা কারাগারের মধ্য দিয়েই চলতে হবে। কুছ পরোয়া নেই ড. ইলাহী, আমরা বিপদ মাথায় নিয়েই সেখানে পৌছব।'



পর্বতের ছায়াবৃত একটা জায়গায় অভিযানের নেতা কমান্ডার মুসা শাহেদী, লায়লা, ড. ইলাহী, ড. চিশতি, জাহরা এবং মিজান বসে পরামর্শ করছিলেন। একটু আগে তারা আহার সমাপ্ত করেছেন। এখন বেলা দুটোর মত হবে। সকাল থেকে কারো ভাগ্যে সময়ের অভাবে কোনো ব্রেকফাস্ট না জুটলেও, এখন পরিপূর্ণ তৃষ্ণির সাথে সকলে নুন দেওয়া উটের মাংস, পনির, পাউরঞ্চি এবং খেজুরের বিশেষভাবে তৈরি স্বচ্ছ পানীয় দিয়ে লাখও সেরেছেন। অভিযাত্রীদের এখন সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে। বন্দি সাইমন পেরেরা গ্রহণকে পর্বতের চালুতেই তাঁর খাটিয়ে খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কমান্ডার মুসা শাহেদীকে বন্দি ডেজার্ট রেটস্যু গ্রহণ যতটা কঠোর প্রকৃতির বলে চাকুস দেখেছে তিনি যে বন্দিদের প্রতি ততটা নির্দয় হয়নি, এতে সাইমন একটু অবাক। অভিযাত্রীরা যে ধরনের খাবার পেয়েছে বন্দিরাও একই ধরনের খাবার এবং তাঁর পেয়ে কৃতজ্ঞ। সাইমন তাদের পাহারায় নিয়োজিত সদাসতর্ক ক্যাপ্টেন আরিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আপনার কমান্ডার ওস্তাদ শাহেদীকে বলে দিন আমাদের সাথে আচরণের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমরা, বিশেষ করে আমি আপনাদের অভিযাত্রীদের সাথে শক্তা পরিহার করে অভিযানে সাহায্য করতে চাই। এখন আমাকে বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ইচ্ছা।'

আরিফ বলল, 'তোমার কথা আমি আমাদের মোর্শেদকে অবশ্যই জানাব। তবে তোমাদের আসল লোকগুলো অর্থাৎ শামস আবাদী আমাদের ওপর যেকোনো সময়

ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় তোমার সহযোগিতার প্রস্তাব কমান্ডার কানে তুলবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। তবুও আমি এখুনি তোমার আবেদন তার কাছে পেশ করতে যাচ্ছি। তোমার সাথের বন্দিরা কি তোমার সাথে একমত?’

‘আমরা সকলেই একমত। আমরা সহযোগিতা করব। তবে অ্যাক্সেভেশন শেষ হলে অর্ধাং জুলফিয়ার পিরামিড উদযাপিত হয়ে গেলে আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। কমান্ডার শাহেদী যদি আমাদের সাথে এই প্রতিশ্রূতি দেন আমরা তার পক্ষে কাজ করব। দরকার হলে আপনাদের সাথে শামসের যে কোনো আক্রমণ ঠেকাতেও আপনাদের পক্ষেই দাঁড়াব। কারণ শামস অ্যাটাক করলেই আমরা বুঝব সে আমাদের জীবনের কানাকড়িও মূল্য দিচ্ছে না।’

লোকগুলোর কথায় কোনো কপটতা দেখতে পেল না আরিফ। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘তোমাদের আর্জি এই মুহূর্তেই যথাস্থানে পৌছে দিচ্ছি। আমার কমান্ডার আশা করছি তোমাদের প্রস্তাব যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করবেন। তবে তোমাদের মনে যদি কোনোরূপ চালাকি থেকে থাকে তবে সাবধান। তোমরা জান না মোর্শেদ মুসা শাহেদী কে? তিনি কী করতে পারেন। তিনি আল্লাহওয়ালা মানুষ, প্রস্তাব শুনেই বুঝতে পারবেন তোমাদের ভেতরে উদ্দেশ্যটা কি আছে। কোনো বেদ্মানীর গোপন মতলব থাকলে এখনও আমি সতর্ক করছি, তোমরা বেঘোরে মারা পড়বে।

একথা বলে গার্ডের সতর্ক থাকতে ইঙ্গিত দিয়ে ক্যাপ্টেন আরিফ বন্দিদের তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে প্রচণ্ড রোদ। লু হাওয়ার ছটোপুটি চলছে। কেবল পর্বতের সানুদেশে অভিযাত্রীদের তাঁবুগুলোই একটু ছায়া পাচ্ছে। একে অবশ্য ছায়া বলা যায় না। অসহনীয় গরমে সকলে আঁকপাকু করছে। মুসা শাহেদী একটু আগে সবাইকে ভাল পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে থাকতে বলেছেন। নইলে গায়ে ফোসকা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মুসা শাহেদী লায়লার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ‘ভেবেছিলাম বোন লায়লার কাছে দিনের এই অবসর সময়টা প্রিসেস জুলফিয়া ও তার তৌহিদবাদী বিপ্লবী যুবকের প্রেমের উপাখ্যান শুনব। কিন্তু বিধি বাম দেখতে পাচ্ছি। কারণ এমন উষ্ণ মরু আবহাওয়ায় আর যাই হোক গল্প জমবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া সবাই এখন এই প্রবল লু হাওয়ায় শৃঙ্খলকষ্টে কাতরাচ্ছে।’

লায়লাও হাসল। ‘গল্পটা আমি শোনাবার জন্য খুবই আগ্রহী। তবে হিক্ষস ফেরাউনদের কারাগার এলাকায় পৌছে আজ রাতে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় সেই রাখাল রাজাদের পরম সুন্দরী কন্যা রাজনন্দিনী জুলফিয়ার দুঃসাহস, আল্লাহ ও তার পরম পবিত্র নবী হ্যরাত ইয়াকুব আলাইহিস সাল্লামের সহিফার ওপর গভীর বিশ্বাস এবং ইয়াকুব বা যেকৰ নবীর তৌহিদ পুনরঞ্জিবীবনবাদী এক বিপ্লবী তরঙ্গের প্রতি ভালবাসার টানে রাজকীয় সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ করে বেদুইনদের তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণের কাহিনী জমবে ভাল। আমার বিপ্লবী ভাই মোর্শেদ মুসা শাহেদী এবং তার স্বৈরাজ্য সহ্যাত্মকার সহযোগিতার প্রস্তাব করতে আগ্রহী।

এই কাহিনী শুনলে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হবেন। জুলফিয়াও তার পূর্বপুরুষ কেনানবাসী হ্যারত ইউসুফ আলায়হিস সালাম এবং মেমফিস রাজপুরুষ আজিজের বণিতা জুলেখার প্রেম কাহিনী ও পরবর্তীকালে তার পরিশুদ্ধ হয়ে ইসলামে আত্মসমর্পণের ইতিহাস শুনে দারণভাবে প্রাণিত হয়েছিলেন। সে কাহিনী আল্লাহর ইচ্ছ থাকলে আজ রাতেই আপনাদের শোনাবো। আমরা ইতিহাস উদঘাটন করতে এসেছি। ইতিহাসের সমর্থন না থাকলে আমরা এই দুরহ মরণভূমিতে খোঁড়াখুঁড়ির কাজে সম্পূর্ণ নিরূদ্যম হয়ে পড়ব।'

জাহুরা বলল, 'ওরে বাপরে, এ তো দেখি সামান্য পুরাতাত্ত্বিক অ্যাক্সেভেশন মাত্র নয়। দারণ একটা রোমান্টিক সত্যভিত্তিক উপন্যাস আছে এর পেছনে। আমি তো এখনই প্রাণিত বোধ করছি। লায়লা, বোন আমার! গরমে গায়ে ফোসকা পড়াটা ও এখন আমার সহ্য হবে, কারণ রাতে চাঁদের আলোয় হাজার হাজার বছর আগের প্রকৃত প্রেমের গরম জিলিপি খাওয়ার প্রতিশ্রূতি তুমি দিচ্ছ।'

জাহুরার কিশোরী সুলভ আনন্দে সকলেই হাসল। লায়লা ও হাসল, 'তা তো তোমাকে খাওয়াবই যখন চিশতির প্রেমে হারুড়ুব খেয়েও তোমার সাধ মিটেছে না। তার আগে বল তোমার ভূগোল শাস্ত্রে মিসরীয় মরণ অঞ্চলের এদিকটায় যে উত্তাপ জমা হয় তা দু'হাজার বছর আগে এরকম থাকলে নিশ্চয়ই এতদৰ্থলে বসতি গড়ে উঠত না। দু'হাজার বছর প্রকৃতিতে এ ধরনের মরণয় বিস্তৃতির কারণ কি?

'আমি অবশ্য অতবড় ভূগোল বিশারদ নই। তবে মনে হয় গ্রীনহাউস ইফেক্ট বলে যে বিষয়টা বিশ্ব প্রকৃতিতে ঘটছে তা হাজার হাজার বছর ধরেই ক্রিয়াশীল। তুমি যে বসতির কথা বললে তেমন সম্মত মানব বসতি কি মিসরের এতদৰ্থলে ছিল? এই বালুর বিস্তৃতি এবং প্রচণ্ড উত্তাপ নিজের চোখে দেখে আর নিজের শরীরে অনুভব করে মনে হচ্ছে না এখানে হাজার কয়েক বছরের মধ্যে কোনো মানব বসতি গড়ে উঠেছিল।'

'এখানেই তোমার ভুল হচ্ছে জাহুরা, আমরা এখন যেখানে আছি সেখানেই দু'হাজার বছর আগে অসংখ্য বেদুইন তাঁবুতে ভরা থাকত। তাঁবুর সেসব বাসিন্দা যদিও যায়াবর ছিল কিন্তু প্রচণ্ড রোদের তাপ এবং লু বাতাসের শিকার ছিল না তারা। তারা কেনান থেকে পশুর পাল নিয়ে এ পর্যন্ত আসত এবং এখানে গ্রীষ্মকালটা অতিবাহিত করে আবার কেনান ফিরে যেত। তারা সবসময় শস্য-শ্যামল মেমফিস শহরের দিকে লুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। সেখানে মেষ, দুষ্মা ও উট বিক্রি করে কেনানের দুর্ভিক্ষে অনটনে খাদ্য কিনে নিয়ে যেত। হ্যারত ইউসুফের (আ.) সহোদর বেন ইয়ামীনকে তাদের সৎ ভাইয়েরা এ পথ দিয়েই মেমফিস নিয়ে গিয়েছিল। সন্তুষ্ট এখানেই ঐ পাহাড়টার নিচে একটা কুয়োতে হ্যারত ইউসুফ (আ.)কে তার কৈশোরে তারই জ্যেষ্ঠ সৎ ভাইয়েরা ফেলে দিয়ে কেনানে ফিরে গিয়ে বলেছিল ইউসুফকে মরণ নেকড়েরা খেয়ে ফেলেছে। এ কথা শুনে আল্লাহর নবী কাঁদতে কাঁদতে অঙ্গ হয়ে গিয়ে আল্লাহর কাছে ধৈর্যধারণের তওঁফিক প্রার্থনা করেছিলেন। পরবর্তী ঘটনা তো

আপনাদের সকলেরই জানা। আমি কোনোদিন এখানে আসিনি বলে জায়গাটা সম্বন্ধে দ্বিধাবিত ছিলাম। কিন্তু এখানে পৌছেই প্যাপিরাসের কথা আমার মনে পড়ল।

লায়লার কথায় সকলেই অভিভূত। সকলেই বিশ্ময়ে চুপ করে আছে। তাহলে এটাই সেই জায়গা যেখানে এক শুক্ষপ্রায় কুয়ো থেকে আরব বণিকরা হ্যরত ইউসুফকে তুলে নিয়ে মেমফিসের বাজারে বিক্রি করে দিয়েছিল?

এ সময় আরিফ এসে মুসা শাহেদীকে সালাম বলল।

মুসা মুখ তুলে জিজেস করলেন, ‘কি ব্যাপার কোনো সমস্যা?’

‘না কমান্ডার! আপনার সাথে সন্তর্পণে একটু আলাপ করতে চাই।’

এ কথায় সকলেরই চৈতন্য হল। এটা কমান্ডারের নিজস্ব তাঁবু। তিনি সবাইকে অর্থাৎ লায়লা ও ইলাহীসহ তাদের মেহমানদের তার তাঁবুতে লাঠি খাওয়ার জন্য ঢেকেছিলেন। খাওয়ার পর এখানে বসে গল্প শুনবে মেতে থাকলে তার বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়।

লায়লা বলল, ‘আমরা তাহলে আমাদের তাঁবুতে গিয়ে বিশ্রাম নিই।’

কমান্ডার বললেন, ‘ঘান, যার যার তাঁবুতে গিয়ে বিশ্রাম নিন। তবে চোখ কান খোলা রেখে খুবই সতর্কতার সাথে। কারণটা আমি আগেই বলেছি, শামস আমাদের যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। আমাদের গার্ডদের অবশ্য আরিফ যথেষ্ট অ্যালার্ট রেখেছে, তবুও সাবধানের মার নেই। বোন লায়লার দিকে প্রতি মুহূর্তে কেউ না কেউ থেয়াল রাখবেন। বিশেষ করে আমি জাহর চিশতিকে এই দায়িত্ব দিচ্ছি। লায়লা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাঁবুর বাইরে গেলেও বোন জাহর সশস্ত্র অবস্থায় তার সঙ্গে থাকবেন। আমার কথার ওপর খুবই গুরুত্ব দিয়ে এই মুহূর্ত থেকে আপনাদের সবাইকেই চলতে হবে। সহসা আক্রান্ত হলেই ভয় পেলে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখেই পাল্টা আক্রমণ তথা রিভেল্বে নিতে হবে। এবার আপনারা আসুন।’

দৃঢ়চেতা সেনাপতির মত আমাদের কথাগুলো বলে গেলেন মুসা। সকলেই নিঃশব্দে, চিন্তিত মুখে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলে আরিফ কমান্ডারের গা ঘেঁষে, কানে কানে সাইমনদের আস্তসমর্পণের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবটা শোনালো।

‘বদমায়েশগুলো তোমাকে কোনো শর্ত দিয়েছে ক্যাপ্টেন?’

‘জুলফিয়ার পিরামিড আবিষ্কার, অ্যাস্কেলেশন এবং আমাদের অভিযাত্রা সফল হলে কোনোরূপ শাস্তি না দিয়ে পেরেরা ও তার বন্দি ফ্রপ্টাকে ছেড়ে দিতে হবে।’

‘এর বিনিময়ে আমরা এদের কাছে কি পাব?’

‘অভিযান চলাকালে আপনার প্রতি সর্বস্থকার আনুগত্য।’

‘শয়তানদের আশ্বাসের ওপর তুমি কি করে ভরসা রাখতে পার ক্যাপ্টেন? তুমি বহু যুদ্ধে বিপদে আক্রমণে আমার পোড় খাওয়া সাথীদের অন্যতম!’

‘আমি ঠিক বিশ্বাসের কথা বলছি না কমান্ডার। প্রকৃতপক্ষে এদের মত এনিমিদের বিশ্বাস করা যায় না। তবে আমি আপনাকে একটা তথ্য বলতে চাইছি। পেরেরার সাথে

এখন যারা আমাদের হাতে বন্দি তাদের সব কয়টাই খ্রিস্টান। ক্যাথলিক চার্চের অধীন। এটা একটা দৈব ব্যাপার মোর্শেদ শাহেদী। গোলাগুলিতে যে কয়টি আহত হয়ে মাটিতে পড়েছিল, যাদের আমরা শামসের উদ্দেশে পাঠিয়েছি সবগুলোই ছিল বহিরাগত ইহুদি গাজা ও জেরুজালেমে নতুন সেটলার। আর আমাদের হাতেরগুলো বায়তুল মাকদাসের বংশানুক্রমিক বাসিন্দা।'

'এই তথ্য ব্যক্ত করে তুমি আমাকে কি বোঝাতে চাও সেটা আমি জানতে চাইছি?'

'আমার বেয়াদবি মাফ করবেন কমান্ডার। আমি এই তথ্য আবিষ্কার করেছি এদের নামের তালিকা তৈরির সময়। এদের সকলের নামই খ্রিস্টান নাম। প্রত্যেকেই জন্মের পর থেকেই স্থানীয় আরবদের সাথে সম্পর্কিত থেকে বড় হয়েছে। এদের অন্তরে ইহুদীবাদ এবং ইহুদি দৌরান্ত্যের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব আছে বলে আমি জানি। আপনারও অজানা নয়। এখন ইহুদিদের ভাড়া খাটিতে এসে আমাদের হাতে পড়ে ভয়ানক ভীত। আপনার নাম শুনলেই এরা ভয়ে কাঁপতে থাকে। তবে ইহুদিদের মত ঘোর ইসলামবিদ্ধী নয়। স্থানীয় খ্রিস্টান বলেই জেরুজালেম, আমাদের প্রথম কিবলা আল আকসা মসজিদের প্রতি যৎ সামান্য হলেও শুন্ধাবোধ আছে। এখন এদের ধারণা হল যেহেতু কেবল ইহুদিরাই লায়লার সাথে লড়াইয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে এবং খ্রিস্টান গ্রন্থটা অর্থাৎ পেরেরাসহ আমাদের বন্দিরা কেউ আহত হয়নি; তদুপরি আমরা যেহেতু এদের কয়জনকেই বন্দি করে আমাদের সাথে রেখে দিয়েছি এবং প্রকাশ্যেই বলেছিলো যে আমাদের অভিযানে এদের ব্যবহার করব আর ইহুদিগুলোকে তাদের নেতা শামসকে সতর্ক করতে উটের পিঠে তুলে মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়েছি। সে কারণে শামস এই সাইমনের দলকে এখন থেকে সন্দেহের চোখে না দেখে পারবে না। এমনও হতে পারে শামস হয়তো ভাবতে শুরু করেছে সাইমন আপনারই লোক। নইলে এতবড় একটা আধুনিক অন্ত্রে সজ্জিত সশস্ত্র গ্রন্থ লায়লার হাতে পর্যন্ত হয়ে গেল? তাও আবার খ্রিস্টানগুলো অক্ষত অবস্থায় আমাদের হাতে বন্দি হল। আমরা ওদের রেখে আহত, ক্ষতিবিক্ষিত ও মরণাপন্ন ইহুদিদের শামসের জন্য ছেড়ে দিলাম আর সাইমনকে রেখে দিলাম, বিশ্বাস সাইমন ইখওয়ানের এজেন্ট!'

আরিফের কথায় বেশ একটু কৌতুহলী হয়ে উঠলেন শাহেদী। তিনি অনেকক্ষণ মুখ তুলে তাঁবুর উর্ধ্ব কোণের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, 'চমৎকার ব্যাখ্যা! আরও বলে যাও আমি শুনি।'

'সাইমন বলেছে সে আপনার সম্পূর্ণ আনুগত্যসহ আমাদের কাজে সাহায্য করতে চায় যদি আপনি তাকে আস্থায় নেন। শর্ত শুধু একটাই, আপনার কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে ওদের যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে দিতে হবে। সম্ভবত এরা অধিকৃত এলাকায় আর ফিরে যেতে চায় না।'

আরিফ তার বক্তব্য শেষ করে স্বভাবসূলভ বুদ্ধিদীপ্ত মৃদু হাসি হাসল।

'এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শ কি ক্যাপ্টেন?'

‘আপনি তো জানেন মোর্শেদ এটা হবে মেজের ডিসিশন। এ ব্যাপারে আপনাকে পরামর্শ দেয়া আমার শোভা পায় না। এটা মূলত কমান্ডারের একক ডিসিশনের ব্যাপার। আমার বুদ্ধির দৌড় তো আপনার জানাই আছে। আমি আমার জনবুদ্ধি অনুযায়ী পরিস্থিতির যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়েছি। আপনার মত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আমি কোথায় পাব কমান্ডার? এতে তাড়াহুড়োর কোনো কিছু নেই। আপনি চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিন। ইচ্ছে করলে বোন লায়লার সাথেও পরামর্শ করা যেতে পারে।’

আরিফের কথায় কমান্ডার আরও কিছুক্ষণ আরিফের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘না, আর কোনো পরামর্শ বা আলোচনার সময় আমাদের হাতে নেই ক্যাপ্টেন। আমার কেন যে তোমার ব্যাখ্যায় আস্থা হচ্ছে সাইমন লোকটা সত্যি কথাই বলছে।’

‘আমরা আরও পরীক্ষা করতে পারি কমান্ডার।’

‘তা পারি, কিন্তু সে সময়টা তুমি কোথায় পাচ্ছ?’

‘তাহলে আদেশ করুন।’

‘তুমি এক কাজ কর। সাইমনকে এখনই কোনো জবাব দেয়ার দরকার নেই। তুমি শুধু ওপর থেকে পাহারাটা শিথিল করে দাও। তোমার গার্ডদের রাইফেল উঁচিয়ে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। তবে দূরে অলঙ্ক্ষ্য থেকে নজর রাখতে চাইলে সেটা অবশ্য তুমি আদেশ দিতে পার।’

‘সাইমন তার প্রস্তাবে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইবে।’

‘তাকে বলবে কমান্ডারকে তোমার প্রস্তাবে খুশিই দেখলাম। তবে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে। তিনি বিবেচনা করছেন। পরে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। এরপর সে এবং তার লোকেরা যখন দেখবে আমাদের সেন্ট্রিরা রাইফেল হাতে এদের ওপর থেকে পাহারা তুলে নিয়েছে তখন স্বভাবতই ওরা ভাববে আমি তাদের আনুগত্যের বিষয়টি যথাযথ সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করছি। এর মধ্যে যদি আমরা শামসের কোনো হঠাৎ হামলার শিকার না হই, তাহলে সূর্য ডুববার আগেই আমরা গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করব এবং পথে সাইমন ও তার লোকদের সাথে আপনজনদের মত আরো ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করব। গন্তব্যে পৌছেই তুমি সাইমনকে জানিয়ে দেবে তার প্রস্তাব ও আনুগত্যে আমি সম্মত হয়েছি। দেখবে তখন এরা দিশুণ উৎসাহে এবং কম সময়ের মধ্যে আমাদের অ্যাক্ষেপ্শন, ডিসকভারি ইত্যাদি কাজ ত্বরিত করবে।’

‘সুন্দর প্রস্তাব কমান্ডার, আল্লাহ আকবার। আমার মাথা থেকে এ ধরনের ব্যালেন্স আইডিয়া আপনি কিভাবে আশা করেছিলেন? নেতৃত্বের গুণ আল্লাহ আপনাকে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছেন।’

বলেই ক্যাপ্টেন আরিফ মুসা শাহেদীকে সেলুট দিয়ে আদেশ পালনে বন্দিদের তাঁবুর দিকে হাঁটা দিল। মুসা শাহেদী মেহদুষ্টি দিয়ে তার সঙ্গীর স্মার্টনেস পরখ করে তাঁবুতে বসে রইলেন।



সূর্যাস্তের আগেই তাঁবু গোটানো হয়ে গেলেও কী ভেবে যেন মুসা শাহেদী তার কাফেলাকে যাত্রা শুরুর আদেশ দিতে ইতস্তত করতে লাগলেন। সকলেই যার যার উটের পাশে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় লায়লা সাহস করে কমান্ডারের উটের পাশে এসে দাঁড়াল।

‘আমরা কি আরও খানিকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করব কমান্ডার?’

‘আমার ইচ্ছে সে রকমই ছিল বোন লায়লা। কিন্তু আমাদের শক্ররা আমাদের খুব কাছে থেকেই আমাদের অনুসরণ করছে। মরু প্রান্তরে সোজাসুজি নেমে যাওয়ার আগে একটু বিবেচনা না করে পারছি না।’

মুসার কথায় হঠাৎ একটু নারীসুলভ ভীতির চিহ্ন ছড়িয়ে পড়ল লায়লার ভুর ওপর।

‘শামস কি নিকটেই আছে কমান্ডার?’

‘আরি তো সে রকম ইঙ্গিতই দিল।’

মুসার কথা শেষ হতেই দেখা গেল ক্যাপ্টেন আরিফ সাইমনকে সাথে নিয়ে কমান্ডারের সামনে সেলুট দিয়ে দাঁড়াল। সাইমনও যথারীতি সামরিক কায়দায় মুসা শাহেদীকে সেলুট করল।

মুসা বললেন, ‘মি. পেরেরা তুমি আমার কাফেলার যাত্রার ব্যাপারে ক্যাপ্টেনকে যে ইঙ্গিত দিয়েছ তা আমি শুনেছি। তুমি কী করে জানলে শামস আবাদী আমাদের খুব কাছাকাছি থেকে আমাদের অনুসরণ করছে? তুমি যখন আমাদের সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছ তখন তোমার সতর্কবাণীকে আমরা উপেক্ষা করতে চাই না।’

‘মি. কমান্ডার, আপনি যে আমার কথার ওপর এতটুকু আস্থা স্থাপন করেছেন—এর জন্য আমি ও আমার সঙ্গীরা সত্যি কৃতজ্ঞ। আমি জানি আপনার অভিযাত্রিক দলের বিরুদ্ধে আমরা যে শক্রতা করেছি তা ক্ষমার অযোগ্য। আমরা এতদিন শুনে এসেছি, আপনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম আপনি একজন দয়ালু মানুষ। আপনার সাথে আমার মতপার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু আপনার উদারতা আমাকে স্পর্শ করেছে। আপনি যে মুহূর্তে আমাদের ওপর থেকে গার্ডদের পাহারা তুলে নিয়েছেন ঠিক সে মুহূর্তে আমাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য আপনি আদায় করে নিয়েছেন। আপনার উদারতার উত্তরে আমরাও আপনাকে সতর্ক করা আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করে ক্যাপ্টেন আরিফকে এ বেলা কাফেলা নিয়ে যাত্রা শুরু করার ব্যাপারে সতর্ক করেছি।’

সাইমনের কথা শেষ হতেই মুসা তার দিকে কতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জিজেস করলেন, ‘শামসের অবস্থান সম্বন্ধে তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে?’

‘ঐ বাম দিকের পর্বতের শীর্ষদেশে হঠাতে আমি একটি ঘোঁয়ার সিগন্যাল দেখেছি। আমি রেটসদের সিগন্যাল চিনি। শামস আপনার কাফেলাকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কাফেলা মরণ ময়দানে নামলেই রেটসরা ঝড়ের বেগে কাফেলাকে আক্রমণ করবে। সহসাই রেটসদের সিগন্যাল আমার চোখে পড়েছে। আমাদের তাঁবুতে গার্ডদের পাহারা তুলে না নিলে আমি হয়তো তাঁবুর বাইরে আসার সাহস দেখাতাম না। গার্ডরা না থাকায় আমি তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে সিপ্রেট খাচ্ছিলাম। এ সময় পাহাড়ের ওপর একটা ঘোঁয়ার কুঙুলী দেখেই বুঝতে পারলাম শামস আবাদী রেটসদের আক্রমণের জন্য অ্যালার্ট থাকার সিগন্যাল দিচ্ছে।’

সাইমনের কথা শুনে মুসা বললেন, ‘আমরা যদি এখন না যাই, রাতে রওনা হলেও শামস আমাদের আক্রমণ করতে পারে। এখানে অবস্থান নিয়ে থাকলেও আমরা আক্রান্ত হব না এর গ্যারান্টি কী?’

‘প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নেই ঠিকই। তবে রাতের আক্রমণের ফল একবার যখন শুভ হয়নি তখন আবার আক্রমণের আগে রেটসরা দশবার চিন্তা করবে। লায়লা ইলাহীকে ধরতে এসে আমার নেতৃত্বে রেটসরা একবার যখন কুপোকাত হয়েছে তখন শামস আবাদী দ্বিতীয়বার পরাজয়ের ঝুঁকি সহজে নেবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া শামস হয়তো এতক্ষণে ভেবে নিয়েছে আমরা যারা আপনার হাতে বন্দি, আমরা যেহেতু সকলেই খ্রিস্টান সে কারণে সন্দেহজনক। সে এমনও ভাবতে পারে আমরা আপনার লোক কিংবা বিশ্বাসঘাতক।’

‘শোন পেরেরা, আমি তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদের আস্থায় নিয়েছি।’

‘আমরা কৃতজ্ঞ কমান্ডার শাহেদী। আমরা এই অভিযানে আপনাকে সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আর আমি আপনার আনুগত্যের ব্যক্তিগত শপথ নিচ্ছি।’

‘তোমাকেও ধন্যবাদ সাইমন পেরেরা। এখন এই মুহূর্তে তোমার পরামর্শ দরকার।’

‘আসুন পর্বতের ঢালুতে আপনি, আমি এবং ক্যাপ্টেন আরিফ এটু আলাপ করি।’

‘আমি আমাদের যে কোনো সিদ্ধান্তে বুদ্ধিমতী বোন লায়লাকে রাখতে চাই।’

বললেন কমান্ডার শাহেদী।

‘তিনিও থাকুন। আমরাও তার বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত। যতটুকু জানি শামস আবাদীর মত ভয়ঙ্কর ব্যক্তিগত মিসেস ইলাহীকে সমীহ করে।’

এ কথা বলে সাইমন লায়লার দিকে ফিরে তাকে সেলুট করল।

লায়লা মৃদু হেসে বলল, ‘তোমার সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কথা শুনে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করছি মি. সাইমন পেরেরা। আমি যে আবিষ্কারের জন্য জীবন বাজি রেখে মরণভূমিতে বেরিয়ে পড়েছি তাতে কেবল আরব মুসলমানদেরই ঐতিহ্য জড়িত এমন

নয়, আরব প্রিস্টানদেরও ঐতিহ্য এবং ইতিহাস এতে জড়িত। মূলত তা সমগ্র আরব জাতিরই ঐতিহাসিক মূলসূত্রের সন্দান দিতে পারে। সত্যি যদি আমরা রাজকুমারী জুলফিয়ার মিমি ও তার কাহিনী আবিষ্কার করতে পারি তবে এই আবিষ্কারে তোমার ভূমিকাও উপেক্ষা করা হবে না মি. সাইমন।'

'আমি এই আবিষ্কারের জন্য জীবনপাত করতেও রাজি মিসেস ইলাহী। আপনার সাথে আমরা যে দুর্ব্যবহার করেছি সে জন্য এই সুযোগে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে ও আমার সাথীদের ক্ষমা করুন এবং অভিযানে আস্থায় নিন।'

সাইমন মাথা একটু ঝুঁকিয়ে লায়লাকে সমান প্রদর্শনের ভঙ্গি করল।

লায়লা বলল, 'ব্রাদার কমান্ডার শাহেদী যখন তোমাদের ওপর আস্থা ঘোষণা করেছেন তখন আমরা সব অভিযান্ত্রীই তোমার ওপর নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন করছি। এখন চল পার্বত্য ঢালুতে বসে রেটসদের আক্রমণ ঠেকানোর উপায় বের করি।

লায়লাসহ কমান্ডার শাহেদী, ক্যাপ্টেন আরিফ ও সাইমন একটা বিশাল পাথরের আড়ালে গিয়ে সরাসরি বালুতে বসে পড়ল।

বসেই সাইমন বলল, 'কমান্ডার, শামস আবাদীকে দ্বিতীয়বার আক্রমণের সুযোগ দিলে আপনার লোকক্ষয় অনিবার্য। আক্রমণের এবং পাল্টা প্রতিরোধের ফল অনিশ্চিত। আপনি জিততেও পারেন কিংবা হেরেও যেতে পারেন। শামস তার সব শক্তি নিয়ে আক্রমণে করবে। তাদের টার্গেট লায়লা ইলাহী। তাকে অপহরণ করতে পারলে তারা আপনার সামরিক শক্তির তোয়াক্তা করবে না। তারা লায়লাকে যে কোনো মূল্যে চায়। কারণ লায়লার হাতে পিরামিডের চাবিকাঠি। আরও একটা কথা আপনাকে বলে রাখি কমান্ডার শাহেদী, আপনি ও আপনার দলবলের একটা আদর্শ আছে। আদর্শে উদ্ধৃত হয়েই আপনি মিসেস ইলাহীকে সাহায্যের ঝুঁকি নিয়েছেন। কিন্তু রেটসদের প্রকৃতপক্ষে কোনো আদর্শের বালাই নেই। লায়লা মাটি খুঁড়ে আরব জাতির বিস্মৃত ইতিহাসের সূত্র সন্দান করতে এসেছেন। এসেছেন আপনি ও আপনার সশস্ত্র কমান্ডোরা। এমনকি বাংলাদেশের মত সুদূর অঞ্চল থেকেও ড. ইলাহীর বন্ধুরা ছুটে এসেছেন। সবারই একটা ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সকলেই একটা মহৎ কাজের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ডেজার্ট রেটসদের নেতা শামস এসেছে জুলফিয়ার পিরামিডের ধনরত্ন ও সোনার ভাণ্ডার লুট করতে। ইহুদিরা চিরকালই স্বর্ণলোভী, সম্পদলোভী জাতি। তারা সোনার জন্য এমন কোনা অপকর্ম নেই যা করতে পারে না। পবিত্রাত্মা যীশুর দোহাই, মাতা মেরীর নিষ্কলুষ কুমারীত্বের শপথ, আমি ও আমার লোকজন আর ইহুদি ইন্দুরদের অপকর্মের সহায়ক হব না।'

সাইমনকে আবেগাপ্ত হয়ে পড়তে দেখে কমান্ডার মুসা তার হাত ধরে ফেললেন, 'তোমাকে আর অথবা কসম খেতে হবে না পেরেৱা। আমরা তোমাকে আমাদেরই একজন হিসেবে ধরে নিয়েছি। এখন বল, শামসের সাথে লোকক্ষয় না করে কিভাবে মেকাবিলা সম্ভব?'

‘আমরা কোনো বোঝাপড়ায় যাব না কমান্ডার। যে করেই হোক লড়াই এড়িয়ে আমরা কয়েক মাইল মরহপথ পাঢ়ি দেয়ার চেষ্টা করব।’

‘সেটা কিভাবে সন্তুষ্ট হতে পারে আমার একেবারেই মাথায় আসছে না সাইমন। ব্যাখ্যা কর?’

চিন্তিত হয়ে এবার ক্যাপ্টেন আরিফ সাইমনের প্রস্তাবের বিশ্লেষণ চাইল। লায়লা ও অবাক হয়ে কমান্ডার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সাইমন হাসল, ‘শামস আবাদীকে বিভ্রান্তিতে ফেলতে আমার একটা প্রস্তাব আছে— আমরা রাতটা এখানেই কাটাব। আমার দু’জন সঙ্গীকে ছেড়ে দিতে হবে কমান্ডার শাহেদী। তারা গিয়ে শামসের সাথে মিশে যাবে। তারা গিয়ে শামসকে বলবে তারা আপনার গার্ডদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে।’

‘শামস যদি ঐ দু’জনকে সন্দেহবশত আটক করে ফেলে? প্রশ্ন করল লায়লা।

‘করুক। তাতেও তার সন্দেহ দূর হবে না। কারণ আমার লোক দু’জন যে বক্তব্য শামসকে শোনাবে তাতে সে মহা দোটানায় পড়বে।’

‘তারা শামসকে কি বলবে? প্রশ্ন করলেন মুসা।

‘তারা বলবে লায়লা এখন আমাদের সাথে নেই। আপনি একটি দ্রুতগামী উটে করে তাকে রাতের অন্ধকারে রঞ্জিন এলাকার দিকে একজন বা দু’জন সঙ্গীসহ পাঠিয়ে দিয়েছেন। শামসকে ফাঁকিতে ফেলার জন্য কেবল আপনারা তাঁবু পেতে বসে আছেন। আমাদের লোক দু’জনকে অবিশ্বাস করলেও শামস নিশ্চিত মনে আর তাঁবুতে বসে থাকতে পারবে না। কারণ তার কেবল লায়লাকেই দরকার। আমাদের লোক দু’জনকে আটক রাখলেও সে রাতের অন্ধকারে লায়লাকে পাকড়াও করার জন্য মরহুমিতে নেমে আসবে। নামবে যাতে আপনি ও আপনার সশন্ত ক্যাডাররা বুবাতে না পারেন।’

বেশ গভীর মুখে কথা বললেও সাইমনের চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি বলসে উঠল।

‘তারপর?’

‘আমি নিশ্চিত যে শামস এই সংবাদে স্থির থাকতে পারবে না। সে রাতেই মরহপ্রাপ্ত রে নেমে লায়লাকে ধরার জন্য এগিয়ে যাবে। আমরা পরের দিন সকালে কিংবা আজ শেষ রাতে রঞ্জিন পয়েন্টের দিকে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব এবং শামসকে খানিকটা অপ্রস্তুত অবস্থায় রঞ্জিন পয়েন্টেই আক্রমণ করব। সে তখন লায়লাকে না পেয়ে খানিকটা হতাশ অবস্থায় সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়ে দলবলসহ হয়তো কোথাও তাঁবু ফেলে ঘুমের আয়োজনে ব্যস্ত থাকবে কিংবা ঘুমত অবস্থায় তাদের পাওয়া যাবে।’

কমান্ডার শাহেদী বললেন, ‘তোমার প্রস্তাবটা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না মি. পেরেরা। কিন্তু তোমার যে দু’জন লোকের কথা বলছ, যাদের তুমি শামসের তাঁবুতে পাঠাতে চাও তারা যদি নিরস্ত্র অবস্থায় হায়েনার তাঁবুতে যেতে না চায়? যদি তারা মুক্তি পেয়ে পালিয়ে যায়?’

যাবে না। আপনি যেমন আপনার লোকদের জানেন, তেমনি আমিও আমার

লোকদের জানি। তারা আমার অনুগত এবং আমার কথায় যে কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে। ভয়ের বিষয় একটা আছে। যদি শামস এদের অবিশ্বাস করে তবে সাথে সাথেই গুলি করে মেরে ফেলার আশংকা আছে। আমি শামসের নির্মমতার কথা জানি। তবুও রিক্ষ একটু নিতেই হবে কমান্ডার, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এখন আমার এই প্রস্তাবের আর কোনো বিকল্প নেই। আপনার দ্রুত অনুমতি দরকার। আপনার অনুমতি পেলে আমি আমার লোকদের কাছে যাব।’

‘ইনশাল্লাহ, আমি অনুমতি দিচ্ছি সাইমন।’

কমান্ডার মুসার কথা শেষ হতেই সাইমন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে সেলুট করল।

লায়লা তাড়াতাড়ি সাইমনকে জিজ্ঞেস করল, ‘মি. পেরেরা, আমরা কি এখানে আবার তাঁবু খাটাব?’

‘দরকার কি মিসেস ইলাহী? একটা রাত পার্বত্য ঢালুতে কাটিয়ে দিন। আজ বাতাসের দাপট কম। উন্মুক্ত স্থানে আহার সেরে আমরা পাথরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ব। আর শামস আপনার পিছু ধাওয়া করে সারারাত অনিদ্রায় অনাহারে মরণভূমিতে ঘুরে বেড়াবে।’

ক্যাপ্টেন আরিফ এ প্রস্তাবে একক্ষণ চুপ করে থাকলেও এখন জোরে হেসে বলল, ‘চমৎকার সাইমন। আল্লাহ তোমার আর তোমার লোকদের মঙ্গল করবন। চল তোমার লোকদের শামসের এলাকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করি।’



কমান্ডার মুসা শাহেদী ও তার দলবল যে পার্বত্য ঢালুতে তাঁবু না খাটিয়েই রাত কাটাতে সাইমন পেরেরার প্রস্তাবমত অবস্থান নিয়েছেন এর সামান্য দূরে অন্য একটি পার্বত্য গুহার মত পাথরের বিশাল ফোকরে শামস আবাদী তার প্রায় তিরিশ সশস্ত্র ইহুদিকে নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে অবস্থান করছে। মুসা শাহেদীর দলবল থেকে মাত্র হাফ কিলোমিটার দূরে এই পার্বত্য গুহাটি। প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো পরিচিত গুহা নয়। দুটি বিশালকায় পাথরের চাঁইয়ের আড়াল মাত্র। তবে পার্বত্য বুরগে ঢাকা নিচের উঠোন সদৃশ অংশে অন্যায়ে বিশ-পঁচিশ জন লোক শুয়ে বসে সময় কাটাতে পারে। গুহাটির বাইরে রাইফেল নিয়ে দুজন রেটস সেন্ট্রি পাহারা দিচ্ছে। এখন রাত সাড়ে আটটা। আকাশে পূর্ণ আকার নিয়ে গোল চাঁদ উঠেছে। জোত্ত্বায় জনহীন এই পার্বত্য উপত্যকাটিকে মনে হয় মায়াপুরীর মত। পাহাড়ের প্রস্তরীভূত নানান গর্তের ভেতরে থেকে মরু তক্ষক

জাতীয় এক ধরনের সরীসৃপের বুক কাঁপানো ডাক ভেসে আসছে। এ এলাকায় কোনো খেজুর গাছ না থাকায় পর্বতের সানুদেশ থেকে যে মরু বালির বিশাল সমৃদ্ধ তরঙ্গায়িত হয়ে পড়ে আছে তা এখন এমনই নিষ্ঠা, যে কোনো মানুষের বুকে ভয় ধরিয়ে দিতে পারে।

গুহার ডেতর দুটি মশাল জুলছে। সম্ভবত মশালের আলো পর্যাপ্ত না হওয়ায় মেঝেতে একটি ব্যাটারির চার্জ লাইট জুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এ আলোতে বোৰা যাচ্ছে শামস্ আবাদী কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। সে একটা পাথরের আসনে বসে আছে। আর তার পায়ের কাছে পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় ইঁটু গেড়ে বসে আছে দুজন লোক। লোক দুটিকে ঘিরে রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শামসের রেটস্ দস্যুরা। হাত বাঁধা দুজন লোককেই শামস্ চেনে। গত রাতে সাইমনের সাথে আলাপ করে এদেরকেই পাঠানো হয়েছিল। এরাই লায়লার সামরিক কৌশলের কাছে পর্যুদন্ত হয়ে বন্দি হিসেবে কমান্ডার শাহেদীর হাতে আটক ছিল। এখন অকস্মাত এরা এসে শামসকে বলছে এরা সুযোগ পেয়ে মুসার তাঁবু থেকে পালাতে পেরেছে। এরা বিশ্বাসঘাতক নয় বরং রেটস্‌দের ঘিশনই সাকসেসফুল করতে এসেছে। বেমওকা লায়লার হাতে বন্দি হলেও তারা দলের অনুগত। তারা মুসার তাঁবু থেকে পালিয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারত। যেহেতু তারা রেটস্ লিডার শামসের প্রতি অনুগত এবং তার অভিযানের লোক সে কারণে তারা বন্দি অবস্থা থেকে এক সুযোগে মুক্ত হয়েই তার সামনে উপস্থিত হয়েছে। শামস্ তাদের কেবল খ্রিস্টান বলেই যদি অবিশ্বাস করেন, করতে পারেন। তবে তারা বিশ্বাসঘাতক নয়।

শামস একটা সিগ্রেটে নিবিষ্ট মনে সুখটান দিচ্ছিল।

‘তোমরা পালালে আর সাইমন তোমাদের সাথে পালাতে পারল না? অথচ ঐ হারামজাদা তোমাদের চেয়ে একশ গুণ ধূর্ত। একটা আস্ত শেয়ালের বাচ্চা। এসব ক্রপকথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছো?’

‘বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে। আমরা আপনার আদেশেই সাইমনের নেতৃত্বে অপারেশনে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে বন্দি হয়েছিলাম। সাইমনও আমাদের সাথেই ধরা পড়েছিলেন। আমরা ধরা পড়ে যে তাঁবুতে ছিলাম সাইমনকে মুসা সেখানে রাখেননি। কেন রাখেননি সে কৈফিয়ত আমরা দিতে পারব না।’

কথাটা বলল পিছমোড়া করে বাঁধা একটা লোক। লোকটার নাম জন হার্ড।

‘তোমরা খ্রিস্টানরা হারামির বাচ্চা।’ চিৎকার করে গালাগাল দিল শামস্।

‘জাত তুলে গাল দেবেন না লিডার। আমাদের কথা বিশ্বাস না করলে আমাদের শাস্তি দিতে পারেন। আমরা তো খেচ্ছায়ই আপনার কাছে হাজির হয়েছি।’

বলল একই রকম হাত বাঁধা অবস্থায় ইঁটু গেড়ে বসা জন হার্ডের অন্য সঙ্গীটি। তার নাম মাইকেল। মাইকেলের কথায় আত্মপক্ষ সমর্থনের দৃঢ়তা আছে দেখে শামস্ একটু দ্বিধাবিত হয়ে পড়ল।

‘আমার সন্দেহের কারণটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ মাইকেল। তোমরা

রেটস্ট্রে মধ্যে যারা খ্রিস্টান তারাই কেবল অক্ষত অবস্থায় লায়লা মাগীটার হাতে ধরা পড়লে। আর মরল যারা তারা ইহুদি। এমনকি আহত হয়ে যারা বন্দি হয়েছিল এবং পরে মুসা যাদের উটের হাওদায় তুলে আমার কচে ফেরত পাঠিয়েছে তারাও সবাই ইহুদী। তোমরা বলতে চাও চাঁদের আলোয় কে খ্রিস্টান আর কে ইহুদি লায়লার শেকেরা বেছে বেছে গুলি করার মাজেজা জানে? যতোসব আজগুবী গন্ধ আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও? এক্ষুণি এই দুই শালাকে কুত্রার মত গুলি করে মারব।'

শামস আবার চিংকার করে উঠল।

'এটা একটা দৈব ব্যাপার বলেই ধরতে হবে লিডার। আমরাও প্রথম আন্দজ করতে পারিনি আমরা যারা অক্ষত দেহে লায়লার লোকদের হাতে ধরা পড়েছিলাম আমরা সবাই খ্রিস্টান। আহত-নিহত যারা হয়েছে তারাও যে কেবল ইহুদিই হবে তা কি করে বুঝব? এটা একটা দৈব দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। যদিও এ কথা আপনাকে সহজে বিশ্বাস করানো একটু মুক্ষিলই হবে, এটা আমি ও আমার সঙ্গী এখানে উপস্থিত হওয়ার আগে চিন্তা করেছিলাম। তবুও সাহস করে আমরা এসেছি কারণ না এলে এ সন্দেহ আপনার মনে আরও বদ্ধমূল হবে যে রেটস্ট্রে মধ্যে যারা খ্রিস্টান তারা প্রকৃতপক্ষে আপনার এবং রেটস্ট্ৰে কৃত্পক্ষের অনুগত নয়। এখন আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের গুলি করে মারতেও পারেন। তবে আমরা যে দলত্যাগ করে পালাইনি এটা আপনাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।' জবাব দিল মাইকেল।

মাইকেলের আস্তসমর্পণমূলক অনুভেজিত কথাবার্তায় শামসের চিন্ত একটু দ্বিধাবিত না হয়ে পারল না। শামস পাথরের আসনটা ছেড়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পায়চারী শুরু করতেই মাইকেল বুঝল যে ওষুধে ধরেছে। সে তখন যথাসম্ভব ধীরস্থিরভাবে দ্বিতীয় টোপ ফেলল।

'আপনি অনুমতি দিলে আমি একটি মূল্যবান তথ্য আপনাকে জানাতে চাই লিডার।' শামস সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি কথা?'

'রেটস্রা যাকে পাকড়াও করার জন্য মুসার উটের বহর আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিছে সেই লায়লা ইলাহী এখন তাদের মাঝে নেই। মুসা শয়তানি করে আপনার চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটাকে মাত্র দুজন সঙ্গীসহ একটা উটের হাওদায় জুলফিয়ার পিরামিডের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'এটা অসম্ভব! আমার লোকেরা সর্বক্ষণ মরুভূমির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করো না মাইকেল।'

'আমি আপনাকে সঠিক তথ্যই দিচ্ছি। আপনি এখন মুসাকে আক্রমণ করে অযথাই লোকক্ষয় করবেন। যদি আকস্মিক আক্রমণে মুসার লোকেরা পরাজিতও হয় লায়লাকে আপনি পাবেন না। লায়লা আপনার হাতের বাইরেই থেকে যাবে। এমনও হতে পারে, মুসা পরাজিত হয়েছে বুঝতে পারলে সে নিরাপদেই রাইন পয়েন্ট থেকে পালিয়ে যেতে পারবে।'

মাইকেলের কথায় শামস মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল। সে তার হাতের সিগ্রেটে দ্রুত

কয়েকটা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাইকেল ও হার্ডের মুখের কাছে মুখ এনে বলল, যদি তোমাদের কথা সত্য না হয়, যদি দেখা যায় যে তোমরা আমাকে ভুল তথ্য দিয়ে মুসাকে সাহায্য করেছ?’

‘আমরা তো আপনার হাতেই আছি। তখন আপনি আমাদের প্রতি যা খুশী তাই করবেন। তবে আর বিলম্ব করলে আপনার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। কারণ মুসা যখন জানবেন তার পাহারাদারদের কাবু করে তাঁবু থেকে দুজন বন্দি পালিয়ে গেছে তখনই সে লায়লাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করবেই। মুসা যে সামরিক চালাকিতে আমাদের চেয়েও ধূর্ত লোক এটা তো আপনার অজানা নয়।’

‘এখন আমার কী করা কর্তব্য বলে তোমরা মনে কর?’

শামসের এ প্রশ্নে মাইকেল বুবল শামস তাদের কথায় বিশ্বাস না করে পারছে না। এ অবস্থায় মাইকেল ভাবল যে এ সুযোগের সব্যবহার না করতে পারলে শামসের মত ধূর্ত ইন্দুরের হাত থেকে আর রেহাই পাওয়া যাবে না।

‘আমাদের বেঁধে আপনি আমাদের পরামর্শ নিতে চাইছেন লিডার। হয় আমাদের আপনি বিশ্বাস করুন কিংবা আমাদের শাস্তি দিন। যদি আমাদের তথ্যে আপনার কিঞ্চিত আস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে আমাদের ছেড়ে দিয়ে আগে খেতে দিন। আমরা ক্ষুধার্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়েছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাকে পরামর্শ দেয়া মানে আমাদের দুজনেরও ওতে অংশগ্রহণ করা। এক্ষণি আপনাকে এটুকু অস্তত সতর্ক করা উচিত বলে মনে করি, লায়লাকে ধরার অমূল্য সুযোগ এখনও আপনার হাতে। দ্বিতীয়ন্দেশ সময় নষ্ট করলে সুযোগ হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাত ছাড়া হয়ে যাবে।’

মাইকেলের কথা শেষ হওয়া মাত্রাই শামস তার সেন্ট্রিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে হৃকুম করল, ‘এদের বাঁধন খুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি এদের কিছু খাবার আর কফি দাও।’

সেন্ট্রিমা মাইকেল ও হার্ডের হাতের বাঁধন খুলে দিলে মাইকেল বেশ ধীরে সুস্থে পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট খুলে একটা সিগ্রেট মুখে লাগাতেই শামস তার পকেট থেকে লাইটার বের করে আগুন এগিয়ে দিল। সিগ্রেট ধরাতে গিয়ে মাইকেল খুব সূক্ষ্মভাবে মৃদু হাসি গোপন করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল।



শেষ রাতে কমান্ডার মুসা শাহেদীর কাফেলা পার্বত্য ঢালুর আড়ালে সম্পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতিসহ দণ্ডয়মান। সকলেই পূর্ণ সতর্কতা নিয়ে হাওদায় উঠে এসেছে। প্রত্যেকের

হাতে উদ্বিগ্ন রাইফেল এবং প্রতিটি উটের পিঠে কায়দা করে বসান হয়েছে খুবই ক্ষুদ্র আকারের হালকা মেশিনগান। কেবল কাফেলার সর্বশেষ উটটি এখনও উঠে দাঁড়ায়নি।

এটি কমান্ডার শাহেদীর উট। মুসা শাহেদী, আরিফ ও লায়লা উটের পাশে দাঁড়িয়ে যাত্রার আগে সাইমনের সাথে শেববারের মত পরামর্শ করছে।

আরিফ বলল, ‘আপনার অনুমতি পেলে এখন কাফেলাকে সিগন্যাল দিতে চাই।’ আরিফের কথার সহসা কোনো উত্তর না দিয়ে মুসা সাইমনের কাঁধের ওপর হাত রাখল, ‘শামস্ যে তোমার লোকদের কথায় বিশ্বাস করে লায়লাকে ধরার জন্য এগিয়ে গেছে এ ব্যাপারে আরও একটু নিশ্চিত হয়ে রওনা হওয়া উচিত ছিল না কি?’

‘আমি নিশ্চিত কমান্ডার। মাইকেল আর হার্ড তাদের মিশনে যে সাকসেসফুল হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করবেন না।’

‘এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে?’

যদি শামস্ তাদের কথায় বিশ্বাস না করত তাহলে সাথেই তাদের গুলি করে মেরে ফেলত কমান্ডার। আপনি শামসের নির্মমতা সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল নন। আর সে গুলির আওয়াজ মাত্র কোয়ার্টার কিলোমিটার দূরে, আমরা ঠিক শুনতে পেতাম। আমি এ জন্য সর্বক্ষণ উৎকর্ণ হয়েছিলাম। এখন একটা বিষয়েই ভয় পাওয়ার আছে। হার্ড ও মাইকেলকে নিয়ে শামস্ যখন রঞ্জিন এলাকায় গিয়ে লায়লার সাক্ষাৎ পাবে না তখন রাগের মাথায় সে আমার লোক দুজনকে খুন করে ফেলতে পারে। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমার ওই দু'জন দুঃসাহসী সহচরকে রক্ষা করার জন্য যা কিছু করণীয় তা আপনি করবেন। আমাকে অস্তত মৌখিক প্রতিশ্রূতি দিয়ে আপনি একটু আশ্বস্ত করুন।

‘আমি কথা দিচ্ছি সাইমন, জীবন বাজি রেখে হলেও আমার লোকরা শামসের হাত থেকে তাদের প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টার জ্ঞান করবে না। বাকিটা আল্লাহর মর্জি।’

‘আপনার এ প্রতিশ্রূতিই আমার জন্যে যথেষ্ট। আপনি দেখবেন, এ অভিযানে আমিও আমার প্রাণপাত করে হলেও মিসেস লায়লা ইলাহীর মিশনকে সফল করব। সফল হলে আমি জানি সারা পৃথিবীতে এ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে। যেমন তুতেনখামেন এবং নেফারতিতির মতি আবিক্ষারে হয়েছিল। আমিও এককালে ইতিহাসের অর্থাৎ পূরাতন্ত্রেই ছাত্র ছিলাম মিসেস ইলাহী, যদিও সেসব কথা এখন বলতে লজ্জা পাই। দ্রুদৃষ্টিই আমাকে এখন লোভ লালসা আর কুপথে পরিচালনা করেছে।’

কথা বলতে বলতে সাইমন পেরেৱা মুখ ফিরিয়ে একবার লায়লার দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল। লায়লাও বিশ্মিত হয়ে থাকল। কিন্তু মুসা আর এ ব্যাপারে কোনো কথা না বলে ক্যাপ্টেন আরিফের দিকে ফিরে বললেন, ‘সিগন্যাল।’

আরিফ লাফ দিয়ে হাওড়ায় উঠে গিয়ে হাতে একটা সবুজ টর্চ জ্বলে খুব ম্লু শব্দে ছাইসেলে ‘ফু’ দিল।

আর সাথেই সামনের উটগুলো নড়েচড়ে উঠল। আল্লাহ আকবার বলে মুসা,

আরিফ, লায়লা ও সাইমন সর্বশেষ হাওদায় উঠে দাঁড়ালেন। উট সোজাসুজি উঠে দাঁড়িয়ে যেতেই সাইমন মুসার কানের কাছে মুখ এগিয়ে বলল, ‘আমার মাথায় একটা ঝুঁকি এসেছে কমান্ডার, এক্ষুণি বলতে চাই।’

কাফেলা চলতে শুরু করেছে।

‘বল সাইমন।’

‘আমরা স্পটের দিকে এগিয়ে গিয়ে যখনই শামসের অবস্থানের আভাস পাব সেখানেই থেমে গিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নেব।’

‘আমরা কি এখনই আক্রমণের জন্য যথেষ্ট তৈরি নই বলে তোমার ধারণা?’

আমি সে কথা বলছি না কমান্ডার, আপনার প্রস্তুতি চমৎকার। যে কৌশলটা আমার মাথায় এসেছে সেটা হল, যেই আমরা আভাস পাব যে শামসের দলবল অন্দরেই অবস্থান নিয়েছে অমনি আপনি আমাকে একটি সামরিক উটে বসিয়ে শামসের আক্রমণের মুখে ছেড়ে দেবেন। শামস ভাববে এটিই লায়লার উট। সে লায়লাকে ধরার জন্য এগিয়ে এলেই আমি একটা মেশিনগানের সাহায্যে তার ওপর অ্যাটাক করব। আর পেছন থেকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসবে আপনার কমান্ডো বাহিনী। শামসকে জ্যান্ট ধরতে চাই। এ ধরনের আক্রমণে সে হতবাক হয়ে সারেন্ডার করতে বাধ্য হবে।

সাইমনের কথায় মুসার ভূ কুঁঠিত হল। তিনি আরিফের দিকে তাকাতেই আরিফ বলল, ‘সাইমনের নিজের জন্যই এটা খুব বিপজ্জনক হতে পারে। তবে টেকনিক হিসেবে চমৎকার।’

‘আমি তো সেটাই ভাবছি ক্যাপ্টেন। এতে সাইমন নিজেই মারা পড়তে পারে। এতটা রিস্ক নেয়া কি ঠিক হবে? সাইমন এখন আমার নিজের লোক, পরামর্শটা তার হলেও কমান্ডার হিসেবে তার সেফটি সম্বন্ধে আমাকেই চিন্তা করতে হবে।’

বললেন মুসা শাহেদী।

সাইমন বলল, ‘কোনো একটা দুঃসাহসী ঝুঁকি না নিয়ে এই অবস্থায় উন্মুক্ত মরণভূমিতে ডেজার্ট রেট্সের সাথে আমরা এঁটে উঠব না কমান্ডার। আপনি আমার প্ল্যানটা অনুমোদন করুন, দেখুন আমরা বিজয়ী হব।’



সারাদিন খর রৌদ্র, এলোমেলো বায়ুপ্রবাহ ও পায়ের নিচের উত্তপ্ত মরণবালুকার তরঙ্গ অতিক্রম করে বেলা চারটার দিকে লায়লা কথিত কারাঘলের ধ্বংসাবশেষের আভাস

কমান্ডার মুসা শাহেদীর কাফেলার পর্যবেক্ষণকারী প্রথম উটের আরোহীদের দৃষ্টিগোচর হলে তারা দ্রুত কাফেলার শেষ উটের আরোহী কমান্ডার মুসাকে তা বিশেষ ধরনের সিগন্যালের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে পথের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। দেখাদেখি সবগুলো উট প্রথমে দাঁড়িয়ে গিয়ে হাওদা চালকদের ইঙ্গিতে গরম বালুর ওপর একে একে বসে পড়তে লাগল। মুসা তার সঙ্গীদের নিয়ে লাফ দিয়ে হাওদা থেকে নেমে দৌড়ে সামনে চলে এলেন। প্রথম উটটির কাছে পৌছেই তিনি চিৎকার করে জিজেস করলেন, ‘থামলে কেন? এনিমির কোনো আলামত পেয়েছ?’

‘এনিমি না কমান্ডার, আপনি যে মানচিত্র ফলো করে এগোতে আদেশ দিয়েছেন আমরা তা সঠিকভাবেই ফলো করতে চলেছি। মানচিত্রে এখানে একটি হলুদ স্পট বোন লায়লা আন্দাজ করে এঁকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সম্ভবত এখানেই মেমফিসের একটি বিশাল কারাগার ছিল এবং কারাগারটি গড়ে তোলা হয়েছিল একটি মরুদ্যানকে ঘিরে। এখানে একটি কারা শহরের ধ্বংসাবশেষের কথা মিসেস ইলাহী উল্লেখ করে আমাকে সবদিকে নজর রেখে এগোতে বলেছিলেন। সম্ভবত স্পটটা আমি খুঁজে পেয়েছি।’

একটা ম্যাচ খুলে ধরে প্রথম উটের অবজার্ভার সৈনিকটি স্পটের হলুদ দাগটার দিকে ইঙ্গিত করতেই কমান্ডার মূল ম্যাপটা হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে বললেন, ‘জায়গা খুঁজে পেয়েছ বললে, আগে তোমার বাইনোকুলারটা দাও। কোন দিকে?’

নিজের হাতের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা ত্বরিত মুসার হাতে তুলে দিয়ে অবজার্ভার বলল, ‘সোজা সামনের দিকে তাকান কমান্ডার, মরুবালুর ওপর ঐ যে উঁচুনিচু ঢিবির মতো কিছু দেখা যাচ্ছে ওগুলো সম্ভবত কোনো প্রাচীন দুর্গের ভাঙা প্রাচীরের অংশ কিংবা আদিম কোনো বসতির ধ্বংসাবশেষ। মিসেস ইলাহী আন্দাজে ম্যাপের ওপর যেখানে হলুদ চিহ্ন দিয়েছেন আমার মনে হচ্ছে ঐ স্পটটা ওখানেই। সঠিক চিহ্ন কমান্ডার, আপনি মিসেস ইলাহীর সাথে কথা বলতে পারেন।’

দূরবীণটা চোখে রেখেই মুসা কেবল ‘হ’ বলে একটা শব্দ করলেন। আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর দূরবীণটা নামিয়ে আনলেন।

লায়লা বলল, ‘সম্ভবত আমরা সঠিক জায়গায় উপস্থিত হয়েছি। একটু এগোলেই শুরু হবে মেমফিসের কারা শহরের ধ্বংসাবশেষ।’

কমান্ডার শাহেদী চুপ করে কি যেন ভাবছেন। তার দৃষ্টি সামনের দিকে।

ক্যাপ্টেন আরিফ সাইমনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমার সন্দেহ হচ্ছে ওখানে শামসের লোক আগেই পৌছে গেছে।’

‘আমারও এ রকমই মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেন। মাইকেল ও হার্ডকে বাঁচাতে হলে এখন আমার প্রস্তাবটা কমান্ডারকে বিবেচনা করতে হবে।’

বলল সাইমন। মুসা দূরবীণ যন্ত্রটা সাইমনের হাতে দিতে গিয়ে বললেন, ‘আমি তোমার প্রস্তাব অনুমোদন করলাম। তবে আবারো বলছি, শামস বুঝতে পারলে তোমার

মৃত্যু নিশ্চিত। আমি আমার দলের লোকদের জীবন নিয়ে আগে কখনো জুয়া খেলিনি। কেবল তোমার দুঃসাহসিকতা এবং ভাগ্যের ওপর তোমাকে ছেড়ে দেয়া ছাড়া এখন আর কোনো উপায় দেখছি না। স্পটটা ভালো করে দেখতে থাকো। আমি তোমার জন্য একটা দ্রুতগামী উট ও একজন গোলন্দাজসহ একটি লাইট মেশিনগানের ব্যবস্থা করছি। সাথে একটি হাঙ্কা কামানও সেট করা থাকবে। মেশিনগান তুমি অপারেট করবে। অন্যটা আমাদের লোক।'

সাইমন দূরবীণ ধরবার আগে কমান্ডারকে সেলুট করল।

'আপনি চিন্তা করবেন না কমান্ডার, প্রভু যীশু আমাকে সাহায্য করবেন।'



শামস ও তার রেট্স গ্রুপ মাত্র বিশ মিনিট আগে কারা শহরের ধ্বংসাবশেষের একটি নিরাপদ ঢালুতে তাঁরু খাটানো শেষ করেছে। নিজের তাঁরুতে ঢুকেই সে মাইকেল ও হার্ডকে তলব করল। শামসের এভেলা পেয়ে উভয়েই ছুটে এসে শামসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল।

'অধৈর্য হওয়ার কিছু নেই লিডার। সম্ভবত লায়লা এখনও ঠিক জায়গার হন্দিস খুঁজে পায়নি। কিংবা কোনো কারণে পথে বিলম্ব হচ্ছে। সে যে মুসার দলবলকে পেছনে রেখে আগেই মরণভূমিতে পাড়ি জমিয়েছে এতে কোনো ভুল নেই। আমরা জেনেই আপনাকে বলেছি। এখন আমাদের লোকদের এলাকাটার ওপর খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। চাঁদের আলোর আবহায়ার সুযোগ নিয়ে লায়লার উট যদি এখানে আসে তবে আমাদের অবস্থানের আভাস পেলেই সে পালাবে।'

বলল মাইকেল।

'আমি তোমাদের জারিজুরি কিছুই বুঝতে পারি না মাইকেল। বুঝতেই পারছ রেটসদের প্রতারণার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। বিশেষ করে এটা আমার জীবন মরণের খেলা। আমি তোমাদের উভয়কে এ মরণপর্বতের হিংস্র শেয়ালদের দিয়ে খাওয়াব। আমি আগামীকাল ভোর পর্যন্ত লায়লার উটের অপেক্ষা করব। যদি এর মধ্যে লায়লার কোনো চিহ্ন না পাওয়া যায়, উন্টো দেখি যে মুসা আমাদের ওপর হামলার জন্য দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে, তখন তোমাদের আর কৈফিয়ত দেয়ার সুযোগ থাকবে না।'

'আমরা কৈফিয়ত দিতে চাইছি না লিডার। আমরা বলতে চাইছি লায়লা যদিও

এসে পৌছেনি তবুও আপনার প্রস্তুতি অর্থাৎ লায়লার উটের আভাস পাওয়া মাত্র তাকে আক্রমণ ও আটকের ব্যবস্থা করুন।'

হার্ড শামসের মনে আরও কিছুক্ষণের জন্য বিশ্বাস উৎপাদনের শেষ চেষ্টা করল।

'সে প্রস্তুতি আমার আছে। আমিই তার উটটাকে প্রথম আক্রমণ করে মাটিতে ফেলে দেব। তারপর চুল ধরে টেনে নিয়ে যাব মেমফিসের পিরামিডের কাছে। এখান থেকে ঐ স্পটটা যেন কত দূর?

'পাঁচ কিলোমিটারের মত হবে।'

শামসের প্রশ্নের জবাব দিল মাইকেল। মাইকেল বুরুল যে শামস্ এখনও প্রকৃতপক্ষে তাদের ওপর আস্থা হারায়নি।

'লায়লা যদি আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পিরামিড এলাকায় গিয়ে তাঁরু ফেলে থাকে?'

'হতেও পারে লিডার, তবে সে সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ দলবল ছাড়া সেখানে সে দু একজন সঙ্গী নিয়ে অবস্থান করতে পারবে না। কারণ ঐ ধর্মসাবশেষের এক কিলোমিটারের মধ্যেই বেদুইনদের আনাগোনা এবং আস্তানা আছে। এরা মরু শেয়ালদের মতই হিংস্র এবং লুটেরা। লায়লার এসব অজানা নয়। সে কেবল দল ছেড়ে এগিয়ে এসেছে আগেভাগেই জুলফিয়ার পিরামিডটার নির্ভুল নিশানা স্থির করতে। ওখানে অনেকগুলো পিরামিডের মাথা বালুর ওপর জেগে আছে বলে শুনেছি। লায়লা আগেই এসেছে যদি রেটসরা মুসা শাহেদীর দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে অন্ত ত পিরামিডের প্যাপিরাস সংকেতগুলোর পাঠোদ্ধারকারিণী অক্ষত অবস্থায় থেকে জুলফিয়ার পিরামিড নির্ভুল শনাক্ত করে কায়রোয় ফিরে যেতে পারবে, এই আশায়। পরে হ্যাত মিসর সরকারের সহায়তায় আবিক্ষারের এবং খননের কাজটা সে আঞ্চাম দিতে চায়।'

বলল মাইকেল। তার কথা শুনে শামস্ কিছুক্ষণ চিন্তা করে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'এত কথা তো তোমাদের জানার কথা নয় মাইকেল?'

'আমরা বন্দী অবস্থায় এদের ফিসফাস থেকে সবই আন্দাজ করে নিয়েছি লিডার। তাছাড়া আমরা তো আর জড় পদার্থ নই। আমাদেরও একটা প্রতিজ্ঞা আছে। আমরাও আপনারই লোক। যদিও আমরা আপনার দৃষ্টিতে সন্দেহের উর্ধ্বে নই।'

মাইকেলের একথার সাথেই ঘরের সামনের পাহারাদার সেন্ট্রিদের একজন ঘরে ঢুকল, 'একটা উট এদিকে এগিয়ে আসছে লিডার?'

বলামাত্রই শামস্ লাফিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই লায়লা! মাইকেল ও হার্ড, আমি অথবাই এতক্ষণ তোমাদের সন্দেহ করেছি, আমি ক্ষমাপ্রাপ্তী। সুযোগ এসে হাজির হয়েছে। এখন আমাকে কী করতে তোমরা পরামর্শ দাও? আমি নিজে লায়লাকে আটক করতে চাই। এই আরব মাগীটা আমাকেও যথেষ্ট ভুগিয়েছে। আমার আর ধৈর্য নেই বদ্ধগণ!'

'অস্ত্র হবেন না লিডার। আপনি আমাদের আগের অপারেশনের সময় মিস্টার

সাইমন পেরেরাকে যে কথা বলেছিলেন, আমরাও আপনাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। লায়লা সাধারণ আরব মহিলা নন। তিনি আরব বাঘিনী। তাছাড়া, আপনি জানেন লায়লা দেশপ্রেমিক এবং ইজিপ্টের গুণ মুসলিম গেরিলা গ্রুপের নেতা মুসা শাহেদীর অনুগত। মুসার গ্রুপ নিয়েই তিনি জুলফিয়া আবিক্ষারে বেরিয়েছেন। প্রাণের মায়া সাধারণত এ ধরনের মেয়েদের থাকে না। তাছাড়া লায়লা একদা বেশ কিছুকাল আপনার হাতে বন্দিমী ছিলেন। লায়লা কী করতে পারবেন তা আমাদের চেয়ে বেশি আপনার জানা। লায়লার উট এগিয়ে আসছে দেখেই খুশীতে পাগল হয়ে যাবেন না। বরং চিন্তা ভাবনা করুন কিভাবে তাকে আটক করা যায়?’

‘সেই পরামর্শই তো তোমাদের কাছে চাইছি। নইলে আমার সাথের লোকও কম নয়, আমাদের আধুনিক অঙ্গেরও কমতি নেই।’

মাইকেলের কথার প্রতিক্রিয়া জবাব দিল শামস্।

‘আমাদের পরামর্শ যদি আপনার মনমত হয় তবে আমরা কেন আপনাকে পরামর্শ দেব না। তবে আমাদের কথায় আপনার ততটা আস্থা হবে কি না কে জানে?’

‘এখন আর অবিশ্বাসের কি আছে? লায়লা এগিয়ে আসছে এতেই তো বোঝা যায় তোমরা আমার বন্ধু!’

হার্ডের চাতুর্যপূর্ণ কথার জবাবে দ্রুত সায় দিল শামস্। প্রকৃতপক্ষে লায়লার নাম শুনেই তার বুকের ভেতর এক ধরনের আকস্মিক ভয়ের সূচনা হয়েছে। তার গলার স্বর কেঁপে যাচ্ছে। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে মাইকেল তার সঙ্গীর সাথে পূর্বপরিকল্পনা মত নিজেদের আত্মরক্ষার চাল চালল।

মাইকেল বলল, ‘আপনি এই মুহূর্তে আমাদের সবাইকে নিয়ে লায়লাকে আক্রমণ করতে গেলে বিপর্যয় অবশ্যস্থাবী। কারণ লায়লা প্রাণ দেবে তবু আমাদের হাতে ধরা দেবে না।’

মাইকেল একটু থামল। কিন্তু শামস্ অধৈর্যের মত ধমকিয়ে উঠল, ‘সেটা তো আমি ও জানি। তাকে ধরতে হলে কি করতে হবে সেটাই ঝটপট বলে ফেল না কেন মাইকেল। বল...’

‘লায়লা এগুচ্ছে বটে তবে নিশ্চয়ই খুব সাবধানে মেশিনগানের তাক সামনে রেখে এগুচ্ছে। এ অবস্থায় প্রাণহানি অনিবার্য লিভার।’

মাইকেল ধীরে সুস্থে কথা বলে শামসের স্নায়ুবিক উত্তেজনা চরমে টেনে আনল।

‘বুঝলাম, তোমার কথাটি এখন কি?’

‘লায়লাকে পাকড়াও করতে হলে তাকে এখানে তাঁবু খাটোবার অবকাশ দিতে হবে এবং সারারাত ডেজার্ট রেটসরা চতুর্দিকে কোয়ার্টার কিলোমিটার ফারাকে থেকে তার তাঁবুকে ঘিরে ফেলতে হবে। এখন আমাদের তাঁবুগুলো যেখানে ধ্বংসাবশেষের ঢালুর আড়ালে আছে লায়লাকে এ পর্যন্ত পৌঁছুতে দেওয়া যাবে না। কারণ রেটসরা

এখনে আছে বুবাতে পারলেই সে পালাবে। চাঁদের আবছা আলো থাকলেও পেছনের ঐ বিশাল মরু উপত্যকায় তাকে খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে মুক্ষিল হবে...'

'চমৎকার মাইকেল। কিন্তু লায়লা তো কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে আমাদের তাঁবুগুলো দেখে ফেলবে।' শামসের গলা উত্তেজনায় কাঁপছে।

হার্ড সেন্ট্রিকে জিজ্ঞেস করল, 'লায়লার উট আমাদের এখান থেকে কত দূরে আছে?'

'আরও চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে এখানে পৌছে যাবে।'

বলল সেন্ট্রি। এ লোকটিই লায়লার উটকে দূরবীণের সাহায্যে পরথ করতে পেরে শামসের কাছে খবর দিতে এসেছে।

শামস্ বলল, 'ঠিক আছে, তুমি গিয়ে তোমার ডিউটির জায়গায় সতর্ক হয়ে থাক। লায়লার পেছনে অন্য কোনো উট বা উটের সারি দেখলেই খবর দেবে।'

'ইয়েস স্যার।'

লোকটা সেলুট দিয়ে দ্রুত তাঁবুর বাইরে চলে যেতেই শামস্ মাইকেল ও হার্ডের দিকে ফিরল, 'এখন বল, এই মুহূর্তে আমাদের কি করা দরকার। মেয়েটা যাতে এ পর্যন্ত না এসে পথেই তাঁবু ফেলতে বাধ্য হয় সে পরামর্শ বাত্তাও।'

'আমরা দুজন বেদুইন সেজে লায়লার উটের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে থামিয়ে দিতে পারি। অবশ্য যদি আপনি আমাদের বিশ্বাস করে একটা দ্রুতগামী উট দিয়ে তার দিকে পাঠান।'

বলল হার্ড। বেশ চাঁচাছোলা প্রস্তাব। শামস্ স্বীকৃত।

'আমরা বেদুইন সেজে এগিয়ে গেলেই লায়লার উট চালক আমাদের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করবে সামনে তাঁবু ফেলে রাত কাটাবার মত ভাল জায়গা কোনদিকে হবে। আমরা তখন বলব ধ্বংসাবশেষের ঢালুতে একদল বেদুইন তাদের দুমা ও ভেড়ার পাল নিয়ে তাঁবু ফেলেছে। যদি নিরাপদ দূরত্বে তাঁবু ফেলতে চায় তবে তাদের আর না এগোনোই উচিত হবে। তখন তারা থেমে সেখানেই তাঁবু ফেলবে।'

মাইকেল হাসল।

শামস্ উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল, 'চমৎকার প্রস্তাব। তোমাদের প্রতি একবিন্দু অবিশ্বাস আর আমার মধ্যে নেই মাইকেল, এক্ষুণি একটা উট নিয়ে সামনে রওনা হও। আমি হৃকুম দিচ্ছ....।'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি লিডার, দৈর্ঘ্য ধরে শুনুন। আমরা লায়লাকে থামাতে পারলে মরশিয়ালের ডাকের মত একটা সংকেত দেব যাতে আপনি বুবাতে পারেন আমরা সফল হয়েছি। তখন ঐ জায়গাটাকে সাথে সাথে ঘিরে ফেলার দরকার নেই। তাঁবুতে রাত বারটা পর্যন্ত আমাদের রেট্সেরা বিশ্রাম নিয়ে হাফ কিলোমিটারের ব্যবধানে রেখে লায়লার তাঁবুকে ঘিরে ফেলবে যাতে সে এত লোকজন এবং রেট্সের ফাঁদে পড়েছে ভেবে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। আমরা ভোরে চতুর্দিকে থেকে গুলি বর্ষণ

করে লায়লাকে জানিয়ে দেব সে আমাদের বন্দি।'

'দারুন্দ আইডিয়া, সত্তি তোমাদের কোনো তুলনা নেই মাইকেল। তবে একটা বিষয় বোধ হয় তোমরা ভেবে দেখোনি, যদি এর মধ্যে মুসা তার দলবল নিয়ে হঠাতে এসে রেটস্কেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?'

'সে ব্যবস্থাও আমরা করে রাখব লিডার। লায়লাকে সেখানে থামিয়ে দিয়ে আমরাই এগিয়ে যাব সামনের দিকে মুসার দলের খোঁজে। আমাদের ধারণা, মুসার দল পর্বতের সানুদেশ থেকে রাতের আগে রওনা দেবে না। কারণ মুসা সব সময় রাতেই বেরোয়। রেটস্রার ততক্ষণে লায়লাকে নিজেদের কবজায় নিয়ে উধাও হয়ে যাবে।'

মুচকি হাসল মাইকেল।

আনন্দে উত্তেজনায় শামসুন্ন চিৎকার করে উঠল, 'তোমরা এক্ষুণি বেদুইনের পোশাক পরে উট নিয়ে বেরিয়ে যাও।'



মাইকেল ও হার্ড আরব বেদুইনদের পোশাকে সেজে শামসের দেয়া একটি দ্রুতগামী উটের পিঠে চেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন তাদের দু'জনের হাতেই আধুনিক মারণান্ত। শামসুন্ন তাদের হাতে দু'টি কালাশানিকভ রাইফেল তুলে দিয়েছে যাতে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়। শামসুন্ন এদের দু'জনের ওপর শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছে। লায়লা একা এগিয়ে আসছে শুনেই এদের অবিশ্বাসের কিছু ছিল না। রেটস্ক সর্দার লায়লাকে অপহরণ করার এই সুযোগ হেলায় হারাতে চায় না। কারণ মুসার দল রাতের প্রথম ভাগে রওনা হয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছার আগেই লায়লাকে বন্দি করে উধাও হতে হবে। মুসার দলবল পৌঁছে গেলে সে সন্তানবন্ধন অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। আর মুসা জানবাজ যোদ্ধা। রেটস্কের পক্ষে তার সাথে পেরে ওঠাও সোজা ব্যাপার নয়। যদিও সংখ্যার দিক দিয়ে রেটস্রাও কম যায় না। তবে একবার মুখোমুখি সংঘর্ষ বেঁধে গেলে জয় প্রাপ্ত অনিশ্চিত। মুসাকে সহজে হার মানানো যাবে না। ব্যাপক লোক ক্ষয়ও অবশ্যিক। এ অবস্থায় লায়লা মেয়েটাকে যদি কোনো রকমে পাকড়াও করে রেটস্কের আয়তে আনা যায় তবে সেটাই সবদিক দিয়ে মঙ্গল।

এ সব ভেবেই শামসুন্ন মাইকেল ও হার্ডকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করেনি। তাছাড়া লায়লার এগিয়ে আসার কথা শুনেই শামসুন্ন আবাদীর মত দুর্ঘর্ষ ইহুদি এজেন্ট

দিশেহারা না হয়ে পারেন। ভয়ে তার অন্তরাআ কেঁপে উঠেছিল। লায়লা সিংহীর মত দুঃসাহসী নারী। তাকে রেটস্ডের ফাঁদে ফেলা সোজা ব্যাপার নয়। মাইকেল ও হার্ড সে সুযোগের কথা বলেই শামসের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছে। এরপর উট ও অস্ত্র দিয়ে সাইমন পেরেরার লোক দু'টিকে আগে বাঢ়তে দিতে শামসের আপত্তি হয়নি।

মাইকেলদের উট দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। কারণ মরংভূমিতে সন্ধ্যা নামার পূর্বাভাস ছড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে স্থিমিত রোদের লাল আভা বালিতে বিচ্ছুরিত হয়ে সারাটা মরপ্রান্তরকে ফিকে লাল রংয়ের তুলি যেন স্পর্শ করে যাচ্ছে। রং ছড়িয়ে পড়েছে চেউ খেলানো বালি ও কাঁকড়ে। দূরের পর্বত চূড়োয় কে যেন এঁকে দিয়েছে গাঢ় লালের একটা রেখা। পাশের পার্বত্য ঢালু থেকে হোমা পাখির ডাক ও ঝাঁক বেঁধে ওড়াউড়ির দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

মাইকেল বলল, ‘আমরা বিপদ পেরিয়ে এসেছি হার্ড, আমাদের বন্ধুর উটের মাথা আর দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের উটের পাশে এসে হাজির হবে। সাইমনকে দেখা মাত্রই তুমি শেয়ালের হুকাহুয়া তুলবে যাতে রেটস্রা নিশ্চিত মনে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে রাত যাপনের আয়োজনে মেতে যায়। আজ রাতেই শামসকে কাবু করতে না পারলে আমাদের বিপদ হতে পারে।’

‘আজ রাতেই?’

হার্ড একটু অবাক হল।

‘সকাল হওয়ার অবকাশ দিলে শামসের কাছে আমাদের প্ল্যানটা ফাঁস হয়ে যেতে কতক্ষণ? মনে রাখতে হবে, আমাদের কথায় শামস বিশ্বাস করলেও সে বোকা নয়। যদি সে কোন রকমে পালাতে সক্ষম হয় তবে নিরাপদে জুলফিয়ার কবর আবিষ্কারে সে প্রাণপণ বাধা দেবে।’

‘সাইমন তো এগিয়ে আসছে। তবে লায়লা তথা মুসার অবস্থানটা কিন্তু এখনও বোৰা যাচ্ছে না।’

‘মুসা কাঁচা লোক নন। আর আমাদের সাইমন যখন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কেবল আমাদের প্রাণরক্ষার জন্যই এগিয়ে আসছে, তখন এটাও ঠিক, পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই কমান্তর মুসা ও ক্যাপ্টেন আরিফ কাছাকাছি কোথাও আছেন।’ জবাব দিল মাইকেল।

ততক্ষণে লায়লার উট বলে কথিত সাইমন পেরেরার চলন্ত দুর্গের মত উটটি দীপ্ত গতিতে বিশ গজের মধ্যে এসে হাজির হল।

হার্ড চিংকার করে বলল—‘সাইমন, আমরা সফল হয়েছি। আমরা এখন মুক্ত।’

অন্য উট থেকে আওয়াজ এল, ‘তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুগণ, উটের রশি টেনে দাঁড়িয়ে যাও।’

মাইকেল ও হার্ডের বাহনটি মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেলো। তারা দু'জনই উট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। সাইমনও তার চলন্ত উট থেকে লাফিয়ে থামল। মাইকেল বলল, এখানে একটা ফল্স তাঁবু খাটাতে হবে লিডার। তাঁবুটার নাম রাখা হবে ‘লায়লার তাঁবু।’

শেষরাতে লায়লার তাঁবু আক্রমণ করার জন্য শামস্ ও তার রেটস্দের আমি প্রস্তুত করে রেখে এসেছি।

‘চমৎকার।’ উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ল সাইমন।

‘তার আগে হার্ডকে একটু এগিয়ে গিয়ে মরুশেয়ালের কয়েকটা হৃক্ষাহৃয়া তুলে দ্রুত আমাদের কাছে ফিরে আসতে হবে।’

হার্ড হেসে বলল, ‘যাই আমি শেয়ালের কর্তব্যটা করে আসি। বেচারা শামস্ আমার আওয়াজ শুনলে আনন্দে আটখানা হয়ে যাবে।’

হার্ড দৌড়ে মরুভূমির আবছায়া বালুর উঁচু টিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে মাইকেল বলল, ‘এক্ষুণি লায়লার তাঁবুটা বানিয়ে ফেলতে হবে লিভার।’

‘বুবাতে পেরেছি মাইকেল, কোহি বাত নেই, আমার উটের লোকেরাই এখানে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে পেছনে ফিরে যেতে পারবে। তোমার মতলব কি জানি না, তবে আমার ধারণা তাঁবুটা একেবারে খালি রেখে যাওয়া বোধ হয় বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে না। কারণ শামস লায়লার তাঁবু ঘিরে ফেলতে গিয়ে যদি বুবাতে পারে যে তাঁবুতে কেউ নেই তাহলে তোমার মতলবটা ভেঙ্গে যাবে। শামসও প্রকৃত পালিয়ে যাবে।’

বলল সাইমন।

মাইকেল হাসল, ‘আপনি আমার প্ল্যানটা ধরতে পেরেছেন। তবে আপনার কথাই ঠিক, শামস অতিশয় সতর্ক লোক, সে তাঁবুটা যে খালি সেটা বুবাতে পারলেই পালাবে। তাকে এ সুযোগ দেয়া যায় না।’

মাইকেলের কথা শেষ হতেই প্রান্তর থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যেতে লাগল। হার্ড একটু পরেই এদের সামনে এসে হাজির হল, ‘কম্ব কাবার। শামস এখন রাতটা পার করার জন্য তার দলবলসহ তাঁবুতে ফিরে যাবে।’

মাইকেল বলল, ‘এখন সাইমন কি বলছে শোনো হার্ড, লায়লার তাঁবু খালি রেখে যাওয়ার ব্যাপারে তার আপত্তি আছে। এতে শামসের সন্দেহ হতে পারে।’

হার্ড সাইমনের দিকে তাকাল, ‘তাঁবুতে যে কেউ থাকবে সে তো নির্ধাত মারা পড়বে লিভার? সকালেই শামসের লোকেরা তাঁবু ঘিরে এগিয়ে আসবে। আর তারা খালি হাতে আসবে না।’

‘তারা খালি হাতে আসবে না এটা কি আমি জানি না হার্ড? তবুও তাঁবুতে কাউকে একটা মেশিনগান নিয়ে বসে থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধ করলে রেটস্দের আক্রমণের পাল্টা জবাবও দিতে হবে। মোট কথা শামসকে এ ধারণা দিতে হবে তাঁবুতে লায়লা আছে।’

‘আইডিয়াটা চমৎকার লিভার, কিন্তু...’

‘এর মধ্যে যেটুকু কিন্তু আছে মি. হার্ড সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমরা এক্ষুণি আরেকটু এগিয়ে গিয়ে কমান্ডার মুসার সাথে মিশে যাও। আমি আমার উটের

ওপৰ বসা দু'জন কমান্ডো নিয়ে তাঁবুতে কামান ও মেশিনগান বসিয়ে সকালের পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করবো। কমান্ডার মুসার সাথে মিশে তোমরা শামসের পুরা বাহিনীকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে আক্রমণ করবে। শামস্ যখন লায়লাকে জ্যান্ত পাকড়াও করার আশায় তাঁবুর কাছাকাছি আসবে, ঠিক তখনি তোমরা অর্থাৎ মুসার কমান্ডোরা শামসকে ঘিরে গুলিবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে আসবে। আর তাঁবুর ভেতরে আমাদের কামান ও মেশিনগান গর্জন করে উঠবে। শামস্ পালাবার পথ খুঁজে না পেয়ে আস্তসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।'

'মাই গড়।'

সাইমনের প্রস্তাবে চমকে উঠল হার্ড।

মাইকেল বলল, 'চমৎকার প্রস্তাব লিডার। তাহলে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাঁবু খাটানোর কাজ শুরু করুন।'

'তাঁবু খাটাতে এই মুহূর্তে আর তোমাদের অপেক্ষা করতে বলব না। আমার বাকি দু'জন সঙ্গী নিয়ে আমি তাঁবু খাড়া করে ফেলবো। এসব বিষয়ে মুসার লোকেরা এক্সপার্ট। তোমরা দ্রুত তোমাদের উট নিয়ে এগিয়ে গিয়ে কমান্ডারকে আমার প্ল্যানটা জানাও। তোমাদের প্রাণরক্ষার জন্য সর্বক্ষণ তিনি ব্যাকুল ছিলেন। তিনি তোমাদের দু'জন ও আমাকে তার নিজের লোক হিসেবে বিবেচনা করছেন এবং আমাদের জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছেন। তার প্রতিটি হৃকুম মান্য করা আমাদের কর্তব্য।'

'আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী কমান্ডার মুসার আনুগত্য করব লিডার।'

জবাব দিল হার্ড।

মাইকেল বলল, 'তাহলে আমরা সামনে এগোই।'

'তাড়াতাড়ি করো, আর দশমিনিটের মধ্যে সূর্য অস্ত যাবে। তোমরা এগোলেই মুসার পর্যবেক্ষক বাহিনীর অংগগামীরা তোমাদের চিনতে পারবে।'

সাইমনের কথা শুনেই মাইকেল ও হার্ড তাদের উটটিকে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসার ইঙ্গিত দিল। উট যথারীতি যাত্রীদের তুলে নিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ভোর পাঁচটায় শামস আবাদী রেটস্টেশনের তাঁবু গুটিয়ে অপেক্ষমাণ সমস্ত উটকে দূরের পৰ্বতের আড়ালে আশ্রয় নিতে তার লোকদের দু'একজনকে ইশারা করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে রাতের তাঁবুগুলোর আর কোনো চিহ্ন থাকল না। শামস্ তার বেশ কয়েকজন দুর্ধর্ষ সেন্ট্রি এবং গোলা-বারুদ, মেশিনগান নিয়ে 'লায়লার তাঁবু'র দিকে মার্চ করল। তাঁবু থেকে কোয়ার্টার কিলোমিটার দূরে থাকতেই দলটিকে চারভাগে ভাগ করে তাঁবুর দিকে রেখে আঞ্চাগোপন করে থাকতে হৃকুম দিয়ে সে নিজেও কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে নিয়ে মেশিনগান ফিট করে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে স্টান বালুর ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। পাশের লোকটা বলল, 'তাঁবুতে বাতি জ্বলছে মি. আবাদী, আক্রমণের এটাই মহামুহূর্ত।'

শামস্ লোকটার কথার কোনো জবাব না দিয়ে পকেট থেকে একটা হাইসেল বের

করে জোরে ফুঁ দিতেই নিষ্ঠক প্রান্তর ভেদ করে বাঁশিটার শিসের শব্দ তীব্রভাবে বেজে উঠল। আর সাথে সাথেই শুরু হল রাইফেল ও মেশিনগানের অবিরাম গুলি বৃষ্টির শব্দ। সিসের বুলেটের বাতাস ফেটে চলে যাওয়ার সাঁই সাঁই আওয়াজ। বুলেটের স্নোত যাচ্ছে তাঁবুর ওপর দিয়ে অথবা আশপাশ দিয়ে। তাঁবুর কাপড় এখনও অক্ষত। শামস লায়লাকে জ্যান্ত আটক করতে চায়। তাকে বুলেটে ঝাঁঝরা করে ফেলা শামসের উদ্দেশ্য নয়। লায়লাকে জ্যান্ত বা অক্ষত অবস্থায় ধরতে হবে। কারণ জুলফিয়ার পিরামিডের প্রকৃত হন্দিস এখনও ঐ মেয়েটার হাতে। আর ধরতে হবে মুসার বাহিনী এখানে আমার আগেই। এ জন্যই সে তার উটগুলোকে স্পট থেকে সারিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। লায়লা আস্তসমর্পণ করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ঢোকের পলকে মেয়েটাকে নিয়ে দিয়েছে। লায়লা আস্তসমর্পণ করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ঢোকের পলকে মেয়েটাকে নিয়ে দিয়েছে। লায়লা আস্তসমর্পণ করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ঢোকের পলকে মেয়েটাকে নিয়ে দিয়েছে। লায়লা আস্তসমর্পণ করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ঢোকের পলকে মেয়েটাকে নিয়ে দিয়েছে।

কয়েক সেকেন্ড প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের পর হঠাৎ শামসের বিশেষ ইঙ্গিতে ফায়ারিং স্কুল হলে শামস এগিয়ে গিয়ে চিংকার করে লায়লাকে ডাকল, ‘মিসেস ইলাহী, বুঝতেই পারছো তুমি এখন রেটস্যুনের হাতে বন্দি। বিনা রক্তপাতে সারেন্ডার করলে আমরা তোমার জীবনের নিরাপত্তা দিচ্ছি। আর মুসার সাহায্যের আশায় সময় নষ্ট করতে চাইলে আমরা তোমাকে সে সময় দেব না। আমার বিশ্বাস তুমি তাড়াতাড়ি সিন্দান্ত গ্রহণ করবে। তোমাকে তিন মিনিট সময় দিচ্ছি। সারেন্ডার করতে চাইলে তাঁবুর বাইরে এসে হাত তুলে দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রাণে মারব না। মাত্র তিন মিনিট অপেক্ষার পর আমরা তাঁবুর দিকে অগ্সর হব। তোমার কাছে রাইফেল থাকলেও তেমন কোনো কাজে আসবে না। আমার মেশিনগান তোমার তাঁবুকে ছিন্নভিন্ন করে তোমাকে উন্মুক্ত করে ফেলবে। নিজের মঙ্গল চাইলে স্যারেন্ডার কর।’

শামসের কথায় পরিবেশে থমথমে ভাবটা আবার ফিরে এল। তাঁবুর ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ আগে তাঁবুর ভেতর যে বাতিটা ছিল এখন সেটাও আর দেখা যাচ্ছে না। শামস মুহূর্ত গুণতে লাগল। সে ভেবেছিল লায়লা অন্তত সাড়া দেবে কিন্তু কোনো সাড়শব্দ পাওয়া গেল না। ততক্ষণে পূর্ব দিকটা হঠাৎ দৈর্ঘ্য ফর্সা হতে লাগল। মরুভূমিতে এ সময়টাকেই বলে সুবেহ সাদেক। সকাল হওয়ার এখনও আধঘণ্টা দেরি। তাঁবুর নেঁশব্দ্য শামসকে অধৈর্য করে ফেলল। কয়েক সেকেন্ড পার হতেই শামস আবার চিংকার করে উঠল, ‘তাড়াতাড়ি কর লায়লা, আর মাত্র আড়াই মিনিট সময় তোমার হাতে। আমাদের সাথে সহযোগিতা করলে আমরা তোমাকে ও তোমার স্বামীকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করব। তাছাড়া ইসরায়েল তোমার ও তোমার স্বামীর মত বিদ্বান লোকের কদর বুঝবে। সেখানে তোমরা রাজাৰ হালে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। এর বিনিময়ে জুলফিয়ার পিরামিডের হন্দিস আমাদের চাই। অ্যাক্ষেপ্টেশনের দায়িত্ব আমরা নেব। তোমাকে কোনো পরিশ্রম করতে হবে না। এখনও

সময় আছে, মুসা এখানে পৌছার আগেই তোমাকে নিয়ে আমরা সরে পড়তে চাই। কেন অথবা সময় ক্ষেপণ করছ লায়লা, সারেভার কর। মাথার ওপর হাত তুলে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াও।'

আরও এক মিনিট পার হয়ে গেল। তাঁবুর ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ পোওয়া গেল না। অথচ ভেতরে যে মানুষ আছে তা বুঝতে শামসের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। শামসের পাশের সেন্ট্রিটা বলল, 'আর দেরি করা উচিত হবে না মি. আবাদী। মেয়েটা মনে হয় সময় নষ্ট করার ফন্দি আঁটছে। এর মধ্যে মুসা তার দলবল নিয়ে হঠাৎ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেও পারে। আপনি হৃকুম দিলে আমি মেশিনগানের গুলিতে তাঁবুটাকে শূন্যে উড়িয়ে দিতে পারি।'

'তুমি চুপ কর। আর একটি কথাও বলবে না। মেয়েটাকে মারতে চাইলে তা আমি অনেক আগেই পারতাম। আমি লায়লাকে জ্যান্ত চাই। বুঝলে, একেবারে অক্ষত অবস্থায় চাই।'

শামস ধমকে উঠলে লোকটা তার মাথাটা মেশিনগানের ওপর নামিয়ে আনল, 'ইয়েস স্যার।'

'আরও দেড় মিনিট দেখা যাক, তারপর আমার হৃকুম পাবে। তবে মেয়েটাকে জ্যান্ত চাই। তাঁবু উড়িয়ে দিতে পার কিন্তু মেয়েটার শরীর বাঁচিয়ে চালাতে হবে। আরও দেড় মিনিট।'

শামসের কথায় সেন্ট্রি তার উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পারল, 'ইয়েস স্যার।'

'লায়লা, এখনও দেড় মিনিট সময় রয়েছে।'

শামসের একথার সাথেই তাঁবুর ভেতর থেকে রাইফেলের মাথায় বাঁধা একটা সাদা রুমাল সেন্ট্রিটার চোখে পড়ল। সে চিৎকার করে বলল, 'মি. আবাদী, লায়লা সারেভারের সিগন্যাল দেখাচ্ছে।'

'কই?'

'ঐ দেখুন একটা রাইফেলের মাথায় সাদা রুমাল তাঁবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে ইশারা করছে।'

অস্পষ্ট ভোরের আভায় তাঁবুটাই যেখানে ঠিকমত ফর্সা হয়নি সেখানে অক্ষমাণ রাইফেলের মাথায় বাঁধা রুমালটা শামসের চোকে পড়ল, হ্যাঁ দেখেছি। লায়লা, বেরিয়ে এসো। আমরা তোমার ওপর গুলি চালাব না। প্রমিজ লায়লা, আমরা তোমার শারীরিক কোনো ক্ষতি করব না। হাত তুলে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াও।'

শামসের আহ্বানের পরও কেউ বাইরে এলো না। কেবল সাদা রুমালসহ রাইফেলের নলটা এদিক সেদিক হেলেন্দুলে বাইরে এসে সারেভারের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালো। শামস আন্দাজ করল লায়লা তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

ঠিক আছে লায়লা, ঐ রাইফেলটা তাঁবুর বাইরে ফেলে দাও। আরও যদি কোনো অস্ত্র থাকে সেগুলো তুমি তাঁবুর বাইরে নিক্ষেপ করো। অস্ত্রগুলো ফেলে দিলে আমরা

তোমার দিকে এ্যাডভান্স করব। তুমি অক্ষত অবস্থায় আমার কাছে সারেন্টার করতে পারবে। তবে কোনো চালাকির চেষ্টা করলে নিশ্চিত মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে।'

শামসের কথা শেষ হতেই তাঁবুর বাইরে একটা রাইফেল ছিটকে এসে পড়ল।

শামস্ বলল, 'লক্ষ্মী মেয়ে, এবার তোমার রিভলভারটাও বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

শামসের কথার সাথে সাথে একটা রিভলভার বালিল ওপর নিশ্চিপ্ত হওয়ার আবছা শব্দ যেন শামসের কানে এলো। আর সাথে সাথেই শামস তার হাইসেলে থেমে থেমে ঝুঁ দিয়ে কি যেন ইঙ্গিত দিতেই ঝঁও পেতে থাকা রেটস্রা তাদের যার যার অবস্থান থেকে রাইফেল তাক করে উঠে দাঁড়াল।

এবার শামস হাইসেলে অন্যরকম ইঙ্গিত দিয়ে ঝুঁ দিতেই রেটস্রা তাঁবুর দিকে এ্যাডভান্স করতে লাগল।



শামস্ আবাদীর সশস্ত্র কমান্ডো বাহিনী একযোগে 'লায়লার তাঁবুর' পঁচিশ গজ দূরে এসে তাঁবুটাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল। সংখ্যায় এরা তিরিশ জন। শামস্ তাঁবুর প্রবেশপথ লক্ষ্য করে একটা রিভলভার তাক করে লায়লাকে শেষবারের মত বেরিয়ে আসার জন্য শাসাচ্ছে।

'লায়লা তুমি আমাদের হাতে বন্দি। বেরিয়ে এসে এই মুহূর্তে সারেন্টার না করলে এক্ষুণি ফায়ারিং শুরু হবে।'

তার কথা ঝুরাবার সাথে সাথেই প্রচণ্ড শব্দে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড ফাটার শব্দে শামসসহ রেটস্রা মাটিতে শুয়ে পড়ল। গ্রেনেডটা শামসের লোকদের পেছন দিক থেকে এসে পড়েছে। যদিও প্রায় একশ গজ দূরে গ্রেনেড ফাটায় শামসের সতর্ক গ্রুপটার কেউ আহত হয়নি। তবে সবাই ভয়ে সচকিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তাঁবুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রস্তুতি নিতে বাধ্য হয়েছে। সবাই ভয়ে হতবাক। শামস্ তার পাশের লোকটিকে বলল, 'কমান্ডো, মুসা এসে গেছে।'

পাশের লোকটি বলল, 'এখন আমাদের কি হবে?'

'বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হও।'

'আমি তো স্যার আগেই বলেছিলাম লায়লা মাগীটাকে শেষ করে দিন। আপনিইতো বললেন, ওকে জ্যান্ত ধরতে হবে। তখন আমার কথামত ফায়ারিং চালিয়ে গেলে মেয়েটার লাশ কিংবা ওকে জখম অবস্থায় তুলে নিয়ে আমরা সরে পড়তে পারতাম।'

বলল শামসের পাশের গার্ড। যে আগেই লায়লার তাঁরু বুলেটে ঝাঁঝরা করে উড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাৱ দিয়েছিল।

‘যুদ্ধের ময়দানে আমি তক্ষ পছন্দ কৰি না রবিন। মুসা আমাদের চতুর্দিক ঘিৰে ফেলেছে। এই সার্কেল ভেঙ্গে বেৱতে চাইলে মুসার সাথে লড়তে হবে। আৱ আমাৰ সিদ্ধান্তের জন্যই যখন রেটস্রা শক্র হাতে ঘোৱাও হয়েছে তখন লায়লার ব্যবস্থা আমি কৰছি।’

বলেই শামস হাতে রিভলভারটা ধৰে রেখেই গুঁড়ি মেৰে তাঁৰুৰ প্ৰবেশ পথেৰ দিকে এগোতে লাগল।

‘এভাৱে যাবেন না স্যার...’

রবিন লোকটি শামসকে বাধা দিতে চাইলো সে তখন আয়ত্তেৰ বাইৱে। সে বালিশেৰ মত গড়াতে গড়াতে তখন ‘লায়লার তাঁৰু’ৰ প্ৰবেশ পথে গিয়ে পৌছামাত্ৰই ভেততেৰ ওঁৎ পেতে থাকা সাইমনেৰ সবুট লাথি এসে পড়ল তাৱ রিভলভার ধৰা হাতেৰ ওপৱ। সহসা রিভলভার থেকে সশব্দে একটা বুলেট শূন্যে বেৱিয়ে গেলো শামসেৰ হাত থেকে অস্ত্ৰটা ছিটকে অনেক দূৰে গিয়ে পড়ল।

শামস এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁৰুৰ প্ৰবেশ পথে লায়লার বদলে অন্য এক পুৱৰষকে দাঁড়ানো দেখেই তাৱ ওপৱ ঝাঁপিয়ে পড়ে এক প্ৰচণ্ড ঘৃষিতে পেতে রাখা মেশিনগানেৰ পাশে চিৎ কৰে ফেলে দিয়ে চিৎকাৱ কৰে বলল, ‘বেঙ্গমানেৰ বাচ্চা সাইমন, আজ তোৱ শেষ মুহূৰ্ত।’

বলেই পুনৰ্বাৰ তাৱ দিকে বাঁপ দিলে সাইমন পা দিয়ে লাথি মেৰে মেশিনগানটা উল্টে দিয়ে যথাসন্তোষ দ্রুত সৱে গেল। শামস মাটিতে পড়েই দ্রুত উঠে সাইমনকে জড়িয়ে ধৰতে গেলে সাইমনেৰ পালটা মুষ্টাঘাতে মুহূৰ্তেৰ জন্য থমকে দাঁড়ালে সাইমনও চিৎকাৱ কৰে বলল, ‘শয়তান ইছুদি, আমাৰ নয়, আজ তোৱ শেষ মুহূৰ্ত। হাৱামজাদা এখনও সময় আছে সারেভাৰ কৰ। নইলে তোৱ দলবলসহ একটু পৱেই নৱকে যাবি। তোৱ যম মুসা শাহেদী তোদেৱ সম্পূৰ্ণ ঘোৱাও কৰে রেখেছে। একটু পৱেই তোদেৱ মাংস মজ্জা মেশিনগানেৰ গুলিতে এই মৱৰবালুতে ছড়িয়ে পড়বে।’

‘মুসার কুত্তা, দাঁড়া তোকে জন্মেৰ শিক্ষা দিচ্ছি।’

বলেই শামস বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে গিয়ে সাইমনেৰ তলপেটে একটা লাথি মারতে চেষ্টা কৰলে সাইমন শক্র পা ধৰে এমন মোচড় দিল যে শামস যন্ত্ৰণায় কাতৰে উঠে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল। আৱ তৎক্ষণাৎ তাঁৰুৰ ভেততেৰ একটা কাঠৰে বাঢ়তি খুঁটি নিয়ে সাইমন তাৱ মাথাৰ পেছন দিকে আঘাত কৰতেই সে গো গো শব্দ কৰে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

শক্র কুপোকাত হয়েছে দেখে সাইমন মুহূৰ্তেৰ মধ্যে লাইট মেশিনগানটা আৰাব যথাস্থানে ফিট কৰে তাঁৰুৰ প্ৰবেশ পথ লক্ষ্য কৰে কয়েক সেকেন্ড একটানা গুলি চালিয়ে শক্রদেৱ বুঝিয়ে দিল যে শামস এখন তাৱ আয়ত্তেৰ মধ্যে এবং সারেভাৰ না কৰলে

ରେଟ୍‌ସ୍ କମାନ୍‌ଡୋଗଣେର ଆର ରେହାଇ ନେଇ ।

‘ମେଶିନଗାନେର ଗୁଲିବୃଷ୍ଟି ଥାମଲେ ଅକମ୍ପାଂ ସାଇମନ କମାନ୍‌ଡାର ମୁସାର ଗଲା ଶୁନତେ ପେଲ, ‘ଆମି ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ ଶପଥ କରେ ବଲଛି ବନ୍ଦିଦେର ପ୍ରତି କୋନ୍‌ଓ ଜୁଲୁମ କରା ହବେ ନା । କାଉକେ ଆମରା ହତ୍ୟା ବା ପଞ୍ଚ କରେ ଦେବ ନା । ଆମାଦେର ଦେଶେର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନେର ହାତେ ତୋମାଦେର ସୋପର୍ କରା ହବେ ।’

ହ୍ୟାନ୍‌ମାଇକେ ମୁସାର ଗଲା କିଛୁକ୍ଷଣେର ଜନ୍ୟ ଶୁନ୍ଦର ହଲ । ମୁସା ବୋଧ ହୟ ଶକ୍ରଦେର ଏକଟୁ ଭେବେ ଦେଖାର ସୁଯୋଗ ଦିଚ୍ଛେନ । ସାଇମନ ଓ ଆର ଗୁଲି ନା ଚାଲିଯେ ମେଶିନଗାନ ତାକ କରେ ମାଟିତେ ଶୁଯେ ଥାକଲ । ଶାମ୍‌ସ୍ ତଥନୀ ଅଜ୍ଞାନ । ଏହି ଫାଁକେ ଶୟତାନଟାକେ ପିଛମୋଡ଼ା କରେ ବେଁଧେ ଫେଲା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ସାଇମନ ଉଠିବାର ଆଗେଇ ମୁସାର ଗଲା ହ୍ୟାନ୍‌ମାଇକେ ଆବାର ବେଜେ ଉଠିଲ ।

‘ଫେର ବଲଛି ସ୍ୟାରେନ୍‌ଟାର କର । ଆମାଦେର ସାଥେ ଫାଇଟ କରେ ଆମାର ସାର୍କେଲ ଭେଙେ ବେରଗେ ଗେଲେ ତୋମରା ସବାଇ ମାରା ପଡ଼ିବେ । ତୋମରା ସକଳେଇ ଟ୍ରେଇଭ କମାନ୍‌ଡା, ଆମି ଜାନି । ଏ ଜନ୍ୟଇ ବଲଛି, ଆମାର କଥାର ମର୍ମ ନିଶ୍ଚୟାଇ ଏତକ୍ଷଣେ ତୋମାଦେର ମଗଜେ ଚୁକେଛେ । ବେପରୋଯା ଗୁଲି ଚାଲିଯେ ବେରବାର ଚେଷ୍ଟାକେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ । ତଥନ ଆମାଦେର କାହେ କୋନୋ ପ୍ରକାର ଅନୁକମ୍ପା ପାବେ ନା ।’

ମୁସାର ଗଲା ଆବାର ଏକଟୁ ଥାମଲ ।

‘ଆମି ଜାନି ନା ତାଁବୁର ଭେତର ଥେକେ କେ ଏତକ୍ଷଣ ଗୁଲି ଚାଲାଚିଲ । ଲାଯଲାର ବଦଲେ ସାଇମନ ସେଖାନେ ଛିଲ । ଶାମ୍‌ସ୍ ତାକେ ଲାଯଲା ଭେବେ ଧରତେ ଗିଯେଛି । ତାଁବୁତେ ଏଥନ କେ ବେଁଚେ ଆଛେ ଆମି ଜାନି ନା । ସାଇମନ ତୁମି ବେଁଚେ ଥାକଲେ ଗୁଲି ଚାଲିଯେ ଆମାକେ ଜାନାଓ ।’

ମୁସାର ଆଓୟାଜ ଥାମତେଇ ମେଶିନଗାନ ଗର୍ଜନ କରେ ଆବାର ଥେମେ ଗେଲ ।

‘ସାଇମନ, ତୋମାକେ ଧନ୍ୟବାଦ । ଶାମ୍‌ସ୍ କି ତୋମାର ହାତେ ବନ୍ଦୀ ନା ମୃତ? ଆବାର ଗୁଲି ଚାଲିଯେ ସବାଇକେ ବୁଝିଯେ ଦାଓୟ ‘ଶାମ୍‌ସ୍ ଏଥନ ତୋମାର ଆୟାତେ ଆଛେ ।’

ଆବାର ମେଶିନଗାନ ଗର୍ଜନ କରେ କମାନ୍‌ଡାର ଶାହେଦୀର କଥାର ଜବାବ ଦିଲ ।

‘ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବାର ।’

ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ହତେ ମୁସା ଶାହେଦୀର ଲୋକେରା ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର ଧନି ଦିଯେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରତେ ଥାକଲେ ହ୍ୟାନ୍‌ମାଇକେ ଆବାର ଶବ୍ଦ କରେ ଉଠିଲ ।

‘ତୋମରା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଏକଯୋଗେ ସାରେଭାର କରାର ମତ୍ତକା ପାଚେହା । ତୋମାଦେର ନେତା ଏଥନ ଆମାର ଲୋକେର ହାତେ ହୟ ନିହତ କିଂବା ବନ୍ଦି । ଏଥନ ତୋମାଦେର ପାଲା । ଭେବେ ଦେଖାର ସ୍ଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଯା ହେଁଥେ, ଏଥନ ଆମାର ଲୋକେରା ଗୁଲି ଚାଲାବାର ହୁକୁମ ପାବେ । ତୋମରା ଏକଯୋଗେ ସାରେଭାର କରତେ ଚାଇଲେ ମାଟିତେ ଯାର ଯାର ଅନ୍ତରେ ରେଖେ ହାତ ତୁଲେ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଓ ।

ମୁସା ଶାହେଦୀ ଏକଟୁ ବିରତି ଦିଲେ ପୁରୋ ଏଲାକାଟା ନିଷ୍ଠକ ହୟେ ଥାକଲ । ମାନେ ହଚେ ଏଖାନକାର ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୀ ଦୁଟି ଗ୍ରହପେର ଲୋକେରାଇ ପରମ୍ପରେର ଦିକେ ତାକ କରା ମାରଣାସ୍ତ୍ରେ ନାଭିତେ ଆଙ୍ଗୁଳ ରେଖେ ନିଃଶ୍ଵାସ ବନ୍ଧ କରେ ଆଛେ । ପ୍ରାତରେର ଠିକ ମାଝାଥାନେ ‘ଲାଯଲାର ତାଁବୁଟା

একটা ক্ষুদে পিরামিডের আকার নিয়ে মাথা উঁচু করে আছে। এতক্ষণে সকালের আলো ফোটাতে প্রাত্তরটা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। যদিও এক ধরনের মরকুয়াশায় দূরের পর্বতগুলোর চূড়া আবৃত। এর মধ্যে হঠাৎ একটা লোক হাত তুলে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, ‘গুলি চালাবেন না কমাভার মুসা। আমি রবিন, শামসের প্রধান সহকারী, আপনার কাছে সারেভার করছি।’

‘আমার সাথে কোনও চালাকি করো না যেনো রবিন। আমি সম্ভবত তোমার কার্যকলাপ সম্বন্ধে আগেই অবহিত আছি। ইহুদি অ্যাকশন গুপগুলোর তুমিই ট্রেনার। জেকজালেমে তুমি ইসলামী মুভমেন্টের ছেলেদের ওপর চোরাগুলি চালিয়ে যে ক্ষতি করেছো সে সবের রেকর্ড আমার কায়রোর আস্তানায় আছে। তোমাকে আমাদের ছেলেদের প্রতিশোধের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য রেটস্ গুপে চালান করা হয়েছে। আমি তোমার কুৎসিত চেহারা না দেখলেও, নাম শুনেই চিনতে পেরেছি।’

‘অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাইক থেকে কোনও আওয়াজ বেরলো না। এক অন্দুত আতঙ্কের মধ্যে সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। এই ফাঁকে তাঁবুর ভেতরে সাইমন একবার লাফ দিয়ে উঠে রশি দিয়ে জানহাল শামস আবাদীর হাত পা শক্ত করে বেঁধে রেখে আবার লাইট মেশিনগানের ওপর পজিশন নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে আছে।

‘ঠিক আছে মোসে রবিন। আমি বা আমার গ্রন্থের কমাভোরা তোমাদের ওপর গুলি চালাবে না বা কোনরূপ জুলুমও করবে না। তোমাদের যথাসময়ে মিসরীয় কর্তৃপক্ষের হাতে সোপর্দ করা হবে।’

‘আপনি কি লায়লার পক্ষ থেকেও আমাদের নিরাপত্তা দিচ্ছেন কমাভার? আমাদের পক্ষের লোকেরা লায়লার অনিষ্ট করেছে। জুলুম করেছে। লায়লা বা তার স্বামী কিংবা তার অন্যান্য সহযোগীদের পক্ষ থেকেও আমরা আশ্বাস চাই।’

মাইকে এবার একটা মেরোলি হাসির শব্দ ভেসে এল।

‘আমি লায়লা ইলাহী বলছি মোসে রবিন। আমি প্রতিশ্রূতি দিচ্ছি, আমি বা আমার পক্ষের কেউ তোমাদের ওপর কোনও হামলা বা অস্ত্রাঘাত করব না। বন্দি অবস্থায় কোন উৎপীড়নও নয়। তবে শর্ত হল ধূর্তামি করার চেষ্টা করলে আমার প্রতিশ্রূতি থেকে আমি মুক্ত। সেক্ষেত্রে তোমাদের পরিণামের জন্য তোমরাই দায়ী থাকবে।’

লায়লার কথা শেষ হওয়া মাত্র হিন্দু ভাষায় মোসে রবিনের তীব্র এক ধরনের সামরিক ইন্দিত উচ্চারিত হল। আর সাথে সাথেই রেটস্ দস্যুদের তিরিশজন সদস্যই মাটিতে অস্ত্র রেখে হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল।

‘আমরা জিহোবার নামে সারেভার করলাম কমাভার মুসা শাহেদী, এখন আপনার লোকেরা অ্যাডভাস করতে পারে।’ মোসে রবিনের গলা।

‘অ্যাডভাস।’

মুসা হুকুম জরি করার সাথে মর প্রাত্তর কাঁপিয়ে ‘আল্লাহ আকবার’ ধ্বনি উঠল। চতুর্দিক থেকে রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে এল মুসার কমাভো বাহিনী। মুহূর্তের

মধ্যে শক্রদের আমর্স-এম্বিনিশন আত্মসমর্পিত শক্রদের সামনে থেকে তুলে নিতে লাগল তারা। রেটস্রা কেউ কোন শব্দ করছে না। সকলেই হাত তুলে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় অন্ত হাতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সাইমন। তখন মুসা, লায়লা, ডা. ইলাহী ও ড্রাইভার মিজানসহ তাঁবুর কাছে এসে পড়েছেন। জাহ্রা ও চিশতিসহ অন্যান্যরা ক্যাপ্টেন আরিফের সাথে পেছনে। মুসাকে দেখেই সাইমন সামরিক কায়দায় সেলুট করে বলে উঠল, ‘শামস্ এখন আমার হাতে বন্দি কর্মান্বাদ শাহেদী, অপারেশন সাকসেসফুল।’

মুসা এগিয়ে এসে সাইমন পেরেরার সাথে কোলাকুলি করলেন।

লায়লা পেছন থেকে হেসে বলল, ‘তোমার কোনও তুলনা নেই মিস্টার পেরেরা। মাইকেল, হার্ড ও ভূমি যেভাবে আমাদের অভিযানে সাহায্য করলে তা আমি চিরকাল মনে রাখব। এখন বলো কিভাবে তাকে আটক করলে? আমরা তো ভেবেছিলাম, সে বুঝি হঠাৎ তাঁবুতে লাফিয়ে পড়ে তোমাকেই কাবু করে ফেলেছে।’

‘ফেলেছিল প্রায় মিসেস এলাহী। আমি সদা সতর্ক অবস্থায় শামসের জন্য প্রস্তুত না থাকলে সে আমাকে শেষ করে দিত। আপনারা তো তার দুঃসাহস বা অ্যাডভেঞ্চার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এমনিতেই তাকে ইহুদীরা রেটসদের নেতা নিয়োগ করেনি। তার সাহস ও বীরত্বকে ইহুদিরা সমীহ করে। তবে আমি জানতাম আপনাকে ধরার জন্য সে সন্তর্পণে তাঁবু আক্রমণের সুযোগ খুঁজবে। আমি এলার্ট ছিলাম বলে আর তাছাড়া সে আপনার বদলে তাঁবুতে আমাকে দেখে প্রথমে একটু হতবাক হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের জন্য মাত্র। তারপরই এক ঘুষিতে আমাকে মাটিতে ফেলে দেয়। হাতাহাতি লড়াইয়ে ভাগ্যক্রমে আমি তাকে বাগে পেয়ে মাথায় আঘাত করে অঙ্গান করে ফেলি। এখনও অঙ্গান অবস্থায় তাঁবুতে পড়ে আছে। আমি তাঁবুর রশিতে তার হাত-পা বেঁধে ফেলেছি। আসুন ভেতরে বদমাশটাকে স্বচক্ষে দেখবেন।’

সাইমনের দীর্ঘ বিবরণ ও আহ্বানে সকলেই দারুণ কৌতুহল নিয়ে তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করল। কিন্তু ভেতরে গিয়ে সকলেই দেখল তাঁবুটা খালি, সেখানে কেউ নেই। একটা জায়গায় কয়েকটি মোটা রজ্জু শুধু এলোমেলো পড়ে আছে। যে শর্ট রেঞ্জের হালকা মেশিনগানটা থেকে সাইমন একটু আগে গুলিবর্ষণ করে কর্মান্বাদ মুসা শাহেদীর হাতমাইকের আহ্বানের জবাব দিয়েছিল, সেই মেশিনগানটাও উধাও। পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে গিয়ে সকলেই দিশেছারা এবং সাইমন বিস্ময়ে বাকরূদ্ব হয়ে গেলেও মুসা হো হো করে হেসে ফেললেন।

‘শামস্ এই মরু ইন্দুরের দলে আসলেই একটি ধূর্ত শেয়াল। আমি এখন তার প্রশংসা না করে পারছি না মিস্টার পেরেরা। সত্যি সে সাহসী এবং অতিশয় চালাক ব্যক্তি। তার পালাতে পারায় তোমার অত অবাক হওয়ার কিছু নেই।’

‘কি বলছেন কর্মান্বাদ? আমি তাকে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় এখানে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলে রেখে বাইরে গেছি। তার পালানোটা আমার কাছে একটা ভৌতিক

ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।'

কথা বলার সময় সাইমন পেরেরার চোখ দুটি বিশ্ময়ে ছানাবড়া হয়ে থাকল।

মুসা আবার সহজভাবেই হাসলেন, 'এটা একটা অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ এ্যাসকেথে বটে। তবে অবাক হওয়ার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। ব্যাপারটা হল শামস্ যখন লায়লাকে তাঁবুর ভেতর একাকী পাকড়াও করতে এসে সাইমনের মুখোমুখি হল তখনি সে আন্দাজ করতে পেরেছিল, সে এবং তার রেটস্ কমান্ডোরা আমাদের পাতা ফাঁদে আটকে গেছে। হাতাহাতি লড়াইয়ের এক সুযোগে যখন সাইমন শামসের মাথায় আঘাত হানল তখন সে অজ্ঞান হওয়ার ভান করে তাঁবুতে পড়ে থেকে ফাঁদ থেকে বেরুবার সুযোগ খুঁজছিল। সাইমন তাকে রশি দিয়ে বেঁধে নিশ্চিন্ত হলেও তার মত ট্রেইন মিসক্রিয়েন্টের জন্য ওসব কেটে বেরিয়ে যাওয়া ছেলেখেলা মাত্র। সে সুযোগ পেয়েই রশিঙ্গলোকে মাকড়সার জালের মত ছিঁড়ে খুড়ে কিংবা কোমরে বাঁধা সার্প নাইফে কেটেকুটে বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিয়ে সাইমনের চালকা বহনযোগ্য মেশিনগানটা ও আস্তরঙ্গার জন্য তুলে নিয়ে পালিয়েছে। আমি তার চতুরতার তারিফ না করে পারছি না, সাইমন।'

'আমি লজিজ্য মিস্টার কমান্ডার।'

সাইমন মাথা নুইয়ে অনুত্তাপ প্রকাশ করলে মুসা তাকে জড়িয়ে ধরলেন, 'এতে আমাদের সকলেরই অত্যন্ত আক্ষেপের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শিক্ষা হল মাই ফ্রেন্ড, লজিজ্য হওয়ার কিছু নেই। তোমার অবস্থায় পড়লে আমি যে এর চেয়ে বেশি সতর্কতার পরিচয় দিতাম তা মনে করি না। আমি হয়তো তোমার মতই শক্র অচেতন ও নিষ্ক্রিয় আছে দেখে তার হাত-পা বেঁধেই ভাবতাম শক্র পালাতে পারবে না। তবে মিলিটারিদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে, জানি দুশ্মন গ্রেফতার হলে তাকে নিষ্ক্রিয় ভেবে একা রেখে এক সেকেন্ডের জন্যও স্থান ত্যাগ করতে নেই। তোমার এখানেই একটু ভুল হয়েছে। শামস্ অভ্যন্তর আছে ভেবে তুমি যদি আমার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বাইরে না এসে রাইফেল বাগিয়ে তাঁবুতেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে তাহলে শেয়ালটা উঠে দাঁড়াবার সাহস পেত না।'

'আমাকে ক্ষমা করুন কমান্ডার, সত্যি আমি ভাবতেই পারিনি শয়তানটা বেহঁশ হওয়ার ভান করে পড়ে আছে।'

'ছাড়ো ওসব দুশ্চিন্তা। এতে ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। তবে এখন থেকে আমাদের সবাইকেই মনে রাখতে হবে এক ভয়ানক প্রকৃতির এনিমি এখনও অক্ষত অবস্থায় আমাদের অভিযানে বাধা দেয়ার মত শক্তি রাখে। যদিও তার সমগ্র দলটাই আর্মস এয়ুনিশনসহ আমাদের হাতে বন্দি। বন্দিদের চেয়ে শামসই এখনও অধিক বিপদের কারণ হতে পারে। সে সহজে আমাদের অভিযানকে সফল হতে দেবে এটা কেউ ভেবো না।'

কমান্ডার মুসা তার আশংকার কথা ব্যক্ত করতেই পেছন থেকে আরিফ কথা বলে

উঠল। বেশ কিছুক্ষণ আগেই সে তাঁরুতে চুকে বিষয়টা নিয়ে কমান্ডার ও সাইমনের কথাবার্তা শুনছিল।

আরিফ বলল, 'বন্দিদের সম্বন্ধে আপনার কি আদেশ কমান্ডার? তাদের কি কিছু সশস্ত্র লোকের পাহারায় কায়রোর দিকে রওনা করিয়ে দিয়ে আমরা খোঁড়াখুঁড়ির কাজে হাত দেব?

'এখন আর তা কী করে সম্ভব ক্যাপ্টেন? শামসু তাদের পথ চিনিয়ে নেবে না তা কি করে ভাবলে? তার চেয়ে এরা রহিন এলাকায় গিয়ে আমাদের কাজে সাহায্য করতে যাতে বাধ্য হয় সে ব্যবস্থা কর। এদের আমরা হত্যা বা জুলুম না করার প্রতিশ্রূতি দিলেও বিনা পরিশ্রমে এই দুঃসহ মরণভূমিতে খাবার ও পানি নিয়মিত জুগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রূতি দিইনি। আর সে সামর্থ্যও আমাদের নেই। তুমি মোসে রবিনকে বল, যে কাজে আমরা এসেছি সে কাজে সাহায্য করলে আমরা এবং লায়লা মিসর সরকারকে বিচারের সময় খানিকটা সুপারিশ করবে। যাতে অস্তত সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ড থেকে তারা রেহাই পেয়ে যায়। কঠোর দণ্ড তাদের অনিবার্য। তবে লায়লা যদি সত্য রাজকুমারীর রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়, ইনশাল্লাহ বোন লায়লা সফল হবেই, তাহলে সরকারের কাছে লায়লার সুপারিশের আলবৎ একটা মূল্য থাকবে। কারণ আমাদের এবং লায়লার আবিষ্কারের সমস্ত সুফলটাই মিসর সরকারের ভোগে লাগবে। সেক্ষেত্রে লায়লার আবেদনের একটা মূল্য থাকবে না? কি বলেন বোন লায়লা?'

'চমৎকার প্রস্তাৱ ব্ৰাদাৰ শাহেদী। বন্দিৱা যদি সাহায্য কৰে, হোক তারা ইছুদি দস্যু, আমি তাদের প্রাণভিক্ষার নিবেদন প্ৰেসিডেন্টের কাছে উথাপন কৰব কথা দিলাম।'

লায়লা হেসে ক্যাপ্টেন আরিফের দিকে তাকালে আরিফ মুসাকে সেলুট দিয়ে হাসল, 'জো হুকুম কমান্ডার। আমি বন্দিদের কাছে যাচ্ছি।'



এই অভাবনীয় বিজয়ের সকাল বেলাটা কেটে গেল বন্দিদের নিয়ন্ত্রণে এনে খোঁড়াখুঁড়ির কাজে তাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রূতি আদায় করতেই। শেষ পর্যন্ত মোসে রবিন অ্যাক্ষেপ্শনের কাজে সাধ্যমত সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। তাদের সম্পূর্ণ নিরন্ত্র করে ক্যাপ্টেন আরিফ কমান্ডার মুসার তাঁরুতে এসে রিপোর্ট কৰল, 'সবকিছু কমান্ডারের ইচ্ছেমাফিক সঠিকভাবে কৰা হয়েছে। এখন মিসেস ইলাহীকে তার কাজে অ্যাডভাঞ্চ কৰার হুকুম দেয়া যায়।'

লায়লা ও ড. ইলাহী তখন মুসার তাঁবুতেই বসে পরামর্শ এবং প্যাপিরাসের সংকেত অনুযায়ী খনন কাজের এলাকার একটা ম্যাপ তৈরিতে ব্যস্ত ছিল।

লায়লা বলল, ‘আমি এর মধ্যেই আমার কাজে হাত দিয়েছি ক্যাপ্টেন। আগামীকাল ভোরে আমাদের সবাইকেই আর্মস রেখে কোদাল নিয়ে ধ্বংসাবশেষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।’

‘তার আগে ধ্বংসাবশেষের চতুর্দিকে আমাদের তাঁবু ফেলার একটা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। তাঁবুর পেছনে থাকবে গর্ত ও বেরিকেড তৈরির সরঞ্জাম। কাফেলার সবগুলো উটকে খনন এলাকার বাইরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া বন্দিদের থাকার ব্যবস্থাটাও থাকবে আমাদের লোকদের থেকে আলাদা, তবে তাদের পাহারার জন্য আমাদের বিশেষ কয়েকজন কমান্ডোকে শশস্ত্র সর্তর্কতার মধ্যে থাকতে হবে।’

বললেন, মুসা শাহেদী।

‘আমি আপনার কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারছি কমান্ডার।’

আরিফ হাসার চেষ্টা করলেও মুসা গম্ভীর।

‘আমি শামস্কে বিশ্বাস করি না ক্যাপ্টেন। সে নিরাপদে আমাদের কাজ করতে দেবে একথা ভেবো না।’

‘তবে আবার আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে গেলে তাকে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে কমান্ডার। আমাদের হাতে আটক রেটস্ গ্রুপের তিরিশজনের জীবনের ঝুঁকিকে সে কিভাবে বিবেচনা করবে? অতটা সাহস তার হবে বলে মনে হয় কি কমান্ডার?’

আরিফ কমান্ডার মুসাকে আশ্বস্ত করতে চাইলেও মুসার গম্ভীর ভাবটা গেল না।

‘তুমি তোমার স্বাভাবিক সামরিক বিবেক-বিচার দিয়ে শামসকে আন্দাজ করতে যেও না ক্যাপ্টেন। শামস্ তার নিজের তিরিশজনের জীবনের চেয়ে লায়লাকে ব্যর্থ করার চেষ্টাকে অধিক গুরুত্ব দেবে। কারণ লায়লার আবিক্ষার মূলত সামঘিকভাবে ইহুদী ষড়যন্ত্রের গুরুতর পরাজয় হিসেবে ইসরায়েলের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে গণ্য হবে। এই অবস্থায় শামস্ তার একশোজন সঙ্গীর জীবনকেও বিপন্ন করতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করবে না।’ বললেন মুসা শাহেদী।

লায়লা এতক্ষণ তার দুই সামরিক সহযোগীর আলোচনা শুনছিল। এখন মুসার কথায় তয় পেয়ে বলে উঠল, ‘কিন্তু শামস্ অত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের ওপর পাল্টা আঘাত করার মত লোকজন ও অস্ত্র পাবে কোথায় কমান্ডার?

কিভাবে পাবে সেটা অবশ্য একটা প্রশ্ন। তবে যরা মরাদ্যানগুলোতে এখনও টাকার বিনিময়ে যে কোনো অপকর্ম করার মত বেদুইনদের অভাব নেই বোন লায়লা। ঐসব মূর্খ আরববাসী নিজেদের ভালোমন্দের চেয়ে ঘুষ হিসেবে একটা উট পেলেও আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।’ জবাব দিলেন শাহেদী।

আরিফ বলল, ‘এখন, এই মুহূর্তে আমার করণীয় কি এ ব্যাপারে নির্দেশ দিন।’

‘তুমি লায়লার পরিকল্পনা অনুযায়ী খনন এলাকার বিপরীত দিকে বন্দিদের জন্য তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দাও। আর আমরা আমাদের লোকজনসহ ধ্রংসাবশেষের ভিতরেই তাঁবু ফেলব। আর দেরি না করে কাজ শুরু করতে হবে।’

কমান্ডার মুসা মনে হয় বেশ দুশ্চিন্তার মধ্যেই ক্যাটেনকে নির্দেশ দিলেন। লায়লা একটা হালকা হলুদ রংয়ের কাগজ তুলে মুসার হাতে দিল, ‘এটা একটা খসড়া মানচিত্র কমান্ডার। আপাতত এই ম্যাপের মধ্যে তিনটি লাল স্পট দাগ দেয়া আছে। সম্ভবত মাঝের স্পটটাই প্রিসেস জুলফিয়ার পিরামিড। প্যাপিরাসগুলোর সংকেত অনুযায়ী এখানেই জুলফিয়ার মমি একটা সোনার কাজ করা শিটিম কাঠের বিশাল বাসকেট বা কফিনে শায়িত আছে। আর রাজকুমারীর ধনরত্ন, ব্যক্তিগত ব্যবহারের আসবাবপত্র ও অমূল্য গয়নাগাঁটির সন্ধান পাওয়া যাবে তার কফিনের ভেতর। আমি প্যাপিরাসগুলোর যে পাঠোদ্ধার করেছি, সেখানে লেখা আছে, রাজকুমারীর পবিত্র আঘাকে অসময়ে কেউ জাগিও না। তিনি নিজেই একদিন জেগে উঠে ভুলের প্রায়শিত্য করবেন। আমরা মেমফিসের পুরোহিত ও রাজপুরুষরা পরামর্শ করে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলাম। দেবতা ও পূর্বপুরুষগণ আমাদের সহায়। রাজকুমারী তার নিজের পূর্বপুরুষের ধর্ম, তার পিতামাতার রাজকীয় মর্যাদা এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে একজন পথভ্রষ্ট যুবক, যার পিতা এক নগণ্য পুরোহিত হওয়া সত্ত্বেও যে কিনা মেমফিসের প্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্ম ও সূর্যদেবের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে এক অদৃশ্য শক্তিকে আল্লাহ বলে অচন্না করতে জাতিকে প্রলুক্ত করতে চেয়েছিল, সেই বিদ্রোহীকে প্রশ্রয় দেয়ার মত মারাত্মক অপরাধে অপরাধী। রাজকুমারী বিদ্রোহীকে কেবল প্রশ্রয়ই দেননি, তাকে নিজের দেহমন সমর্পণে উদ্যত হয়েছিলেন। মেমফিসের রাজধর্মের চেয়ে কোনো রাজকুমারী বা রাজপুত্রের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বড় নয়। সেহেতু আমরা মেমফিসের মহামন্দিরে সব পুরোহিত এবং রাজপরিবারের অন্যান্য উত্তরাধিকারিগণ সম্মিলিতভাবে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি, বিষধর সর্পের দ্বারা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছি। অনন্তলোকে রাজকুমারী তার ভ্রাতৃ উপলক্ষ্মি করে অনুতঙ্গ হবেন এটাই আমরা আশা করি। আমরা তার মৃতদেহ রাজকীয় মর্যাদায় সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্তসহ স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্বারা তার পিরামিড পরিপূর্ণ করে দেয়ার প্রচলিত প্রথা যথাযথভাবে পালন করেছি। অনন্তকালের পর মহামান্য রাজকুমারী জাহাত হয়ে যাতে তার সৎকারকারীদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হন সে কারণে আমরা জীবৎকালে তার ব্যবহার্য সমস্ত স্বর্ণ তার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। রাজকুমারীর অপরাধ ক্ষমা করুন।’ এটুকু বলে লায়লা কমান্ডার মুসার দিকে ফিরে হাসলেন।

‘কী অদ্ভুত বিশ্বাসই না ছিল হাজার হাজার বছর আগে ঐসব রাজা আর পুরোহিতদের! বোন লায়লা কিন্তু আমাদের এখনও রাজকুমারীর প্রেমের কাহিনী শোনানোর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। স্বীকার করি এর মধ্যে প্রেমের গন্ধ শোনার মত অবসরও আমাদের জোটেনি।’

অনুযোগ করেও নিজেই লায়লার পক্ষ নিলেন মুসা শাহেদী।

‘এই তো শোনাচ্ছি কমান্ডার, একটু একটু করে রহস্যের পর্দা তুলছি। প্যাপিরাসের বয়ন যদি সত্যি হয় তবে জানবেন আমরা কয়েক হাজার বছর আগের এক হতভাগিনী প্রেমিকার যে কিনা ছিল ঈমানের দিক দিয়ে আমাদের মতই মুসলিম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সাল্লামের সহিফার অনুসারী, হযরত ইউসুফের (আ.) মৃত্যুর কয়েক পুরুষ পর তার ব্যর্থ উত্তরাধিকার এবং ফেরাউনী শাসনেরই প্রবঙ্গদের কারো কন্যা, আমরা তার কবরের খুবই কাছাকাছি আছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা সোনার পিরামিড নামে খ্যাত জুলফিয়ার সমাধির দরোজা উন্মুক্ত করতে পারব।’

লায়লার কথায় মুসা, আরিফ ও ইলাহীর চেহারায় খুশীর বিদ্যুৎ ঘেন চমকে গেল। কমান্ডার মুসা আরিফের দিকে ফিরে ম্যাপটা তার হাতে দিয়ে বললেন, ‘মধ্যের লাল বিন্দুটার চারপাশে কোদাল ও গাঁইতি চালাতে হুকুম জারি কর। খনন কাজ তদারক করবে লায়লা। সাইমন ও চিশতি একটা তাঁবুতে অস্থায়ী জাদুঘর অর্থাৎ প্রত্নসম্পদ রাখার ক্যাম্প খুলবে। আমি আর ইলাহী সামগ্রিকভাবে বিষয় পর্যবেক্ষণ করব। তুমি বন্দিদের সামলাবে এবং তাদের দিয়ে যতটা কাজ আদায় করে নেয়া যায় তা করবে। আমাদের কমান্ডাদের মধ্য থেকে বারোজন যোদ্ধা পজিশন নিয়ে অস্ত্র বাগিয়ে পাহারা দেবে। উন্মুক্ত মরম্ভমিতে কেউ উটের কাফেলা নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে দেখলেই তারা তাদের অবস্থান থেকে এগিয়ে গিয়ে অ্যাটাক করবে। সেটা সাধারণ বেদুইনদের কাফেলা হলেও। কাজের সময় কাউকে বিশ্বাস করা চলবে না। সমস্যা হলে দ্রুত আমাকে জানাবে। যাও, আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়।’

কমান্ডারের আদেশ শেনেই আরিফ সেলুট দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

দুদিন যাবত মধ্য স্পটটাকে আন্দাজে সামনে রেখে ব্যাপক ঝোঢ়াখুঁড়ি করেও কোনো পিরামিডের অস্তিত্ব আবিস্কৃত না হওয়ায় দুপুরের খাওয়ার পর খননকারীদের বিশ্বামের সময় কমান্ডার মুসা ও ইলাহী নিজেদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ লায়লাকে নিজের তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন। লায়লা তার অ্যাক্সেভেশন টিমের সাইমন ও চিশতিকে নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করতেই কমান্ডার জিঞ্জেস করলেন, ‘মিডল পয়েন্টে আরও একদিন কোদাল না চালিয়ে আমরা যদি পাশের রেড স্পটটা টাগেটি করি মিসেস ইলাহী তাহলে কেমন হয়? এখানে তো আর কোনো আশা দেখছি না।’

লায়লা সহসা কোন জবাব না দিয়ে ড. ইলাহীর পাশে গিয়ে বসল। ড. ইলাহী স্ত্রীর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ‘কমান্ডার যা বলেছেন আমার মনে হয় আমিও এ বিষয়ে একমত। আমাদের হাতে সময় কম। আরও একদিন মাঝের স্পটের খনন চালিয়ে যাওয়ার প্রকৃতপক্ষে কোন যুক্তি নেই ডার্লিং। এখানে যখন একটা ইট বা পাথরও তুমি তুলতে পারলে না। এখন তোমার দু নম্বরে কোদাল নিয়ে যাওয়া উচিত।’

লায়লা কোন জবাব দিল না। সে মুখ নামিয়ে কি ঘেন চিন্তা করছে। এ সময় জাহরা এসে তাঁবুতে প্রবেশ করল, খননকারীদের বিশ্বাম সমাপ্তির বিউগল বাজতে আর দু'মিনিট বাকি, এ সময় আপনারা পরামর্শ সভা ডেকেছেন কমান্ডার। নতুন কোনো নির্দেশ থাকলে

এক্ষুণি বলুন। কাজের লোকেরা স্পটে যাওয়ার জন্য বারবার তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করছে।

জাহুরার কথায় লায়লা এবার মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। সাথে সাথেই কাজের বিউগল বেজে উঠলে লায়লা আদেশের ভঙ্গিতে গম্ভীর হয়ে আরিফের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘খনন যথাস্থানেই আরও একদিন চলবে। সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাটির স্তর খুঁড়ে এগোতে হবে ক্যাপ্টেন। একটা ইট বা পাথর না পেলেও। আমি ইতিহাসের ছাত্রী, আপনারা আমার বাড়াবাড়িতে অসম্ভৃষ্ট হবেন না। আমি সহসা হতাশ হই না। এখনও কিছু না পাওয়া মানে এ নয় যে আরও একদিন খোঢ়াখুঁড়ির পরও আমরা কিছু পাবো না। যদি আগামীকাল খুঁড়েও কিছু না পাই তখন পরবর্তী স্পটে যাব। এখন একটু চায়ের পিপাসা পেয়েছে। আমি আমার প্রিয় ভাই কমান্ডার শাহেদীকে এক কাপ চা খাওয়াতে অনুরোধ করছি। কারণ আমরা এখন তার তাঁবুতে সকলেই আমন্ত্রিত।’

লায়লার কথায় মুসা জোরে হেসে ফেললেন, ‘ঠিক আছে, আপনাদের চা দিচ্ছি। বোন লায়লা আমার ঔর্ধ্বে মনোভাবের সমালোচনা করায় আমি অখুশি নই। আমি তার মত প্রত্তুতাত্ত্বিক বা ইতিহাসবিদও নই। আমার তাড়াভুংড়ার কারণ বোন লায়লা আশা করি জানেন। যদি আমরা কালক্ষেপণ করি তাহলে আমাদের যেমন রসদে টান পড়বে তেমনি শক্রের সহসা আক্রমণের সম্ভাবনাও আছে। তবুও আমরা লায়লার পরামর্শের বাইরে যাওয়ার শক্তি রাখি না। কারণ লায়লাই জানেন জুলফিয়া কোথায় ঘুমিয়ে আছেন। আমরা তার ক্ষিমই কার্যকর করতে এসেছি। আমার দৈর্ঘ্যহীন আচরণের জন্য আমি লজ্জিত। আপনারা সকলে আল্লাহর কাছে লায়লার সাফল্য কামনা করে একটু চা খান।’

এ কথায় লায়লাও একটু সংকোচ বোধ করল। সে ড. ইলাহীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমার ধারণা, আমরা যে স্পটটা খুঁজছি এটিই সেই জায়গা ডালিং। এখন সাফল্য ও ব্যর্থতা একমাত্র আল্লাহর হাতে।’

একজন সেন্ট্রি উপস্থিতি সকলের হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে দিতে লাগল। এ সময় বাইরে একটা কোলাহল শোনা যেতেই ক্যাপ্টেন আরিফ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আপনারা চা খান, আমি দেখছি কারা গোলযোগ পাকাচ্ছে।’

পনেরো মিনিট পরেই আরিফ হসি মুখে ফিরে এসে ‘আল্লাহ আকবর’ বলে কমান্ডার মুসাকে সেলুট দিয়ে বলল, ‘সুসংবাদ কমান্ডার। আমরা সম্ভবত জুলফিয়ার পিরামিডের চূড়া পেয়ে গেছি।’

একথায় সকলেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে ক্যাপ্টেন হাত নামিয়ে বলল, ‘বিশ্রামের পর আমাদের লোকেরা সেখানে প্রথম গাঁইতি মারতেই একটা ভেঁতা পাথরের চূড়া বেরিয়ে পড়েছে। এর জন্যই ওরা আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল। আপনারা চা শেষ করে স্পটে চলুন পিরামিডের চূড়াটা নিজের চোখে দেখবেন।’

এ কথায় কমান্ডার মুসাও ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, ‘লায়লার কথাই ঠিক। এক মুহূর্তের ব্যবধানে কি ঘটতে পারে আমরা তা না জেনেই অস্ত্রির হয়ে

পড়ি। আমাদের ধৈর্য শেখাবার জন্য বোন লায়লাকে ধন্যবাদ এবং এক মহান শাহজাদীর কবর আবিষ্কারের জন্য আমার অভিনন্দন।

সকলেই একবাক্যে লায়লাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে দেখে লায়লা ধন্যবাদ বলে নিজের স্থামীর বুকে মুখ লুকাতে চাইলে ড. ইলাহী তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ললাটে চুম্বন করল। স্থামী-স্ত্রীর এই আবেগময় মুহূর্তের মিলন দৃশ্যটি যাতে লজ্জায় কাতর না হয় সেটা লক্ষ্য করে মুসা সবাইকে তাঁবুর বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন। নিজেও দ্রুত সকলের সাথে বেরিয়ে গেলেন।



পিরামিডের চূড়ো আবিষ্কারের পর আরও চারদিন লায়লার নির্দেশে খননকাজ চলল। এই খনন দ্রুত সমাপ্ত করতে গেলেও যেখানে কমপক্ষে আরও পনেরো দিন সময় দরকার, অর্থাৎ পিরামিডের প্রবেশ পথ খুঁড়তে স্বাভাবিকভাবেই এ সময়টা লাগার কথা সেখানে লায়লা সকলের সাথে পরামর্শ করে চারদিকে বৃত্তাকার খননের পরিবর্তে অন্য একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চাইল। সে কমান্ডার মুসাকে বলল, ‘বৃত্তাকারে খোঁড়ার কাজ শেষ করতে সম্ভবত এক মাস লেগে যাবে। তার চেয়ে আমি একটু ভাগ্যের সাথে বাজি ধরতে চাই কমান্ডার।’

‘সে কি রকম?’

‘আমি আন্দাজে পিরামিডটির দরজা লক্ষ্য করে সোজাসুজি একটা গর্ত করে নিচে নেমে যেতে চাই।’

‘নেমে যদি দেখতে পাওয়া যায় আমরা পিরামিডের নিরেট একটা প্রাচীরে গিয়ে পৌছেছি?’

‘এ রকম সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না কমান্ডার। তবে আজ পর্যন্ত আমি যত পিরামিড দেখেছি সেই অভিজ্ঞতা থেকে জুলফিয়ার পিরামিডটি ও আজ কয়েকদিন পর্যালোচনা করে তবে এই প্রস্তাব দিচ্ছি। আল্লাহ সদ্য হলে আমরা ঠিক জায়গায় গিয়েই উপস্থিত হব।’ লায়লার মুখে এক ধরনের দ্বিধান্বিত আশার আলো।

মুসা হাসলেন, ‘এটা অনেকটা নিজেদের ইচ্ছাশক্তির ওপর বাজি ধরা। তবুও আমি আপনাকে অনুমতি দিতে চাই লায়লা নইলে আমাদের হাতে এখন যেটুকু রসদপত্র, পানি, খাবার ইত্যাদি আছে তাতে কিছুকাল এখানে অবস্থান করাও চলবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা করে আপনি সোজাসুজি কৃপ খনন শুরু করুন। কি বল আরিফ?’

আরিফ পাশেই একটা পাথরের ওপর ম্যাপ পরীক্ষা করছিল। কমান্ডারের দিকে মুখ তুলে বলল, ‘লায়লা যেভাবে খনন রীতি বদলাতে চাইছেন এর সবটাই কিন্তু একেবারে আন্দাজের ওপর নয় কমান্ডার। পিরামিডের মুখ সাধারণত সূর্যের দিকেই রাখা হয়। লায়লার অঙ্ক অনুযায়ী উদয়ের দিকে কৃপ খনন করে নিচে নামলে আমার তো মনে হয় আমরা দরজা পেয়ে যাবো।’

‘তাহলে আর দেরি করা কেন? এখনই কাজে হাত দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক।’  
লায়লাকে অনুমতি দিয়েই কমান্ডার শাহেদী উঠে দাঁড়ালেন।

আরিফ লায়লাকে জিজ্ঞেস করল, ‘সোজাসুজি কাটলে কত ফিট কাটতে হবে?’

‘একশো ফিট কাটার প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করতে হবে। তবে পঞ্চাশ নামলেই হয়তো বা আমরা দরজাটা পেয়ে যাব।’

লায়লা খনন কাজের একটা ভায়াগ্রাম সম্মিলিত কাগজ আরিফের দিকে তুলে ধরল।



পাঁচ দিন পর মরণ্ডুমির এক চাঁদনী রাতে লায়লার তাঁবুর সামনে কমান্ডার মুসা শাহেদী ও ক্যাপ্টেন আরিফ এসে পাহারারত সেন্ট্রিকে বলল, ‘মিসেস ইলাহীকে জাগাতে হবে।’

সেন্ট্রি সেলুট দিয়ে অবাক হয়ে হুক্মের অপেক্ষা করছিল। সে তার উপরস্থ কমান্ডার এবং ক্যাপ্টেনকে রাত তিনটায় এখানে এসে দাঁড়াতে দেখে অনেকটা হকচকিয়ে গেছে। আকাশে পূর্ণ চাঁদ উঠেছে। সেন্ট্রি দেখল এরা দুজনই সশস্ত্র। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন আরিফের পা খালি। মনে হচ্ছে এই মাত্র তিনি খননকৃত কুয়োর ভেতর থেকে উঠে এসেছেন।

‘মিসেস ইলাহী পনেরো মিনিট আগে বাতি নিভিয়ে শুতে গেছেন কমান্ডার। সারারাত জেগে কী সব লেখালেখির কাজ করছিলেন। তাকে জাগাতে হলে তাঁবুর ভেতর তার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে হবে।’

সেন্ট্রি আসলে তাঁবুর ভেতর ড. ইলাহী ও লায়লার বিছানার কাছে যেতে লজ্জা পাচ্ছে। ক্যাপ্টেন আরিফ সেন্ট্রির অবস্থাটা আন্দাজ করে নিজেই তাঁবুর কাছে গিয়ে নিচু গলায় লায়লাকে ডাক দিল, ‘মিসেস ইলাহী কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?’

প্রথম ডাকেই লায়লা জবাব দিল, ‘কে ওখানে?’

‘আমি ও কমান্ডার আপনার কাছে একটা জরুরি বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনার ঘূর্ম ভাঙ্গাবার জন্য দুঃখিত।’

ঘুমের পোশাক নিয়েই লায়লা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল। তার পেছন পেছন ড. ইলাহী। লায়লা ক্যাপ্টেনকে রাইফেলসহ খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে জিজ্ঞেস করল, ‘এত রাতে আপনারা, কি ব্যাপার?’

‘আমি জুলফিয়ার তোরণ পেয়ে গেছি মিসেস ইলাহী।’

‘এত রাতে আপনি কি করে তা পেলেন? রাতে তো আমরা কেউ সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করছি না।’

‘আপনাকে বা কমান্ডারকে না জানিয়ে আমি কয়েকজনকে নিয়ে রাতে কাজ করে আসছিলাম। কারণ আমার ধারণা হয়েছিল আমরা পিরামিডের প্রবেশ পথের খুব কাছাকাছি আছি। আমি গ্যাসের ব্যাতিতে কাজ চালিয়ে গেছি। কারণ দিনের বেলায় সকলের হটগোলের মধ্যে মোটেই কাজ এগোচ্ছিল না। আমি দরজাটা পেয়ে গেছি এবং এর সীলমোহরও অক্ষত অবস্থায় দেখেছি। তবে ভেতরে প্রবেশ করিনি। কারণ আপনার আবিষ্কারের ওপর হস্তক্ষেপ করা আমি অনুচিত ভাবি। আমার এই উদ্দ্বৃত্য মার্জনা করে এখন চলুন জুলফিয়ার কবরে প্রবেশ করবেন।’

ক্যাপ্টেনের কথায় লায়লা স্তুতি। সে কমান্ডারের দিকে তাকাল।

‘ক্যাপ্টেনের যদিও একাকী এতটা অ্যাডভান্স হওয়ার ঘটনাটাকে আমি অনুমোদন করি না তবুও সবদিক বিবেচনা করলে কাজটা খারাপ হয়নি। কারণ পিরামিডে কি পরিমাণ ধনরত্ন গচ্ছিত আছে তা সহসা সকলের একসাথে জানার চেয়ে আমাদের কয়েকজনেরই আগে জানা উচিত। কারণ মানুষের চরিত্র বড় বিচিত্র। কে বলতে পারে আমার নিজের লোকেরাই বিদ্যুতী হয়ে উঠবে না? যদিও আমার বিশ্বাস আমার লোকেরা পার্থিব ধনদৌলতের চেয়ে পরকালের কথা ভেবেই এক মুসলিম বোনের দুঃসাহসী অভিযানে শামিল হয়েছে।’

কমান্ডার মুসার কথায় লায়লা বলল, ‘না কমান্ডার, আমিও মনে করি না আপনার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ লোভী ব্যক্তি আছেন। যা হোক ক্যাপ্টেন যে সুখবর দিলেন এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এখন আর বিলম্ব করাও অনুচিত। পিরামিডে ঢোকার সব জিনিসপত্র আমার তাঁবুতেই আছে। এখন কথা হল, আরও একজন লোককে আমাদের প্রবেশকারীদের সঙ্গে নেয়া বোধ হয় উচিত হবে। সে মি. সাইমন পেরেরা। আপনার প্রতি তার আনুগত্য প্রশ়াতীত। তাছাড়া খনন ইত্যাদির ব্যাপারে সে অমানুষিক পরিশ্রম করেছে। পিরামিডের ভেতরে সে আমাদের জন্য বাতি ধরার কাজ করতে পারে।’

‘ঠিক আছে সেন্ট্রি, সাইমনের তাঁবুতে গিয়ে তাকে জানাও লায়লার তাঁবুতে আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি। বলবে এক্ষুণি জরুরি পরামর্শ সভা আছে। দেখবে অন্য কেউ যেন না জানে। আর কারো ঘূম ভাঙানোর দরকার নেই।’

বললেন কমান্ডার মুসা।

লায়লা বলল, ‘আপনারা ভেতরে আসুন। সাইমন আসতে আসতে আমি ও ইলাহী প্রস্তুত হয়ে যাই। এমন একটা মহাযুরূপ মানুষের জন্য কমই আছে কমান্ডার। আনন্দে আমার গা কাঁপছে। আমি ভাবতেই পারিনি, ক্যাপ্টেন আরিফ সত্যিই মাটি খোঁড়ার কাজ

করে যাচ্ছেন। অথচ সারাটা দিন আমি তো কুয়োর কাছেই পড়ে থাকি।'

'আপনাকে না বলে কাজটা বোধ হয় আমি ভালো করিনি বোন। তবে যা করেছি তা কাজটা ত্বরিত করার জন্যই করেছি। আমাদের হাতে আর মাত্র দেড় দিনের আহার ও পানীয় অবশিষ্ট আছে। এ নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করলে লোকজনসহ সকলেরই মন ভেঙে পড়ত। বন্দিদের খাবার জোগাতে গিয়েই আমরা বিপদে পড়েছি। এই বাড়তি খাদ্যের কথা আমাদের হিসাবের মধ্যে ধরা ছিল না। এ অবস্থায় আমি কাজকে এগিয়ে নিতে গিয়ে আমার কমান্ডারের সাথেও পরামর্শ করিনি। কমান্ডার আমাকে আগেই ক্ষমা করেছেন। এখন আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মিসেস ইলাহী।'

ক্যাপ্টেন আরিফ মিলিটারি কায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

লায়লা হেসে বলল, 'ক্ষমা আপনাকে তখনই করা হবে যখন রাজকুমারী জুলফিয়ার কাফনের ওপর আপনার টর্চের আলো পড়বে এবং আপনি সারা আরব জাতির জন্য রাজকুমারীর কফিনের ডালা উদোম করবেন।'

একথায় উপস্থিত সকলেই আশ্চর্ষ হল। কারণ এই অভিযান এবং অ্যাক্ষেডেশনের মূল দায়িত্ব লায়লার। লায়লার অনুমতি ছাড়া নিজের চেষ্টায় কেউ আলাদাভাবে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চালিয়ে যাওয়াটা সামরিক দিক দিয়ে অপরাধ তা এখানে উপস্থিত সকলেরই জানা। আরিফ যা করেছে সেটা কেবল অভিযানের সদস্যদের খাদ্যাভাবের ভয়েই করেছে। শুধু এ যুক্তিতেই এখন সকলে মোটামুটিভাবে আরিফের কাজকে সমর্থন জানালো।

লায়লা কিছুক্ষণের মধ্যে ইলাহীসহ পিরামিডে প্রবেশের উপযোগী সামরিক পোশাকে সজিত হয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দেখল ততক্ষণে সাইমনও হাজির। ক্যাপ্টেন আরিফ বলল, 'এর মধ্যেই আমি সাইমনকে সবকিছু বলেছি মিসেস ইলাহী। সেও প্রস্তুত। এখন আর দেরি নয়। এখন সাড়ে তিনটা বাজে। সকালের আগেই আমরা প্রিসেসের কফিনসহ দিনের আলোয় ফিরে আসার ইচ্ছা রাখি। বাকিটা মহান আল্লাহর হাতে।'



দড়ির দোলনায় ঢিয়ে ক্যাপ্টেন আরিফ সবাইকে নিয়ে প্রায় একশো ফুট নিচে পিরামিডের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। বাইরে আকাশে আজ চাঁদ থাকলেও গর্তের অভ্যন্তর ভাগে জ্যোছনা পৌছেনি। মুসা, লায়লা, ইলাহী এবং সাইমনের মাথার হেলমেটের সামনের দিকে উচ্চশক্তির ব্যাটারি টর্চ বসানো। তবে কেউ আলো জ্বালেনি। সকলেই

আরিফের পরামর্শের জন্য পিরামিডের দোরগোড়ায় অপেক্ষমাণ। আরিফের মাথায় লাগানো টর্চ সহসা জুলে উঠতেই সকলে দেখতে পেল তারা এক বিশাল প্রস্তর খঙের দ্বারা সীল করা একটি পাথুরে ইমরাতের মতো কোনিকিছুর ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে আছে।

আরিফ বলল, ‘কমান্ডার মুসা ও বোন লায়লা, এই হল আপনার সেই রাজকুমারীর লুকায়িত পিরামিড বা কবরগাহ যা আপনি কায়রোয় পরিত্যক্ত প্যাপিরাসের বাস্তিল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এখন আপনি আপনার আবিষ্কৃত জুলফিয়ার পিরামিডের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছেন। এ পর্যন্ত আপনি, আপনার স্বামী ও সঙ্গীদের নিরাপদে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমার কমান্ডার আমাকে এ পর্যন্ত পৌছে দেয়ার সামরিক নির্দেশ জারি করেছিলেন। কর্তব্য পালনে দুয়েকটা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ছাড়া আমি আমার কমান্ডারের আদেশ পালনে কোনও অবহেলা করিনি। এখন আপনারা পিরামিডের ভেতরে যাওয়ার জন্য আমাকে হৃকুম দিলে আমি প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করার কার্যক্রমে হাত দিতে পারি।’

কমান্ডার মুসা বললেন, ‘আমি তোমার কর্তব্যবোধ এবং অমানুষিক শ্রম ও দলের প্রতি গভীর আনুগত্যের জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি ক্যাপ্টেন। সন্দেহ নেই তুমি ও আমার দলভুক্ত মিলিশিয়া ভাইয়েরা অসাধ্য সাধন করেছ। এখন নতুন নির্দেশ দিতে পারেন কেবল বোন লায়লা ইলাহী। কারণ এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে আমার কোনও ধারণাই নেই।’

লায়লা এ কথায় হাসলেন। তার মাথার হেলমেটে টর্চ জুলে উঠল, ‘আমি আনন্দে ও ভয়ে দিশেহারার মতো হয়ে গেছি ব্রাদার শাহেদী। কি বলব যেন বুঝে উঠতে পারছি না। ক্যাপ্টেন যে অসাধ্য সাধন করেছেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। জানি না এত পরিশ্রমের পর ভেতরে গিয়ে কি দেখব? প্যাপিরাসের কথা যদি মিথ্যে না হয় তবে জগৎকে চমকে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে রাত পোহাবার আগেই।’

লায়লার কথায় মুসা, আরিফ ও ইলাহী আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। সাইমন পেরেরাও তার ধর্মীয় প্রথামত হাত দিয়ে ত্রুশ চিহ্ন আঁকল নিজের দেহে।

লায়লা বলল, ‘এখন আসল সমস্যা হল প্রবেশদ্বারের এই পাথুরে সীল আলগা করতে হলে ডিনামাইট বা উচ্চতর বিস্ফোরণ ক্ষমতাসম্পন্ন মাল মসলা দরকার। আগেকার দিনের আবিষ্কার করা এ অবস্থায় দরজার নিচ দিয়ে গভীর করে সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করতেন। আমাদের এখন আর অত পরিশ্রমের দরকার হয় না। কিন্তু দরজাটা আলগা করার জন্য এক্ষুণি বিস্ফোরক দরকার।’

‘আমি সে ব্যবস্থাও করে রেখেছি মিসেস ইলাহী। দরজার নিচে বিস্ফোরকের টিউব পৌঁতা আছে। আপনি হৃকুম দিলেই আমি রিমোটের বোতাম টিপে দরজাটা আলগা করে দিতে পারি।’

‘উফ, ক্যাপ্টেন আরিফের বুদ্ধিমত্তার কোনও তুলনা হয় না!’

আনন্দে চিৎকার করে উঠল লায়লা।

‘তবে এর আগে প্রবল বিস্ফোরণের ধাক্কা থেকে আমাদের এই কয়জনকে আত্মরক্ষা

করতে হবে মিসেস ইলাহী। আমি সে ব্যবস্থাও করে রেখেছি। বাঁ দিকে দেখুন একটা পেসেজ লোহার পাত দিয়ে আমি আড়াল করে রেখেছি। পেসেজটা এভাবে এ্যাসেল করে বানানো হয়েছে যাতে বিক্ষেপণের ধরণটা সরাসরি এদিকে না আসে। অতিরিক্ত সর্তর্কতা ও নিরাপত্তা রচনার জন্য এর ওপর লোহার পাতের ঢাকনা রাখা হয়েছে। আপনারা আল্লাহর নাম নিয়ে এর ভেতরে প্রবেশ করলেই আমিও আপনাদের পাশে বসেই রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে দরজাটা আলাদা করার জন্য বিক্ষেপণ ঘটাব।’

হাসল ক্যাপ্টেন আরিফ।

‘তাহলে আর বিলম্ব কেন? চলুন আমরা শেল্টারে ঢুকে দৈশ্বরের নাম স্মরণ করি।’  
বলল সাইমন। অন্যান্যের মতো তারও আর তর সইছে না। সে হাত দিয়ে তার শরীরের ওপর ঘন ঘন ক্রুশচিহ্ন এঁকে চলেছে।

লায়লা বলল, ‘চলুন তাহলে আল্লাহর নামে শেল্টারে ঢুকি।’

সকলেই মুসার দিকে তাকালেন। প্রকৃতপক্ষে ক্যাপ্টেন আরিফ তার হৃকুমের জন্য অপেক্ষা করছে।

কমান্ডার বললেন, ‘বিক্ষেপণে কি এমন প্রচঙ্গ শব্দ হবে ক্যাপ্টেন যা কয়েক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত শোনা যাবে?’

‘তিনি কিলোমিটার পর্যন্ত শব্দটা ছড়িয়ে পড়বে বলে মনে হচ্ছে কমান্ডার। এটা আমার আন্দাজ। মরগুমির অবাধ বাতাসের ধাক্কায় এর বেশিও যেতে পারে।’

‘এতে তো ওপরে আমাদের তাঁবুর লোকেরাও ভয় পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করবে? তাছাড়া কয়েক মাইলের মধ্যে যদি শামসের লোকেরা থেকে থাকে তাহলে তো তারা স্পষ্টভাবেই জেনে যাবে আমরা জুলফিয়ার পিরামিডের দুয়ারের পাথর সরাছ্বি! ’

কমান্ডারের বিজ্ঞ প্রশ্নে ক্যাপ্টেনের প্রবল উৎসাহ যেন মুহূর্তের মধ্যে থিতিয়ে পড়ল।

‘সরি কমান্ডার, আমি তো বিষয়ের এই গুরুতর দিকটা চিন্তা করিনি। আশৰ্য্য, এটা কেন আমার মাথায় এল না বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, এটা এক গুরুতর সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে। শামসের কানে শব্দটা যাক বা না যাক ওপরে আমাদের লোকদের মধ্যেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। তারা হয়তো তাঁবুতে আমাদের না পেয়ে কোনও দুঃঘটনার আশঙ্কায় এই গর্তের মুখের কাছে ছুটে আসতে পারে। বন্দিরাও সুযোগ পেয়ে একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে। আপনার আন্দাজ যথার্থ কমান্ডার। হৃকুম করুন এখন কি করতে পারি?’

‘এখন আর পেছানো সম্ভব নয়। তুমি যা করতে প্যান করে রেখেছিলে এখন সেটাই করতে হবে। সময় বা উপায় কোনটাই এখন আর আমাদের হাতে নেই। তবে বিক্ষেপণের আগে দড়ির দোলনায় আবার আমাকে ওপরে তুলে দাও যাতে যা কিছু ঘটুক, আমি সামলাতে পারি।’ মুখ গম্ভীর করে কথা বললেন কমান্ডার মুসা।

‘না তা হতে পারে না। আমি কমান্ডারকে ছাড়া এই গৌরবজনক আবিক্ষারে অহসর হব না।’

বেঁকে বসার মত গলার স্বর বেরংল লায়লার। ইলাহী লায়লার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তার

মাথায় রাখা হেলমেটটি জ্বালিয়ে দিয়ে বলল, ‘সেন্টিমেন্টাল হবার সময় এটা নয় ডার্লিং। সময় কই যে আমরা আবার সবকিছু ঠিকঠাক করে অগ্রসর হব? কমান্ডার যা বলেছেন এখন সেভাবে রিস্ক নিয়েই বিফ্ফোরণ ঘটাতে হবে। তবে কমান্ডারের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। তিনি অনুমোদন করলে সেভাবে অগ্রসর হওয়া যায়।’

ইলাহীর কথায় মুসা মুখ বাড়িয়ে দিলেন, ‘বলুন ড. ইলাহী, বলুন সংকোচ করবেন না।’

‘আপনি অনুমতি দিলে আমি বরং ওপরে গিয়ে বিফ্ফোরণের পরের পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করতে পারি। আমি চিশতি ও মিসেস চিশতিকে বিষয়টা বলে শান্ত করতে পারব। আমি ও লায়লা তাদের ঘুমে রেখে এসেছি; তারা দুজনই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। বহুদূর থেকে কেবল আমার আর আমার স্ত্রীর মঙ্গল কামনায় ছুটে এসেছে। আমি যদি ওপরে ওদের সাথেই থাকি তবে তাদের ছাড়াই লায়লার গভীর রাতে কাউকে না জানিয়ে গর্তে নামার একটা যৌক্তিকতা বোঝানো যাবে। আমাকে ওপরে যাওয়ার অনুমতি দিন কমান্ডার।’

এ কথায় সকলেই কিছুক্ষণ স্তুতি হয়ে থাকল। সকলেই কথাটার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করছে। সহসা লায়লাও স্বামীকে সমর্থন করল, ‘হ্যাঁ, আমিও আপনার কাছে ইলাহীর জন্য অনুমতি চাইছি কমান্ডার। আমি যখন আছি ধরে নিতে হবে আমার স্বামীও জুলফিয়ার পিরামিডে প্রথম প্রবেশকারীদের গৌরবেরই ভাগীদার। ইলাহী ওপরে থাকলে তার বন্ধু ও আস্তীয়দের পরিস্থিতিটা বোঝাতে পারবে। আর দেরি করা উচিত হবে না ব্রাদার কমান্ডার।’

‘বেশ অনুমতি দিলাম।’

কমান্ডারের নির্দেশ মাত্রাই ইলাহী দোলনায় গিয়ে চড়লেন। আরিফ তাকে নিচের হাত্তেল ঘুরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওপরে তুলে দিল।



প্রচঙ্গ বিফ্ফোরণে পায়ের নিচের মাটি যেন কাঁপতে লাগল। বিফ্ফোরণের প্রথম ধাক্কাতেই লোহার পাতের আড়ালে গুহার মতো গর্তের আশ্রয় কেন্দ্রে কে কোথায় ছিটকে পড়ল কেউ বুঝতে পারল না। লায়লা মাটির দেয়ালের নিচে গড়িয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে থাকল। কমান্ডার মুসাকে টাল সামলানোতে সাহায্য করতে গিয়ে ক্যাপ্টেন আরিফ ও সাইমন লোহার পাতে মাথা টুকে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ধোঁয়া আর বারংদের ঝাঁঝালো গদ্দে ভরে গেল গর্তটা। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। ড. ইলাহীকে ওপরে তুলে

দিয়ে ক্যাপ্টেন আরিফ সবাইকে সতর্ক থাকতে ইঙ্গিত করেই রিমোট কন্ট্রোলের বোতামের গায়ে চাপ দেয়। আর সাথে সাথেই ভূমিকম্প।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী পেঁচিয়ে ওপরে গর্তের মুখ দিয়ে চিমনির মতো গল গল করে তখনও বেরঞ্জে। এর মধ্যে আরিফের হেলমেটে হঠাতে করে বাতি জুলে উঠল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে জায়গাটা আচ্ছন্ন থাকায় সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আরিফ সোজা উঠে দাঁড়িয়েই জিজেস করল, ‘মিসেস ইলাহী আপনি কোথায়?’

‘এই তো আমি ক্যাপ্টেন, আল্লাহর রহমতে আমি সুস্থ আছি।’

লায়লার হেলমেট জুলে উঠল।

‘আমার প্রিয় কমান্ডার, আমার ওশাদের সাড়া পাচ্ছ না কেন?’

‘ভয় পেও না ক্যাপ্টেন, আল্লাহ আমাকেও নিরাপদ রেখেছেন। তোমার ব্যবস্থা অত্যন্ত চমৎকার।’

কমান্ডারের হেলমেট থেকে আলোর ফিল্ট নেমে এসে ধোঁয়ায় ঢাকা আরিফের মুখে পড়তেই আরিফের পায়ের কাছ থেকে সাইমন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমিও ঠিক আছি। এখন ধোঁয়াটা একটু না কমলে আমরা পরস্পরে মুখ দেখতে পাব না।’

‘আপনারা যার যার জায়গায় একটু দৈর্ঘ ধরে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি পিরামিডের দরজাটা আদৌ ফাঁক হয়েছে কিনা একটু দেখে আসি। নইলে সব পরিশ্রমই এ রাতের মত বেকার হয়ে যাবে। সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।’

ধোঁয়ার ভেতর একটা ছায়ামূর্তি যেন হাঙ্কা পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল। কিছুই নজরে আসছে না কারো। কমান্ডার ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘সুসংবাদ থাকলে মুখে সিগন্যাল দিও ক্যাপ্টেন।’

ছায়ামূর্তি ততক্ষণে ধোঁয়ার ভেতর অদৃশ্য। সকলে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। লায়লা বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে আল্লাহর কাছে সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা করে চলেছে। মাঝে মাঝে কমান্ডার যেমন ‘আমীন’ উচ্চারণ করছেন তেমনি সাইমনও ‘আমীন’ বলে লায়লাকে সমর্থন জানাচ্ছে। লায়লার মোনাজাত শেষ হলে কিছুক্ষণ বেশ চুপচাপ কাটল।

এর মধ্যে হঠাতে ক্যাপ্টেন আরিফ প্রাণপণে যেন সুসংবাদের সিগন্যাল উচ্চারণ করল ‘আল্লাহ আকবার’ বলে। এখন থেকে সকলেই এর প্রতিধ্বনি দিল।

‘দুয়ার ফাঁক হয়েছে কমান্ডার। আপনারা এগিয়ে আসুন। সাবধানে পা ফেলবেন, মাটি ও পাথরে পথ একাকার।’

আরিফের আহ্বান শুনেই কমান্ডার মুসা লায়লার দিকে ফিরে বললেন, ‘চলুন বোন লায়লা, আল্লাহ আপনার স্বপ্ন ও পরিশ্রমকে সার্থক করার জন্য দুয়ার খুলে দিয়েছেন।’

সাথে সাথে লায়লার হেলমেট পরা মাথা টর্চসহ মাটিতে গিয়ে ঠেকল। কমান্ডার ও সাইমন বুঝল লায়লা আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতার সিজদা দিতে মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছে। তারা কতক্ষণ লায়লার নিবেদনের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করল। লায়লা সিজদা থেকে মাথা তুলে বলল, ‘চলুন ব্রাদার কমান্ডার। চলুন সাইমন, এই মহৎ

আবিষ্কারে আমাদের সঙ্গী। চলুন এক হতভাগিনী ফেরাউন কন্যার কবরে প্রবেশ করতে আমরা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাই।'

লায়লার আবেগাকুল আহ্বানে কমান্ডার মুসা ও সাইমন এসে লায়লার দুটি হাত দুদিক থেকে দূজনে এসে তুলে নিল। সাইমন বলল, 'আসুন বোন লায়লা। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আজ থেকে আমি সব ব্যাপারে আপনাকে অনুসরণ করব। আজ থেকে আমাকে কেবল সাহায্যকারী নয়, আপন ভাই বলেই ভাববেন। যেমন কমান্ডার মুসাকে ভাবেন। আমার তরফ থেকে কোনও বিশ্বাসঘাতকতার ভয় করবেন না, এটুকুই আমার অনুরোধ।'

'না সাইমন, আমি তা করব না। আমি আপনাকে আমার ভাই হিসেবেই এহণ করলাম। এই আবিষ্কারের ন্যায্য গৌরব থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন না। আপনার গৌরবে আরবের প্রতিটি খ্রিস্টান গৌরববোধ করাক এটাই আমি চাই।'

'আমিও চাই।'

লায়লার কথাকে সমর্থন জানালেন কমান্ডার মুসাও। ততক্ষণে ধোঁয়ার আবরণ অনেকটা হাঙ্গা হয়ে এসেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে আরিফ একটা বড় টর্চ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লায়লার হাত ধরে মুসা ও সাইমন সামনে দাঁড়াতেই আরিফ পিরামিডের পাথরের দরজার ওপর টর্চের আলো ফেলল। দরজার পাথরের পাল্লা দেড় হাতের মতো ভেতরে সরে গিয়ে মানুষ ঢোকার মত ফাঁক হয়ে আছে। ফাঁকের দিকে সকলের চোখ পড়লে তারা দেখতে পেল ভেতরটা যেন জ্যাট বাঁধা অন্দকার। হাজার হাজার বছরের অন্দকারে কি আছে জানার জন্য সকলের প্রাণেই মুহূর্তের মধ্যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হল।

হাতের লম্বা টর্চটা আরিফ লায়লার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন বোন লায়লা, আপনিই আলো নিয়ে জুলফিয়ার পিরামিডের ভেতরে প্রথম পা বাড়াবার অধিকারী। আপনার পেছনে আমরা।'

এ কথায় লায়লা টর্চটা হাতে নিয়ে একবার কমান্ডার মুসার দিকে তাকালে মুসাও তাকে ভেতরে পা রাখার ইঙ্গিত করলেন।

'আমি মহান আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি।' বলে লায়লা অন্দকারের অভ্যন্তর ভাগের মেঝেতে আলো ফেলল। আলো পড়তেই মসৃণ মোজাইক করা পাথরের সিঁড়ি দেখা গেল। লায়লা সাবধানে 'বিসমিল্লাহ' বলে সিঁড়িতে পা রাখল। তারপর শরীর গলিয়ে ভেতরে চুকে দ্বিতীয় সিঁড়িতে নেমে একটু দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে সঙ্গীদের হাতের ইশারায় ডাকল, 'আসুন কমান্ডার।'

লায়লা আরও দু'ধাপ নেমে পেছনে আলো ফেলতেই কমান্ডার মুসা, আরিফ ও সাইমনকে নিয়ে প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি দিল। সকলের সম্মিলিত তকবিরে পিরামিডের ভেতরটা হাজার হাজার বছরের গুমোট ভেঙে যেন সহসা গমগম করে উঠল। লায়লা বলল, 'ব্রাদার কমান্ডার! আমি এখন পিরামিডের মেঝেয় দাঁড়িয়ে আছি। এখানে নেমে এসে আপনারা আমাকে আলো দেখিয়ে সাহায্য করলে আমি প্যাপিরাসের যেসব দিকনির্দেশক সংকেত আমার নোট বইয়ে টুকে নিয়ে এসেছি সেগুলি

দেখে ডানে বাঁয়ে যাওয়ার পথ এবং এর প্রকোষ্ঠগুলোর অবস্থান নির্ণয় করতে পারব।'

লায়লার কথায় কমান্ডারসহ অন্য দুজনও দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে মেঝেতে নেমে এল। ক্যাটেন আরিফ এগিয়ে গিয়ে লায়লার সামনে দাঁড়িয়ে তার কোমরে ঝোলানো একটা সার্চ লাইটের সুইচ টিপে দিল। মুহূর্তের মধ্যে ঠাণ্ডা উজ্জ্বল আলোয় পিরামিডের ভেতরটা ফর্শ হয়ে গেল। মনে হল যেন হাজার হাজার বছর আগের কোনও প্রাসাদের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তারা দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটা সাজানো বৈঠকখানা। দেয়ালে সারি করে বসানো আসন। প্রতিটি আসনের হাতল সোনায় মোড়া। আসনের পশ্চাদভাগে সোনার সূর্যের প্রতীক। প্রাচীন মেখমেল ফুলের নকশা আঁকা দেয়াল ও মেঝে। দেয়ালে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঝোলানো অঙ্গের সারি। এর ফাঁকে ফাঁকে আঞ্চলিক বর্ম, ঢাল, বর্শা ও সোনার হাতলালা তরবারি। একটি সিংহাসন সারিবাধা আসনগুলোর সামনে মর্যাদাজনকভাবে বসানো। সিংহাসন আলো করে আছে একটি মুকুটের মতো সোনার মস্তকাবরণ। মস্তকাবরণটি যে প্রকৃতপক্ষে কোনও রাণী বা রাজকন্যার তা সকলেই মুহূর্তের মধ্যেই আন্দাজ করতে পারল। দুর্লভ নানা মণিমানিক্য খচিত মুকুটটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে লায়লা বলল, ‘এটি প্রিসেসের আনুষ্ঠানিক মস্তকাবরণ। দেখুন, ব্রাদার কমান্ডার এর মধ্যে পাঁচটি মূল্যবান হীরা, চালিশটি হলুদ পোখরাজ, দশটি স্বচ্ছ সবুজ রংয়ের পান্না, কয়েকটি মূল্যবান নীলা পাথর এবং গোমেদ মণি বসানো আছে।’

‘একবার দেখেই এমন নিখুত হিসাব আপনি কি করে জানলেন?’

অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সাইমন পেরেরো। আনন্দ ও উন্নেজনায় পিরামিডের ভেতরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সকলেই হতবাক হয়ে থাকলেও সাইমনই হঠাৎ মুখ খুলল।

‘প্যাপিরাসে রাজকুমারীর এই মুকুটটির গুণগান করা হয়েছে। বলা হয়েছে তার পিতা মহামান্য ফেরাউন হিকশুস বংশীয় জালিস তাকে ঘোবরাজে অভিসিক্ত করতে পেরেছিলেন। এ উপলক্ষেই প্রাচীন বিশ্বখ্যাত মিসরীয় মণিকারদের দিয়ে তিনি মেয়ের জন্য এই দুর্লভ উপহারটি প্রস্তুত করিয়েছিলেন। কিন্তু রাজকুমারী গোপনে মেমফিসের রাজকীয় ধর্ম সূর্যপূজা পরিত্যাগ করে তার আদি পূর্বপুরুষ হ্যরত যেকব নবীর তৌহিদবাদে বিশ্বাসী হয়ে মেমফিসের প্রধান পুরোহিতের স্বর্ধমত্যাগী বিদ্রোহী এবং প্লাতক পুত্র ঈদিলের বশীভূত হলে মেমফিসের সূর্যমন্দিরের পুরোহিতের প্রামাণ্যে ফেরাউন প্রথম কন্যাকে বাদ দিয়ে তার কনিষ্ঠা কন্যা নাফিয়াকে ঘোবরাজে অভিষিক্ত করেন। ফেরাউনের কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় ধর্মীয় প্রধানদের প্রামাণ্যে ফেরাউন এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হন। নইলে রাজ্যে ধর্মীয় অসংহিতার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া পুরোহিতরাই ছিল মেমফিসের রাজনৈতিক শক্তির উখান পতনের প্রকাশ্য কলকাঠি। সূর্যমন্দিরকে উপেক্ষা করার কোনও শক্তি ছিল না রাজার। যদিও তিনি তার প্রথমা কন্যার বিদ্যাবত্তা, রূপগুণ এবং আধ্যাত্মিক নিষ্ঠার অনুরাগী ছিলেন। কন্যার জন্য প্রস্তুত মুকুটটি থেকে তাকে বঞ্চিত করেননি। সিংহাসন তিনি তার নিষ্ঠুর ছোটো মেয়েকে দিলেও মুকুটসহ তার ব্যক্তিগত ধনরত্নের অনেক কিছু বড় মেয়েকে দিয়ে তাকে তৌহিদের পথ থেকে এবং পুরোহিতকুলের কুলাঙ্গার এক অতিনগণ্য যুবকের প্রতি

আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যা নাফিয়া পিতার বিরুদ্ধে ঘড়্যব্রত করে পুরোহিতদের সহায়তায় পিতাকে সর্পাঘাতে গোপনে হত্যা করান এবং বড় বোনকে রাজকীয় আদালতে ধর্মদ্রেছিতার জন্য বিচারে সোপর্দ করে নিজে মেমফিসের সম্রাজ্ঞী হয়ে বসেন। মেমফিসের বিচার ব্যবস্থা যদিও ছিল পুরোহিতঅধ্যয়নিত তরুণ জুলফিয়াকে তারা এক কথায় মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেনি। তার বিরুদ্ধে রাজদ্বারা বা ধর্মদ্রেছিতার প্রমাণ স্বচ্ছ ছিল না বলে রাজকুমারী প্রথম দফায় মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে গেলেও তাকে নিজ প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে থাকার দণ্ড দেয়া হয়। আর তার প্রেমিক মরুচর বিপুর্বী তৌহিদবাদী যুবক ঈদিলকে বন্দি অবস্থায় কারাগারে হত্যা করা হয়। পিতার দেয়া এই মন্ত্রকাবরণটি জুলফিয়া কোনও অবস্থাতেই পরিত্যাগ করেননি। যদিও তিনি তার পিতার কাছ থেকে প্রাণ্ড ধনরত্নের একটা বড় অংশ মরুচর যেকোনী একেশ্বরবাদীদের মধ্যে গোপনে বিলি করে দিতে পেরেছিলেন। পরে অবশ্য এই অপরাধেই অর্থাৎ হিকশেস রাজ্যের সম্রাজ্ঞী নাফিয়ার বিরুদ্ধে তথা সূর্যদেব 'রা'র বিরুদ্ধে মরুর বেদুইনদের সংঘবন্ধ করে বিদ্রোহ করার অপরাধেই জুলফিয়াকে সর্পাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।'

এক নিঃশ্঵াসে কথাগুলো বলে গেল লায়লা।

এতো এক দীর্ঘশ্বাসের মতো কাহিনী। এ কাহিনী আমরা বোন লায়লা ইলাহীর কাছ থেকে পরে শুনব। এই মুহূর্তে আমাদের জানা দরকার কোন দিকনির্দেশনায় আমরা এক কামরা থেকে অন্য কামরায় পৌঁছতে পারব? এ স্পেস থেকে আমরা সামনের দিকে দুটো দরজা দেখতে পাচ্ছি। একটার গায়ে একটি ঈগলের প্রতীক অন্যটিতে সাপ। এসব সংকেতের মানে না জানলে এত বড় পাথুরে দরজার পাল্লা আলগা করা কি করে সম্ভব?

চিন্তিত গলায় বললেন কমান্ডার মুসা। বোৰা গেল ড্রাইং স্পেসের বিভিন্ন তৈজসপত্র, সোনা ও মণিমানিকেয়ের ঝলমলানি দেখে তিনিও খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

লায়লা বলল, 'ভাইসব, এই ঐতিহাসিক দ্বারোদঘাটন মুহূর্তে আমাদের অধৈর্য হওয়া চলবে না। সবকিছু এখন আমাদের হাতের মুঠোয় হলেও সব সংকেতের অর্থই যে আমি জানি এমন ভাববেন না। সবকথা প্যাপিরাসে লেখা নেই তবে কোন দুয়ার কোন সংকেতে ফাঁক হবে সেটা বোধ হয় আমি জানি। প্যাপিরাসেই পেয়েছি। এই সাপ আঁকা পথে এগিয়ে গিয়ে আমরা তিনটি ধনরত্নসঞ্চিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ পাব। আর ঈগল হল হিকশেস সম্রাজ্ঞী বা রাজকুমারীদের তেজস্বিতার প্রতীক। হার হাইনেস রাজকুমারী সম্ভবত এই ঘরটাতেই আছেন। এখন আপনারাই বলুন আগে কোনদিকে পা বাঢ়াবো? সাপ না ঈগল?'

লায়লার কথায় সবাই চুপ করে আছে দেখে কমান্ডার নিজেই এগিয়ে এসে লায়লাকে বললেন, 'আমরা বরং ঈগলের পথেই এগোই। আগে রাজকুমারীর মমিটি আবিক্ষার করা এই অভিযানের জন্যে একান্ত জরুরি। যদি আমরা বিশ্বের সংবাদ মিডিয়াগুলোর কাছে হিকশেস রাজবংশের লুণ্ঠ ইতিহাসের একটা অঙ্ককারাচ্ছন্ন দিককে উদয়াটনের উপাদান উন্মোচন করার কৃতিত্ব দাবি করতে পারি তাহলে সারা বিশ্বের

ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন। আর এতে মিসর সরকারও আমাদের প্রতি শক্তা পরিহার করে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। ওদিকে রাজকুমারীর সমাধিতে ধনরত্নের যে ভাণ্ডার রয়েছে তা আমরা এক্ষুণি না তুলে দেশবিদেশের টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সামনে তা উন্মোচন করব। এতে আমাদের নিজেদের লোকদের মধ্যে এবং মিসর সরকারের সঙ্গে এই সন্দেহ সৃষ্টি হবে না যে লেবানিজ কিউরেটর লায়লা ও মৌলবাদী মুসার যোগসাজশে আবিষ্কৃত পিরামিড থেকে ধনরত্ন কেউ গোপনে সরিয়ে ফেলেছে। কি বলো সাইমন?’

লায়লা ও সাইমনের দিকে তাকাল।

‘চমৎকার প্রস্তাৱ সন্দেহ নেই কমান্ডাৰ। তবে ধনরত্নের ভাণ্ডারটি পাহাৰা দেয়াৰ জন্য আমৰা এখানে অবস্থান কৰব কি কৰে? এৱ মধ্যেই আপনাৰ ক্যাডারদেৱ খাদ্য ও পানীয় ফুরিয়ে এসেছে। বড়জোৰ আমাদেৱ আৱও একদিন এখানে অবস্থানেৰ রসদপত্ৰ আছে বলে ক্যাপ্টেন আৱিফ আগেই সতৰ্ক কৰেছে।’

ক্যাপ্টেন আৱিফ বলল, ‘একদিনেৰ রসদে আমি বড়জোৰ তিনদিন চালাতে পাৱব। আমাদেৱ ছেলেৱা এ ব্যাপারে অভ্যন্ত।’

মুসা হাসলেন, ‘তাহলে পৱেৱ চিন্তা পৱে। এখন রাজকুমারীৰ কামৰার দিকে যাওয়াৰ জন্য আমি বোন লায়লাকে অনুৰোধ কৰছি।’

মুসাৰ কথা শেষ হওয়া মাত্ৰ লায়লা ঈগলেৰ প্ৰতীক আঁকা কপাটেৰ পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তাৱপৰ কপাটেৰ ডান দিকেৰ কয়েকটি আয়তাকাৰ পাথৰ গুণে কি যেন হিসাৰ কঘল। হিসাৰ মিলতেই লায়লা হেসে উঠল, ‘কপাট খোলাৰ চাৰি পেয়ে গেছি ভাইসব।’ বলেই লায়লা অন্য একটি আয়তাকাৰ মাৰ্বেল পাথৰেৰ ওপৰ সজোৱে চাপ দিল। আৱ সাথে সাথেই পুৱা পিৱামিডেৰ ভেতৱ যেন একটা মনু ভূমিকম্পেৰ মতো কম্পন অনুভূত হল। সকলেই তাদেৱ যাৱ যাৱ হাতেৱ এবং মাথার হেলমেটে সংযুক্ত আলো জ্বালিয়ে অধীৱ অপেক্ষায়। ঘৱেৱ ভেতৱকাৰ কাঁপুনিৰ সাথে একটু একটু কৰে ঈগল মাৰ্কা পাথৰেৰ কপাট একটু একটু কৰে বিলম্বিত লয়ে দেয়ালেৰ ভেতৱে সৱে যেতে লাগল।

আৱিফ বলল, ‘দুয়াৱ খুলছে।’

কেউ কোনও কথা না বলে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগেৰ বন্ধ হওয়া একটি দৱজাৰ কৃৎকৌশলেৰ দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কপাটটি একটু একটু কৰে দেয়ালেৰ ভেতৱ অস্তুতভাৱে সেঁধিয়ে গিয়ে প্ৰবেশপথ উন্মুক্ত কৰে দিল।

লায়লা ভেতৱে আলো ফেলতেই সকলে চমকে উঠল। দৱজাৰ অদূৰেই একটি পাথৰেৰ উঁচু বেদীৰ ওপৰ একটি মাৰ্বারি সাইজেৰ কফিন। কফিনেৰ ওপৰ একটি সাপ ফণা তুলে আছে।

কমান্ডাৰ মুসা বললেন, ‘কি ব্যাপার মাটিৰ নিচে এই পাথৰেৰ ঘৱে জ্যান্ত সাপ এলো কি কৰে?’

‘ওটা জ্যান্ত নয় ব্ৰাদাৰ মুসা। ওটা ও পাথৰেৰ! ওৱ চোখগুলো দেখে যদিও মনে হচ্ছে জ্যান্ত আলো ঠিকৱে পড়ছে কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে ও দুটো আসলে দুটি ক্ষুদ্ৰ হীৱেৰ কুচি

দিয়ে তৈরি। সাপটার বিবরণও প্যাপিরাসে পেয়েছি বলে আমি আপনাদের মতো আঁতকে উঠিনি। অতীতেও সমাধি থেকে ধনরত্ন চুরির ভয় ছিল বলে এই ব্যবস্থা। আসুন এর ভেতরেই রাজকুমারী জুলফিয়া শুয়ে আছেন।' সবাই একসাথে কফিনের সামনে এসে দাঢ়াল।

লায়লা বলল, 'এ ডালা খোলা একটু মুশকিল হবে। যদিও কফিনের তালার চাবি কফিনের ওপরই রাখা আছে। ওই দেখুন। মনে হয় তালা এবং চাবি দুটোতেই জং ধরেছে।'

'আমিই তাহলে একটু চেষ্টা করে দেখি।'

আরিফ চাবি তুলে নিয়ে তালার গর্তে লাগাবার চেষ্টা করতেই তালাটাই যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে খুলে পড়ে গেল।

লায়লা বলল, 'হাজার হাজার বছর আগের তালা। নিজে থেকেই ভেঙে পড়ে গেল। এখন ডালাটা আলগা করার পালা।'

মুসা বলল, 'ডালাটা তোলার একটা হাতল আমি দেখতে পাচ্ছি। ঐ দেখুন ডালার আবরণের গায়ে দুদিকে দুটি ব্যান্ডেল আছে।'

মুসার ইঙ্গিতে সাইমন গিয়ে একটি হাতল ধরল। অন্য দিকেরটা মুসা নিজে। মুসা আল্লাহর নাম নিয়ে হাতল ধরে টান দিল কিন্তু ডালা নড়ল না। এবার ক্যাপ্টেন আরিফ সাইমনকে সাহায্য করতে কফিনের পায়ের দিকে সাইমনের সাথে হাতলে হাত লাগাল আর লায়লা ধরল কমান্ডার মুসার দিকে। এক হেঁচকা টানেই ডালাটা ক্যাচ শব্দ করে আলগা হয়ে গেল।

কফিন বাস্তুর ভেতর আলো পড়তেই সবার চোখ গেল সেদিকে। মিহি কাপড়ের ব্যান্ডেজ মৃতদেহের সর্বাঙ্গ আবৃত। ব্যান্ডেজের কাপড় হলদেটে সিলকের বলে বোধ হল। শিথানে প্যাপিরাসের একটি বাণিলের উপর মাথা রেখে রাজকুমারী ঘূর্মিয়ে আছেন। মিহির মুখের ওপর একটা কাঠের মুখোশ। মুখোশটি সন্তুবত রাজকুমারী জুলফিয়ারই মুখাকৃতির নকল। যেমন আজকাল আমরা নেফারতিতির মুখাবয়বেরে অবিকল প্রতিকৃতি ঐ সম্রাজ্ঞীর কাষ্ঠনির্মিত মুখোশ দেখে আন্দাজ করতে পারি। জুলফিয়া যে এক অসাধারণ রূপসী ছিলেন কাঠের ওপর অঙ্কিত চেহারা দেখেই সকলে তা আন্দাজ করতে পারল।

লায়লা বলল, 'আল্লাহর কাছে হাজার শোকরিয়া আমরা সফল হয়েছি। এই হলেন হিকশস রাজকুমারী হতভাগিনী জুলফিয়া। ব্রাদার মুসা, এখন আর এক মুহূর্তও বিলম্ব নয়। কফিন বাকসের ডালা এই মুহূর্তে বন্ধ করে ফেলতে হবে। যাতে কোনোক্ষণ ফাংগাস মিহিকে আক্রমণ না করতে পারে। ঐ ব্যান্ডেজও এখন খোলা যাবে না। এতে আলো বাতাসের স্পর্শে মৃতদেহের বিকৃতি ঘটতে পারে। আমাদের এখন কাজ হল মিহিটি কফিনের বাইসহ ওপরে নিয়ে যাওয়া এবং যত তাড়াতাড়ি সন্তুব একটি হেলিকপ্টারের জন্য মিসর সরকারকে অনুরোধ করা।'

'কিভাবে সেটা সন্তুব মিসেস ইলাহী?'

সাইমন অবাক হয়ে লায়লাকে প্রশ্ন করলে লায়লা হেসে মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ত্রাদার কমান্ডার একটু চেষ্টা করলেই সেটা পাবেন। কায়রোয় আমার এক আংকল আছেন যিনি লেবানিজ দৃতাবাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছেন। কমান্ডার মুসার সাথে তার ভাল আলাপ-পরিচয় আছে। আমাদের বাহিনীর সাথে যে বেতার ব্যবস্থা আছে তাতে আংকলকে মেসেজ পাঠানো যাবে। কোড নম্বরও আমি জানি। এসব ব্যবস্থা করেই আমি কায়রো থেকে রওনা হয়েছিলাম। আমার আংকলকে যদি আমাদের আবিষ্কার সম্বন্ধে নিশ্চিত করা যায় তবে তিনি কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে মিসর সরকারকে রাজি করাতে পারবেন।’

মুসা বললেন, ‘চমৎকার আইডিয়া। তাহলে আর দেরি করা উচিত হবে না। তবে তো আজ সন্ধ্যায়ই রাজকুমারীর কফিন নিয়ে কায়রো মিউজিয়ামের সর্ববৃহৎ হলে প্রেস কনফারেন্স করা লায়লার পক্ষে অসম্ভব হবে না। তাছাড়া পিরামিড পাহারায় যাদের রেখে যাওয়া হবে তাদের খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থাও হেলিকপ্টারের বদৌলতেই হয়ে যাবে।’

এ কথায় ক্যাপ্টেন আরিফ ‘আল্লাহ আকবার’ এবং সাইমন পেরেরা একই সাথে ‘হুররা’ বলে আওয়াজ দিল। লায়লা বলল, ‘এক্সুপি এ নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হলে চলবে না। কোটি কোটি টাকার জাতীয় প্রত্নসম্পদ, সোনাদানা ও তৈজসপত্রের তালিকা প্রস্তুত করতে আগামীকাল রাতেই আমাদের আবার ফিরে আসতে হব। এখন দরকার রাজকুমারীর মরি কায়রোয় নিয়ে গিয়ে জগৎকে জানিয়ে দেয়া আমরা কয়েকজন আরব এবং আমাদের কয়েকজন বিদেশি মুসলিম বন্ধু ও আত্মীয় চক্ৰবৰ্কারী ইসরায়েলের গোয়েন্দা চক্রের সাথে সংঘাত করে এক ঐতিহাসিক লুণ্ঠন অধ্যায়ের আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছি। এমনকি আমরা ব্যক্তিগত ক্ষোভেরও বশবর্তী হইনি। আমরা সম্পদের লোভে বা ব্যক্তিস্বার্থে কোনও কিছুই ধামাচাপা দিইনি। বরং সরকারি অলসতায় সবকিছু শক্র করতলগত হয় এই ভয়ে আমরা মিসর সরকারকে এড়িয়ে চলছি বটে কিন্তু জাতির সাথে বেঙ্গেমানী করিনি। এতে আমি আশা করি ত্রাদার মুসা ও তার দল, সাইমন ও আমার স্বামী ড. ইলাহী, আমরা মিসর সরকারের চোখে আইন অমান্যকারী হলেও, জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তারা আমাদের শাস্তির বদলে পুরস্কৃতই করবেন।’

‘শাস্তি দিলেও আমি তা মাথা পেতেই নেব বোন লায়লা। এভাবে জাতীয় স্বার্থের জন্য কাজ করাই তো আমার দলের ব্রত। এখন আসুন কফিনটা আমরা চারজন ধরাধরি করে ওপরে যাওয়ার দোলনার কাছে নিয়ে যাই।’

মুসার কথামত সবাই কফিন নিয়ে ওপরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।



চৈকানাপ



## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট  
২০১৬ শিক্ষা বছরে পাঠ্যাব্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

## দশম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়